মস্কোর চিঠি

মস্কোর চিঠি

লিডিয়া কার্ক

নিউ গাইড

১২, কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রীট : কলিকাতা-৪

মূল্য : দুই টাকা

Bengali translation of

POSTMARKED MOSCOW

(Condensation)

by

LYDIA KIRK

Reprinted by Special Permission of the Author and The Ladies' Home Journal, U.S.A.

Copyright 1952 by the Curtis Publishing Company

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা-৪
হইতে মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার ঘটক কর্তৃক নিউ গাইড, ১২, কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।
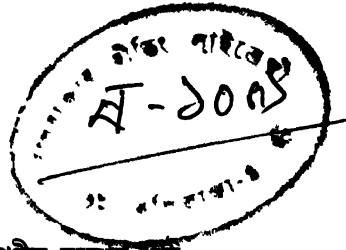
লিডিয়া কার্ক প্রণীত মস্কোর চিঠি

"আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, এ্যাডমিরাল এ্যালেন জি, কার্ক-এর পত্নীর কতকগুলি চিঠিতে লেখা—রাশিয়ার আভ্যন্তরিক জীবনের বিবরণ। রাশিয়ায় দোকানপাট, মেয়েদের জামাকাপড়, জিনিষপত্রের দামের তারতম্য, সামাজিক ঘটনাবলী, বাসস্থান-ব্যবস্থা, একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন নিয়ন্ত্রিত জীবনের ছোটখাট ঘটনাগুলিও মিসেস কার্ক-এর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে।"

লেডিজ হোম জার্ণাল
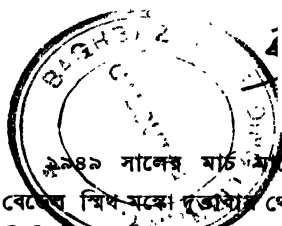
১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে খবরের কাগজগুলোতে খবর বেরুল, বেডেল স্মিথ মস্কো দূতাবাস থেকে অবসর নেবেন। দু'বছরেরও বেশী তিনি ঐ দূর বিদেশে কাজ করেছেন, সেনাবিভাগে ফিরে যাওয়াই এখন তাঁর ইচ্ছে। খবরটা পড়লুম। তার পরের দিনও বেরুল এই খবর। মনে মনে ভাবতে লাগলুম কে আসতে পারেন তাঁর জায়গায়। করদাতা হিসেবে একজনকে যখন তাঁর জায়গায় নির্বাচন করার কথা মনে হল তখন যেন কেমন ভয় করতে লাগল। যে লোকটি আমার মনোমত একদিক থেকে তাঁর আমি সহকর্মিণী, অন্য দিক থেকে সহধর্মিণীও—ইনি হলেন আমার স্বামী বেল্‌জিয়ম্-এর বর্ত্তমান রাষ্ট্রদূত অ্যাডমিরাল অ্যাল্যান গুডরিচ কার্ক।

এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে আমার কথাও হল। সে বললে—এ অসম্ভব, একজন অ্যাডমিরাল কিছুতেই একজন জেনারেল-এর জায়গায় বসতে পারে না; এমন কি সেই অ্যাডমিরাল যদি তিন বছরেরও ওপর কোন কূটনৈতিক দলের নেতৃত্ব ক'রে থাকেন তবুও নয়। আমাদের দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হল। শেষ পর্য্যন্ত, জার্মাণী আর রাশিয়া এই দুটো দেশের মধ্যে কোনওটার রাষ্ট্রদূতের পদ পূরণ করার জন্যে ডাক এলে অস্বীকার করা যায় না—এ বিষয়ে আমরা একমত হলাম।

তারপর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। অতলান্তিক চুক্তি তৈরী হয়েছে, এখন তা ওয়াশিংটনে রয়েছে স্বাক্ষরিত হবার অপেক্ষায়। ড্যাড্ বেল্‌জিয়াম্-প্রান্তে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে—এমন সময় এক শনিবার সকালবেলা ব্রাসেল্‌স্-এর দূতাবাসের ফোন-টা বেজে উঠল। ড্যাড্ অবাক হল—ওয়াশিংটন থেকে ডাক এসেছে সেই দিনই বিমানযোগে দেশে ফিরে যাবার জন্যে

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
পরিগ্রহণ সংখ্যা

: বেলা একটায় ?—বড্ড তাড়াতাড়ি যেন। বেলা চারটের সময় একটা প্লেন আছে—আমি তাতেই যাবার ব্যবস্থা করে নেব।

তাকে বাধা দিয়ে বললুম—না, না, রাশিয়ায় যাব না আমরা। আমি জানি না আমি কি বলছি, তবু তোমাকে একটা অনুরোধ করছি—মস্কো যেও না কিছুতেই।

: কি বাজে বকছ ?—আরে আমি দেশে ফিরছি চুক্তিটার জন্যেই।

কিন্তু তার প্রবোধ-বাক্যে কি জানি কেন আমার মন সায় দিল না। সেদিন বিকেলে তাকে বিমানে তুলে দেবার জন্যে বিমান বন্দরে গেলাম। শুক্রবার—প্রিন্স রিজেন্ট-এর সেক্রেটারী আমাদের পুরোনো বন্ধু আঁদ্রে ড্ স্টারকে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার মুখেই শুনলুম—প্রধান মন্ত্রী মঃ স্পাক ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসেছেন। সমস্ত সভায় আর চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ড্যাড্‌কে দেখেন নি।

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় পরিচিত একজনকে ফোন্‌-এ ডেকে আঁদ্রে যা যা বলেছেন সব বললুম। উত্তরে তিনি বললেন—আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলেই আপনার কাছে স্বীকার করছি যে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস চেষ্টা করছে মস্কোর রাষ্ট্রদূতের জায়গায় যিনি যাচ্ছেন ওয়াশিংটন থেকে তাঁর নামের অনুমোদন পাবার জন্যে।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই ঘটল। আমি জানতুম, সে এ পদ গ্রহণ করবে। তার গ্রহণ করা যে উচিত এ-ও আমরা মেনে নিলুম। সুদীর্ঘকাল কি শান্তির কি যুদ্ধের সময় অন্তরের সঙ্গে দেশকে সেবা করার পর অন্য পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব হয়তো সে অস্বীকার করতে পারে—পারে, কারণ সে ধনী নয়, কারণ তার প্রয়োজন বিশ্রাম, প্রয়োজন সত্যিকারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর পুরস্কার। কিন্তু এটা তা

নয়। এ যেন আরও বিরাট কর্তব্য আর দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নেওয়া। এই কর্তব্য আর দায়িত্ব পূর্ণভাবে বহন করার দিক দিয়ে আমারও একটা অংশ রয়েছে, আর পূর্ণভাবে তা পালন করতে গেলে সুখ আনন্দ আর স্বাচ্ছন্দ্যকে দিতে হবে বিসর্জন। তবু এ দায়িত্ব রয়েছে।

ড্যাড্ ফিরে আসার আগেই সমস্ত ভয় আর আঘাত আমি কাটিয়ে উঠলুম। অন্ততঃ এটুকু তাকে দেখাবার জন্যেই আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হল। মস্কো যাবার প্রস্তাবে সে প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল কিন্তু সে জানত সে কি বলবে, আমি কি বলব তাও তার অজানা ছিল না। তাই প্রস্তাবটা শেষ পর্য্যন্ত সে গ্রহণ করলে।

একমাস আমরা দেশেই কাটালুম। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলুম, ডাক্তার আর ডেন্টিস্‌দের কাছে গেলুম। পাওয়ার-অফ্ এ্যাটর্ণীতে স্বাক্ষর করলুম, নোতুন উইল-ও করা হল। সবাই কেমন যেন অতিরিক্ত সৌজন্য দেখাতে লাগল। এমন কি স্যাক্‌স্-এর মেয়ে-দোকানীটি পর্য্যন্ত আমার নাম ঠিকানা দেখে বললে— রাশিয়ায় যিনি যাচ্ছেন, আপনি বুঝি তাঁরই স্ত্রী?—ভগবান আপনাদের ভাল করুন।

এই রকম সান্ত্বনা আর শুভেচ্ছার যেন প্রয়োজন ছিল। আমার ছেলে রজার এক বছর কলেজের পড়া বন্ধ রেখে আমাদের সঙ্গে মস্কোতে কাটাবার সিদ্ধান্ত করেছে শুনে যেন অনেকখানি সান্ত্বনা পেলাম। আঠার বছরের ছেলে, প্রিন্সটনে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; তার ক্লাসের মধ্যে বড্ড বাচ্চা সে। রুশ ভাষা সে এর মধ্যে একটু আধটু শিখে নিয়েছে। দূতাবাসে একটি কাজ পেলে তার এই শিক্ষা কাজে লাগবে আরও ভাল করে সে রুশ ভাষাটা শিখে নেবে এই তার আশা। তার অধ্যাপকেরাও সম্মতি দিলেন। আমার কাছে সবই সমান। ড্যাড্ তার ছেলের কাছ থেকে প্রায় দশ বছর দূরে ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে

এবং বৈদেশিক চাকুরিতে নিযুক্ত থাকার দরুণ। রজারের মস্কো বাসের প্রস্তাব ড্যাডের খুব চমৎকার লাগবে এই ছিল রজারের নিজস্ব ধারণা। যাহোক তার প্রস্তাবে আমরা দু'জনেই হাসিমুখে সায় দিলাম।

রজার আর আমি যাত্রা করলাম নিও আমাস্টারডাম জাহাজে। ড্যাড্ এক সপ্তাহ আগেই পাড়ি দিয়েছিল। প্যারিসে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীদের সভায় তার যোগ দেবার কথা। ক্রিলন্-এ তার সঙ্গে আমরা মিলিত হলাম।

প্যারিসে কেনা-কাটা করতে করতেই দিনগুলো কেটে গেলো। রাশিয়ায় সব জিনিষের দাম অত্যন্ত বেশী বলেই নয়—অতিরিক্ত দাম দিয়েও জিনিষ পাওয়া যায় না বলেই কেনা-কাটাটা হলো একটু বেশী রকমের। বিমানে করে এগুলো পাঠালাম।

যুদ্ধের সময় এবং তার কিছুকাল পরেও মস্কো দূতাবাসের জন্যে বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট একটা বিমান ছিল, কিন্তু মস্কোতে সে বিমানকে রুশরা অবতরণ করতে আর দিতে না চাওয়ায় সে বিমানটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমাদের বিমানদপ্তর থেকে সরকারী কাজে রাশিয়ায় যাতায়াত করার জন্যে রাষ্ট্রদূতকে একটি জাহাজ দেওয়া হয়েছিল।

প্যারিস থেকে বিমান যাত্রা করে বার্লিন অতিক্রম করে কেমন ক'রে আমরা রাশিয়ার রাজধানী উপনীত হলাম, পাঁচদিন পর মস্কো থেকে তার বিবরণ লিখেছি।

মস্কো, ৩রা জুলাই ১৯৪৯

ড্যাড্, রজার এবং আমি ক্রীলন থেকে ঠিক বেলা দুটোর সময় যাত্রা করলাম। চমৎকার রৌদ্রজ্জ্বল দিন, গ্র্যাণ্ড প্রিক্স-এ ঘোড়দৌড় দেখতে চলেছে কেতাদুরস্ত ঘোড়দৌড় পাগল অসংখ্য নরনারী। অর্লিতে বিমানটি অপেক্ষা করছিল। বিমানটি প্রকাণ্ড বড় আর চমৎকার দেখতে। সিঁড়ির পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিমানচালক আর

তার সহকারীরা। আমাদের বোঁচকা বুচকি আগেই বিমানের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বাক্স, প্যাঁটরা, ট্র্যাঙ্ক আর স্যুটকেশের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে আমরা আমাদের জায়গায় গিয়ে বসলাম।

রান্‌ওয়ে ধরে গর্জ্জন করতে করতে আমাদের বিমানটি দৌড়তে স্বরু করে দিলে। অসহ আবহাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্তে একটি বড়ি গিলতে হবে মনে পড়লো। হঠাৎ স্তূপীকৃত জিনিষগুলির মধ্যে টেনিস র‍্যাকেট ও আমার টাইপরাইটারের পাশে ড্যাডের বন্দুকটার ওপর আমার চোখ পড়লো। তার পরেই মনে পড়লো বেলজিয়ামে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত-পত্নী ম্যাডাম প্যাব্‌লোভ-এর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়লো।

: আপনার স্বামী বুঝি শিকারী? তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম, হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়।

তিনি প্রবল আপত্তি ভরে মাথা নেড়ে বলেছিলেন: রুশিয়াতে কেউ প্রাণীবধ করতে পারে না।

ভদ্রমহিলা নিজে পিস্তল ছোঁড়ায় ওস্তাদ। আমি ভেবে অবাক হলাম তিনি এই পিস্তল দিয়ে কি শিকার করতেন এবং কেমন করে করতেন? খোলা মাঠের চেয়ে সম্ভবতঃ পানশালার অভ্যন্তরেই তিনি পিস্তল ছুঁড়তেন।

দুরাত্রি কাটালাম জার্মানীতে আর একটি রাত বার্লিন-এ। আমাদের প্রথম যাত্রাবিরতি ঘটলো ভিসবাডেন-এ। এখানে মার্কিণ বিমান-বহরের ঘাঁটিতে আমরা আস্তানা নিলাম। জেনারেল হিউবনার এবং জেনারেল ক্যানন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পশ্চিম রণাঙ্গণে আমাদের স্থলবাহিনীর অধিনায়কত্ব করছেন প্রথম জন এবং দ্বিতীয়-জন হলেন বিমানবাহিনীর অধিনায়ক। জেনারেল হিউবনার হাইডেল-বার্গ থেকে তাঁর ‘নিজস্ব ট্রেনে’ এসেছিলেন। ট্রেনের তিনটি কামরা

ঝকঝকে তকতকে চমৎকার। নাৎসী আমলে শ্রীমতী গোয়েরিং এই ট্রেণে করে ভিয়েনা, প্রাগ আর প্যারিসে কনাকাটা করতে যেতেন।

তারপরের দিন সেই ট্রেনে করেই আমরা ফিরে এলাম ভিসবাডেনে। সেখান থেকে বিমানে করে বার্লিন এবং পরে এলাম টেম্পলহফ বিমান বন্দরে।

সৈন্যরা সামরিক রীতিতে সম্মান প্রদর্শন করবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। একদিকে সৈন্যবাহিনীর বাদক দল এবং অপর দিকে পদস্থ আমেরিকান অফিসাররা।

ব্যাণ্ডে 'ফ্ল্যাগ অফিসার্স মার্চ' সুর এবং তারকাখচিত পতাকার গান শুনে আমার মানসিক আবেগ দমন করা কঠিন হয়ে পড়লো। আমি মানসিক আবেগ দমন করবার জন্যে বারবার অধর দংশন করতে লাগলাম। মস্কো যাবার পথে এই সম্মান প্রদর্শন, মাথার ওপর গর্জনকারী বিমান, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর মার্কিন পতাকা আমাদের সম্মুখে: এই সম্মিলিত পরিবেশে এবং আবহাওয়ায় মনের মধ্যে যে আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তা কি বিস্মৃত হবার ?

বার্লিন গ্যারিসনের অধিনায়ক জেনারেল হেইসের সঙ্গে সঙ্গে ড্যাড্ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করলেন। তারপর আমাদের নৌবাহিনীর পদস্থ প্রতিনিধি এ্যাডমিরাল উইলকিসের বাড়ী এলাম। রাতটা সেখানেই কাটলো।

পরের দিন: ২৮শে জুন টেম্পলহফ-এ এলাম মোটরে। আমাদের জন্যে প্রকাণ্ড বিমান-রথ একেবারে তৈরী হয়ে আছে। অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে মস্কোর প্রথম সেক্রেটারীদের একজন ক্রুষ্টার মরিসকে দেখতে পেলাম। বিমানটিকে সুপরিচালিত করবার জন্যে দু'জন রুশ বৈমানিক আমাদের বিমানে ছিল—এর মধ্যে একজন হলেন পথ নির্দ্দেশক এবং অপর জন হ'লেন বেতার পরিচালক।

আমাদের বিমান চালাচ্ছিল আমাদেরই বৈমানিকরা কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে তা' নির্দ্দেশ ও নিরূপণ করার ভার ছিল রুশ বৈমানিকদের ওপর। বিমান চালনা ছাড়া আর সব দায়-দায়িত্ব ছিল এদের হু'জনার ওপর। এরা কিন্তু অসামরিক কর্ম্মী।

আমরা নিজেদের জায়গা ক'রে নিলাম পোঁটলা-পুটলীর মধ্যে। সকাল ৯টায় বিমানখানি আমাদের নিয়ে রওনা হ'ল। আকাশের বহু ঊর্ধ্বে রুশ এলাকার ওপর দিয়ে বিমানটি পোল্যাণ্ড আর মস্কোর দিকে ছুটে চললো।

দেখবার মতো বিশেষ কিছুই ছিল না। রুশরা খুব সতর্কতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য জনপদ বা সহরকে আমাদের যাত্রাপথ থেকে বাদ দিয়েছিল। পোল্যাণ্ডের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রগুলি জলাভূমির মতো দেখাচ্ছিল, চোখে পড়ছিল বিস্তৃত বনভূমি আর বহু মাইল বিস্তৃত ভূমি, যা আজও রেলপথে বা হাঁটাপথে মানুষের পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে ওঠে নি।

প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পর আমরা মস্কোর কাছাকাছি এসে পড়লাম। বিমানটি সোজা নীচের দিকে নামতে সুরু করলো। সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে ভনুকোভায় আমরা অবতরণ করলাম।

বিমানটি যখন রান্‌ওয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে চলছিল তখন বিমান-বন্দরে উপস্থিত জনতার দর্শন পেলাম। ওদের কাছে আমরা যেন দর্শনীয় কিছু। তাছাড়া তখন রাশিয়ায় চার ইঞ্জিন-ওয়ালা কোন বিমান নেই। আমাদের এই ধরণের বিমান বছরে মাত্র তিন-চারবার এদেশে যাওয়া-আসা করে।

বিমানটি অবশেষে একেবারে থামলো। আমার টুপিটা সোজা করে প্রসাধনটা অটুট আছে কিনা দেখে ড্যাডের পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। আমাদের দূতাবাসের সমস্ত কর্মচারীরা

এবং একজন রুশ প্রোটোকল অফিসার বিমান-ঘাঁটিতে উপস্থিত হয়েছেন। ডাড্‌কে পাহারা দেবার জন্যে সরকারীভাবে নিযুক্ত চারজন এম-ভি-ডি রক্ষী হাজির ছিল। আমাদের পরামর্শদাতা ফয় কোয়েলার এদের চারজনের সঙ্গে ড্যাডের পরিচয় করিয়ে দিলো। রাশিয়ায় পদার্পণ করার পর থেকে সুরু করে এ দেশ থেকে বিদায় নেওয়ার দিন পর্য্যন্ত এই চারজনের মুখচন্দ্রিমা আমাদের সতত দর্শন করতে হবে। এই দেহরক্ষী চারজনের চেহারা, বেশ শক্ত সমর্থ, কালো স্যুট পরণে, ফেল্ট হ্যাট্‌টি মুখের ওপর টেনে নামানো, কোমরের পাশে বন্দুক ঝুলছে।

তাদের সঙ্গে আমি করমর্দন করলাম। খুব শুকনো আর শক্ত হাত ওদের। তাদের নাম কোনদিনই আমাদের জানান হয় নি। এদেশে কেবলমাত্র মার্কিণ আর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতদের জন্য এই ভাবে দেহরক্ষী ব্যবস্থা করে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ১৯১৯ সালে জার্ম্মান রাষ্ট্রদূতের হত্যার পর থেকে এদেশে এই রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চলে আসছে। তখন থেকেই, জার্ম্মাণ, মার্কিণ এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত-দের 'দেহরক্ষী' হিসেবে চারজন রক্ষীকে দিনরাতের জন্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বাড়ীর বাইরে পা দিলেই তারা মোটরে করে তাঁর পশ্চাদানুসরণ করে থাকে। কেবলমাত্র দূতাবাসের মধ্যে এই কড়া পাহারা থেকে মুক্তি। রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এ দিয়ে অন্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। এই সুসজ্জিত সশস্ত্র প্রহরীদের পাহারায় আমি কিন্তু বেশ খুশীই হয়েছিলাম।

মোটরযোগে যখন মস্কো যাত্রা করলাম আকাশ তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি সুরু হয়েছে। বিমান বন্দর থেকে শহর প্রায় ৪৫ মিনিটের পথ। রাস্তা বেশ চওড়া, ঘরবাড়ী কাঠের, রংয়ের স্পর্শহীন

বড় রাস্তার ধারে-কাছের পথগুলি কর্দ্দমাক্ত মনে হলো। ছাগল নিয়ে ছেলেরা চলেছে, কখনও বুড়ী চলেছে ধীর পদে গরু নিয়ে।

শহরে প্রবেশ করলাম। প্রধান রাস্তাগুলি চওড়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘর বাড়ীগুলি নতুন, তার আভাস তখনও পাওয়া যাচ্ছে। অনেক বাড়ী, বিশেষ করে বড় বড় বাড়িগুলিতে কামানের আঘাত-চিহ্ন। এ বিষয়ে আমার প্রশ্নে তারা বললে, না এগুলোর রঙ করা আর মেরামতির দরকার।

একটা ছোট স্কোয়ার আমরা পার হয়ে এলাম। স্কোয়ারের মধ্য-স্থলের সবুজ মাঠটি কিন্তু অপরিচ্ছন্ন এবং এক কোণে ভেঙে-পড়া একটা গির্জ্জা। আমাদের সামনে 'স্প্যাসো হাউস'। চার দিক ঘেরা, দেখে মনে হলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রবেশপথের ওপর মার্কিণ দূতাবাসের প্রতীক।

সম্ভবতঃ 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন' কথাটা এখানে ঠিক খাটে না। প্রকাণ্ড নিও-ক্লাসিক প্রাসাদ ১৯১২ সালে কোন ধনী ব্যবসায়ী এটা নির্ম্মাণ করে-ছিলেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক অভিজাত বংশে বিবাহ করেন। বিপ্লবের পরে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট এ বাড়ীটা দখল করে নেন এবং পররাষ্ট্র বিভাগের সরকারী অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। ১৯১৮-৩০ সালে বলশেভিক পররাষ্ট্র বিভাগের কমিশনার আমার শয়নকক্ষেই মারা গেছেন সম্ভবতঃ। এরা আমাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিল যে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল।

১৯৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বলশেভিক গভর্ণমেণ্টকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বিল বুলইট রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন। তিনি দূতাবাসের জন্য স্প্যাসো হাউস ও মোখোভায়া নামে একটা বড় বাড়ী দূতাবাসের কর্ম্মীদের জন্য লীজ নেন। আমাদের সরকার আজো এ দুটি বাড়ীর ভাড়া যথারীতি দিয়ে যাচ্ছেন।

স্প্যাসো হাউসের আয়তন বিশাল। একতলার ঘর ২৮ ফুট উঁচু আর তিনতলার ঘর ২০ ফুট। প্রকাণ্ড হল্-এর কথা আর কি বলবো, সেটি লম্বায় ৮২ ফুট এবং দোতলা সমান উঁচু। এর সিলিং থেকে প্রকাণ্ড বড় ঝাড়-লণ্ঠণ ঝুলছে—এত বড় এর আগে আমি কখনও দেখি নি। এরা আমাকে আশ্বাস দিলে, ওটা খুলে পড়ে যাবার ভয় নেই। জেনারেল বেডেল স্মিথ দূতাবাসে উপস্থিত হয়েই এটা ওটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। আমার কিন্তু মনে হতে লাগলো যে এই ঝাড় থেকে যদি একটি ফলক ছিঁড়ে কোন অতিথির মাথায় পড়ে তাহলে আন্ত-র্জাতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হবে।

এই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে রইলেন দূতাবাসের দুজন সেক্রেটারী। প্রথম জন হলেন : প্রথম সেক্রেটারী, নাম ডিক্ ডেভিস, রাশিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ (এখানে বিশেষজ্ঞ অর্থে যে ব্যক্তিবিশেষ একটি দেশের রাজনীতি, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁকেই বুঝান হচ্ছে। —সম্পাদক)। এই গ্রীষ্মেই তিনি মস্কো থেকে বিদায় নেবেন। দ্বিতীয় জন হলেন : জন কেপেল। তিনি আরো একবছর এখানে থাকবেন। এই বাড়ীর হলের শেষ প্রান্তে তাঁরা দু'জনে মিলে একটি ঘরে থাকতেন। তার পরের ঘরটাই রজারের জন্য রইল।

ড্যাডের সেক্রেটারী মার্গারেট স্থলভিয়ানের সঙ্গে গৃহস্থালীর তত্ত্বা-বধান সুরু করতেই আমার দুর্ভাবনা অনেক কমে গেল। কিন্তু রুশভাষী ভৃত্যদের সঙ্গে বাজার করা আর হিসেব-পত্র নিয়ে পেরে উঠতে পারব কিনা তাই একটু ভাবনায় পড়লুম। পরামর্শদাতার স্ত্রী আমাদের বিমানে করে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে নতুন কেউ না আসা পর্য্যন্ত পরামর্শদাতাকে আমাদের সঙ্গেই থাকতে হলো। পাঁচজন পুরুষকে নিয়ে বেশ খুশী মনেই আমার ঘরকন্না সুরু করে দিলাম।

আমার প্রধান বিপত্তি সুরু হলো দামী কাপড়চোপড় ভর্ত্তি আমার একটা ট্রাঙ্কের অনুপস্থিতিতে। মনে হচ্ছে বেলজিয়ামে যেন সেটাকে ফেলে এসেছি।

৩০শে জুন, ১৯৪৯

শহরের পথে একা একা স্বাধীনভাবে কেন বেড়িয়ে বেড়ানো যাবেনা তার কোন কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। ড্যাডকে আমি কথা দিয়েছি যে পরিচয়-পত্র সর্ব্বদাই সঙ্গে নিয়ে বেরুবো। এইদিক দিয়ে আমার সঙ্গে অন্য রুশবাসীর কোন তফাৎ নেই। পরিচয়-পত্র সঙ্গে না নিয়ে বেরুনো বস্ত্রহীন হয়ে বেরুনোর সমান এখানে। স্প্যাসোর চার-ধারের চিহ্নগুলি ভাল করে চেনা করে নিয়ে আমি এর আশে-পাশে কয়েকবার সাহসভরে ঘুরে এলাম। কাছেপিঠে আরবাট নামে পুরাতন রাজপথটি ধরেও কিছুক্ষণ বেড়িয়ে এলাম। ক্রেমলিনের ঠিক সামনে আরবাট স্কোয়ার থেকে এই রাস্তার সুরু এবং গ্রাম্য অঞ্চলে যেখানে সোভিয়েটের উচ্চপদস্থ কর্ম্মীদের বিশ্রাম-কুঞ্জ আছে সেই অবধি এর বিস্তার ঘটেছে। শহরের সুরু থেকেই এই পথটি আমাদের নিষিদ্ধ এলাকা।

মস্কোর মধ্যে আরবাটই হ'ল সবচেয়ে অধিক পুলিশবেষ্টিত রাস্তা। রাস্তার মধ্যে সাদা লাইন টানা; সাধারণ যান-বাহনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে। সাদা জক্ কাটা পথের ধারে ধারে গুপ্ত পুলিশের লোকেদের চেনা খুবই সহজ। তাদের পোষাক-আসাকের ধরণ, তাদের মুখের চেহারা দেখে ভুল করবার উপায় নেই। জন কেপেল বলে, অফিস যাবার পথে এই গুপ্ত পুলিশের সংখ্যা গোনা বেশ একটি মজার খেলা।

রাস্তার ধারের দোকানগুলি কেমন যেন জরাজীর্ণ এবং একটু নিঃস্ব চেহারার। পশ্চিমীর চোখে দোকানের জিনিস-পত্রগুলিও অত্যন্ত

খেলো ধরণের। খাবারের দোকানে যা কিছু বিক্রি হচ্ছে তারই কার্ড বোর্ডের তৈরী মডেল দিয়ে খাবারের দোকানের ‘উইনডো’গুলো সাজানো। প্রথমে এই দেখে আমার মনে হয়েছিল খাদ্যবস্তুর দুষ্প্রাপ্যতার জন্যেই এখানে এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরে জানতে পারলাম, এটাই এখানকার রীতি এবং বহুকাল আগে এখানকার মানুষ যখন অক্ষর জ্ঞানহীন ছিল তখন থেকেই এটা সুরু হয়েছিল।

রাশিয়ায় এখন সব জিনিসই নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত। দুষ্প্রাপ্যতার ফলেই শেল্‌ফগুলি শূন্য থাকে, জীবনযাত্রার মান হয় নিম্ন। আমাদের জানানো হয়েছিল যে যুদ্ধের পর এখানে নানা দিকের নানান অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পশ্চিমের জগৎ থেকে এদেশে এলে কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না। এই ধূলিধূসরিত পথের ওপর নুব্জকুব্জ ভীড় করা লোকেদের দিকে তাকালে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। এর আগে তাহলে এরা দেখতে কেমন ছিল? ভিখারী!

রাস্তায় সবাই আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। আমরা বিদেশী—যতই সাদাসিদে ভাবে পোষাক পরি না কেন—রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ অনেক। আমাদের জুতোগুলিই বিশেষ করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওদের জুতোগুলো একেবারে খেলো, সোলগুলো একেবারে সরু আর পাতলা। মনে হয় এগুলো যেন কৃত্রিম চামড়া দিয়ে তৈরী। অনেকগুলো আবার ক্যানভাসের, তাদের রঙ ও আকার আবার তেমনি! এদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল জুতো হলো চেকদের মতো অতি সস্তা জুতো যা আমি বেলজিয়ামে দেখেছি। এখানে খাঁটি চামড়ার জুতো বোধ হয় কেবল মাত্র সামরিক লোকেরাই পরে।

মেয়েদের পোষাকের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালের পোষাকই তাদের ছাপা কাপড়ের, স্কার্টগুলো ছোট আর অপ্রশস্থ—পরিধানকারীর

উপযোগী করে পোষাক তৈরীর কোন বালাই নেই। মোজাও মোটা সুতোর। নাইলন্ অবশ্য সামান্য কিছু আছে কয়েকটা দোকানে, আমাদের মুদ্রায় এর এক জোড়ার দাম হবে ১২ থেকে ১৫ ডলার।

এখন পর্য্যন্ত আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা আর আর্দ্র। শুনলাম গ্রীষ্মকালে রাশিয়ায় অত্যন্ত গরম। আমার খেলাধূলার পোষাক ও স্নানের পোষাকগুলির দিকে আমি সাগ্রহে তাকালাম। সূর্য্য উঠলেও তা এখানে উপভোগ করার সুযোগটা বড় কম। আমরা মোটরে করে মস্কোর চারটে রাস্তায় ৫০ কিলোমিটার অবধি যেতে পারতাম—মানে এই চৌহদ্দীর মধ্যে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি আমাদের ছিল। পররাষ্ট্র বিভাগকে ৪৮ ঘণ্টা আগে জানিয়ে আমরা মোটরে করে এর বাইরে আরো তিনটি রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম! এর মধ্যে সব চেয়ে দীর্ঘ একটানা যাত্রা ছিল টলষ্টয়ের গৃহ পরিদর্শনে, আর ছিল জোগোরাস্ক-এ প্রার্থনা সভা এবং ক্লিন-এ চাইকোভাস্কির আবাসভূমি। কিন্তু এই সব জায়গায় যেতে গেলে কোন জায়গায় না থেমে একেবারে সোজা চলে যেতে হবে, এমন কি রাস্তার ধারে লাঞ্চ খাওয়াও চলবে না।

৩রা জুলাই, ১৯৪৯

৪ঠা জুলাইয়ের বার্ষিক উৎসবের জন্যে স্প্যাসো হাউসে আবেগ উত্তেজনার শেষ নেই। চারশো নরনারীর আনন্দময় উপস্থিতি এই উৎসবে প্রাণসঞ্চার করে। মার্কিন দূতবাসের সমস্ত কর্ম্মী, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ব্যক্তিরা এবং বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত সোভিয়েট উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের শুভাগমন ঘটে থাকে এই উৎসবে। বেলা ৯-৩০ মিঃ এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষে খাওয়া দাওয়া আর নাচ-গান। ফিলিস কোহ্লার এদেশ ত্যাগ করার আগে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে

রেখে গিয়েছিল। কাজেই আমার একমাত্র কাজ ছিল ড্যাড্ আর ফয় কোহ্লারের সঙ্গে থেকে আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানানো।

অবশেষে আমার সেই ট্রাঙ্কটা পাওয়া গেলো। ব্রাসেলস্-এর লোকেরা আগ্রহ ও উৎসাহের আতিশয্যে সেটাকে একেবারে বার্লিন পাঠিয়ে দিয়েছিল এই আশা করে যে, যাত্রা পথের মধ্যেই আমাদের দেখা মিলতে পারে। কোন্ পথ ধরে যাবে তা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত ওটি সেখানে পড়েছিল। যাহোক, পাওয়া গেছে—এই যথেষ্ট! কিন্তু আমার সাদা ব্রোকেডের পোষাকটি পরে এখানে প্রথম উপস্থিত হতে পারিনি—এ জন্য মনটা আমার খুঁতখুঁত করছিল। সামনের ফুলের বাগানে নীল আর সাদা ফুলের অন্বেষণ করতে হবে। নীল সাদা ফুল কাঁধের ওপর পিন দিয়ে গুচ্ছবদ্ধ করে দিলে ভালোই মানাবে—আর একটু স্বদেশীয়ানার গন্ধও থাকবে এতে।

ফয় কোহ্লার আমাকে বলেছিল যে যা বীজ আছে তা নিয়ে মালী খুব তত্ত্ব-তদ্বির করছে কিন্তু দেখে মনে হলো ন্যাসটারটিয়াম, মেরিগোল্ড ও লুপাইন এখানে ফুটবে বেশী। মস্কোতে ফুল বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না—এমন কি গ্রীষ্ম কালেও নয়। মাত্র দুটো কি তিনটে দোকানেই যা কিনতে পাওয়া যায়—তাও সবুজ গাছ-গাছড়াই বেশী। কখনো-সখনো অতি সাধারণ স্তরের গন্ধবর্ণহীন ফুল মেলে, কিন্তু গোলাপ, কি কারনেশন অথবা hot house একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। আমি বুদ্ধি করে কনষ্টান্স স্প্রাই থেকে অনেক কৃত্রিম ফুল এনেছিলাম। প্রকাণ্ড হলের কোণে কোণে এইগুলি সবুজ পাতাগুলির মধ্যে মানানসই করে গুছিয়ে বড় বড় ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছিলাম।

বিমান-বন্দর থেকে এখানে আসবার সময় আমার চোখে পড়েছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত খোলা জমিতে বাঁধাকপি আর আলু চাষের সমারোহ। পথের ধারে খোলা জমিগুলিতেও আলুর চাষ হচ্ছে—

কথনো গৃহস্বামিনী কখনও বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্যরা তা দেখাশোনা করছে। বিপ্লবের গোড়ার দিকে সহরের প্রায় সব গাছগুলিকে কেটে ফেলা হয়েছিল। এখানে-ওখানে নতুন করে গাছ লাগানও হয়েছে—পথের ওপর এই চারা গাছের সবুজ নিশানা।

৫ই জুলাই, ১৯৪৯

৪ঠা জুলাইয়ের আনন্দ উৎসব শেষ হয়ে গেলো। চারশো অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত ছিলেন—এঁদের মধ্যে অনেকেই রাত সাড়ে তিনটে অবধি ছিলেন। হলের প্রবেশ পথে আমি, ড্যাড্ ও ফয় কোহ্লারকে নিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের কূটনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ, দশটার মধ্যে মার্কিন ও বিদেশী বন্ধুদের সমাগমে হলটা ভরে উঠলো। পুরুষরা এলো সাদা টাই পরে আর পদক বিভূষিত হয়ে অথবা সামরিক পোষাকে এবং মেয়েরা এলো তাদের সবচেয়ে ভালো জামা পরে। (সাদা ব্রকেডের জামাটার জন্যে আমার মনটা তথনও খচ্‌খচ্ করছিল।)

প্রায় বারোজন রাশিয়ান উপস্থিত ছিলেন। এঁদের অধিনায়কতা করলেন গ্রোমিকো। তিনি ইস্ত্রী-বিহীন বাদামী রঙের একটা স্যুট পরে এসেছিলেন। দাড়িটা কামিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তাটুকুও তিনি অনুভব করেন নি। তিনি যেন অফিসের কাজ করতে করতেই হঠাৎ চলে. এসেছেন। রাশিয়ানরা অনেক রাত অবধি তাদের অফিস পাঠশালের কাজ চালায়। নিউ ইয়র্কের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে এঁকে কিন্তু বেশ চমৎকার এবং ফিটফাট দেখেছিলাম। সেজন্যেই আজকে এঁকে কেমন যেন ভালো লাগলো না।

নাচঘরে ভাড়া করা রাশিয়ান অর্কেষ্ট্রা মার্কিণী নাচের সুর বাজালো। চারদিকে বেশ হাসি-খুশীর মেলা। আমি গ্রোমিকোকে অভ্যর্থনা

জানিয়ে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি কার্লসবাদে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা করলাম। কূটনৈতিক পদের গুরুদায়িত্ব স্বাস্থ্যের ওপর হামলা দিয়ে থাকে। মাদাম গ্রোমিকো ক্রমশঃ সেরে উঠছেন। এই কথা শুনে আমি তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে অভিনন্দন জানালাম। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রদূত এবং শ্রীমতী ওয়ারেন অষ্টিন প্রদত্ত নৈশ ভোজের উৎসবে মাদাম গ্রোমিকোর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—একথা শ্রীমতীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার কথা তাঁকে জানাতে বললাম।

মাত্র ৪৫ মিনিট কেটেছে হঠাৎ যেন ইঙ্গিত পেয়ে রাশিয়ানরা ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো। গ্রোমিকো করমর্দন করলেন। তারা তাঁর পিছনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল এবং ধীরপদে বিদায় গ্রহণ করলো।

স্ত্রী নিয়ে কোন রাশিয়ান আসেনি। শুনলাম ওদের স্ত্রীদের বড় একটা দেখা যায় না। খুব কম ক্ষেত্রেই মাদাম ভিসিনস্কি এবং মাদাম গ্রোমিকো তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে এই ধরণের আনন্দ উৎসবে উপস্থিত হয়েছেন। পুরুষরা একাই আসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পশ্চিমীদের আদব-কায়দা ও হাব-ভাবে স্ত্রীরা যেন 'নষ্ট' না হয়—সে জন্যেই এই সতর্কতা; কিন্তু এখানকার রেস্তোরাঁয় নারী পুরুষ যুগলে আহার করছে তা প্রায়ই দেখা যায়।

১০ই জুলাই, ১৯৪৯

রেড স্কোয়ার একটি আশ্চর্য্য জায়গা। যুগ যুগ ধরে এ স্থান রাশিয়ানদের জাতীয় জীবনের মর্ম্মস্থল হয়ে আছে। এখানে ইতিহাস রচিত হয়েছে। কত জারের উত্থান আর পতন ঘটেছে। জয়ধ্বনি উঠেছে কারো—কাকেও বা ফাঁসীতে লটকে দেওয়া হয়েছে এখানেই। রুষ ভাষায় 'ক্রাসনে' বা লাল-এর অর্থ হচ্ছে সুন্দর। এই নামেই এই স্কোয়ার বিভূষিত হয়ে আসছে। প্রকাণ্ড বড় জায়গা। লেনিনের স্মৃতিস্তম্ভ আর

প্রাচীনকালের সেই ফাঁসীর মঞ্চ আর সেণ্ট বেসিল ক্যাথেড্রালের কথা বাদ দিলে এটাকে এখন একেবারে শূন্য বলা চলে। পুরোনো ছবিতে দেখেছি এই জায়গা সব সময়েই জনপূর্ণ—এটা ছিল নাগরিক জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র।

ক্রেমলীনের মানে হলো গম্বুজবিশিষ্ট গৃহ (সিটাডেল)। এই জনপদ ক্রমশঃ খ্যাতি অর্জ্জন করে। মস্কো নদীর দিকে যেন সে তাকিয়ে আছে। শহরের সুরু এখান থেকেই। ক্রেমলীনের মধ্যে আছে গির্জ্জা, ভজনালয়, কনভেণ্ট (এখন সরকারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে) এবং প্রাসাদ। সোভিয়েট উচ্চপদস্থ নেতাদের সভা সমিতির ও শলা-পরামর্শ মন্ত্রনার আগার বলা যেতে পারে। রেড স্কোয়ারের মাত্র তিনটি প্রবেশদ্বার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে প্রবেশদ্বারটি রেড স্কোয়ার থেকে দূরে বিদেশীরা মাত্র সেইটি দিয়েই ভেতরে ঢুকতে পারে। স্কোয়ারের সামনের প্রধান গেটটির আশেপাশে ছোট ছোট ভজনালয়—তা এখন ভেঙ্গে চুরে নষ্ট হয়ে গেছে। গেটের বাম দিকের দেয়ালের ধারে রয়েছে লেনিনের স্মৃতিস্তম্ভ: লাল-কালো মসৃণ গ্রেনাইট পাথরের তৈরী।

স্মৃতি-স্তম্ভের দু'পাশে দর্শকদের বসবার জন্য অনেকগুলো পাথরের বেঞ্চি—এখানে বসে স্তম্ভটি ভাল করে দেখা যায়। শ্রেণীবদ্ধ সিডার গাছের পিছনে, স্মৃতিস্তম্ভের শেষে আছে দলের প্রধান নেতাদের কবর। জন রীড, বিল হেওয়ার্ড এবং প্যাক্সটন হিবেন: এই তিনজন আমেরিকানের কবর সেখানে আছে।

দেওয়ালটি রক্ত গোলাপ রঙের ইঁট দিয়ে তৈরী, ষাট ফিট উঁচু। অপরূপ গঠন চাতুর্য্য, শীর্ষদেশে সোয়ালো পুচ্ছের ভঙ্গী। এই স্মৃতিস্তম্ভটি চিত্তাকর্ষক ও অবিস্মরণীয়। এর সৌন্দর্য্যের মধ্যে আছে ভয়াবহতা যা কেবলমাত্র অতীতের স্মৃতি বিজড়িত বলে নয়—স্বর্ণখচিত গির্জ্জাচূড়ার অপরূপ দীপ্তি এবং এর অভ্যন্তরে অগণিত অট্টালিকা

সমূহের জন্যও। জল হোক, ঝড় হোক, প্রতিদিন একজন না একজন কৃষকে দেখা যাবে: হয়তো কোন সহরে কারখানার শ্রমিক অথবা চাষী অবাক চোখে এই পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

গতকাল আমরা এই রেড স্কোয়ার ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম। এই স্কোয়ারে কত বাস্তব ঘটনা ঘটতে পারে তার নমুনাও আমরা পেলাম। এলেন মরিস্ ক্রষ্টারের লাবণ্যময়ী পত্নী আমাদের সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মোটরে আমরা যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বিশ্রি রকমের ঝক্ ঝক্ শব্দ করে স্কোয়ারের মাঝখানে মোটরটা থেমে গেলো।

ঠিক এই সময়েই ১৫।২০টা ট্রাক ভর্ত্তি সেপাই আর মাথায় নীল রঙের টুপি ও খাকী পোষাক পরা সৈনিক স্কোয়ারের মধ্যে এসে উপস্থিত হলো। তারা ট্রাক থেকে বিদ্যুৎগতিতে ঝুপ ঝাপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ে জনসাধারণকে স্কোয়ার থেকে ভাগিয়ে দিতে সুরু করে দিলো। আমাদের মোটর চালক কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলো এই ব্যাপার দেখে। আমরাও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কি—কিন্তু পুলিস তাদের কাজ করে যেতে লাগলো।

স্কোয়ার জনশূন্য করেই তারা রাস্তা জনশূন্য করে ফেলতে সুরু করলো। এটা অবশ্য খুব কঠিন কাজ ছিল না। একদিক দিয়ে ছাড়া কাউকেই স্কোয়ার পার হতে দেয়া হয় না, অবশ্য ধার দিয়ে সবাই ঘুরে যেতে পারে। কিন্তু আরো এগিয়ে স্কোয়ারে এসে রাস্তা-গুলো যেখানে মিশেছে সেখানে পুলিশ লম্বা লাইন করে পথচারীদের সামনের দিকে ঠেলে দিতে লাগলো যেমনভাবে সমুদ্র স্রোত জলজ উদ্ভিদগুলোকে সমুদ্রতীরের দিকে ঠেলে এগিয়ে যায়।

আরো কয়েকটা মোটর-ট্রাক এসে উপস্থিত হলো। আমাদের মোটর চালক কিন্তু সত্যিই ভারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাগে চোখ

রাঙা করে একজন সৈনিক আমাদের দিকে এগিয়ে আসার উদ্যোগ করতেই ভাগ্যক্রমে আমাদের মোটর গাড়ীটা আবার চলতে আরম্ভ করলো। আমরা কোণের দিকে এগুতে লাগলাম।

পরে জানতে পারলাম বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতা ডিমিট্রভ মারা গেছেন। তাঁকে ইউনিয়ান হল্-এ (এককালীন অভিজাতদের বাসগৃহ) রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে।

গভীর রাত পর্য্যন্ত পলিট্‌ব্যুরোর সভ্যরা এবং অপর পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁকে শেষ সম্মান প্রদর্শন করতে আসবেন। পলিট্-ব্যুরোর সভ্যেরা কোন স্থানে গেলে এই ধরণের ব্যাপক সতর্কতা মূলক রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পদস্থ নেতারা সর্বদাই চমৎকার লিমুজিনে (একপ্রকার গাড়ী) পর্দ্দা টেনে পরিভ্রমণ করে থাকেন। নেতাদের পদমর্য্যাদা যত বেশী তাদের অনুসরণকারী রক্ষী সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায়। এই রক্ষী সেনাদের গাড়ী কখনো সামনে কখনও ব পিছনে চলাফেরা করে। এই সব গাড়ীর বিশেষ ধরণের হর্ণ আছে। জনসাধারণ এবং সেপাই শান্ত্রীরা এই হর্ণগুলির সঙ্গে সুপরিচিত। তাই এই হর্ণের শব্দ পেলেই তারা তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেয়।

১২ই জুলাই, ১৯৪৯

আমি স্প্যাসো হাউসে ঘরকন্না সুরু করলাম। মস্কোর কূটনৈতিক জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় সুরু হলো। এখানকার জীবনের সঙ্গে ব্রাসেলস্-এর জীবন সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সহকর্ম্মী তার বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাতের একমাত্র যোগসূত্র এই সব খানা-পিনার পার্টি। তবে বেলজিয়ামের বন্ধুদের সঙ্গেই আমরা মিশতাম বেশী। খুব বড়ো একটা নৌকার মধ্যে নানান জাতির ধর্ম্মের, বর্ণের ও শ্রেণীর লোকেদের নিয়ে বাস করছে—

এখানকার জীবন এই অনুভূতিই বার বার মনের ভিতর এনে দিতে লাগলো।

সরকারী আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ রক্ষা ব্যাপারে আমাকে বিশেষ রকমের দৃষ্টি দিতে হচ্ছে। আজকে একঘণ্টার বিরতির মধ্যে আমি মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূতপত্নী মাদাম রিভাস এবং পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূতপত্নী এই দু'জনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম। মিষ্টি প্যাষ্ট্রি আর চা খাওয়া হলো, যদিচ পোলিশ ভদ্রমহিলা ক্রিম দেওয়া কফি বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে আমার ভারী ভালো লাগলো। খুব সাদাসিধে তরুণী, ভারী মুখ কিন্তু চোখ দুটি বিষাদময়।

আমরা ফরাসীভাষায় আলাপ-আলোচনা চালালাম। মামুলি কূট-নৈতিক শিষ্টাচার সম্ভাষণ: মস্কোতে অনেকদিন আছেন নাকি···ছেলে-পুলেদের সঙ্গে এনেছেন? এবং তারপরই আবহাওয়ার নানা খবর; আবহাওয়া নিয়ে খুব খানিকটা আলোচনা হ'ল।

: এর আগে মস্কোতে এসেছিলেন নাকি?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

: হ্যাঁ—যুদ্ধের সময় আমি এখানে ছিলাম। স্বেচ্ছা-সৈনিক হয়ে আমি রুশ কমরেডদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে এসেছিলাম—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

শুনেছিলাম এই ভদ্রমহিলা কর্ণেল হয়ে মস্কো থেকে সৈন্যদের সঙ্গে বার্লিন গিয়েছিলেন—এই খবর আমি শুনেছিলাম। আমি তাঁকে আরো অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তিনি তার কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাওয়াতে আমি বাধ্য হয়েই আবহাওয়া···পুত্রকন্যা এবং ওয়ারস'র পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা চালাতে সুরু করলাম।

রাষ্ট্রদূতাবাসে গোপন কথা বলা প্রায় অসম্ভব। দেয়ালেরও কান আছে—এখানেই সেকথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে। এই ভদ্র মহিলার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার সময় কেন জানিনা আমার বার বার

মনে হচ্ছিল আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তাই রেকর্ড করে নেয়া হচ্ছে। আমার আমন্ত্রণকারিণী এই পোলিশ ভদ্রমহিলা আমার আচরণ ও আলোচনা সম্পর্কে একটি বিবরণ দাখিল করবেন এবং সম্ভবতঃ অন্য কেউ তাঁর আলোচনা ও আচরণ সম্পর্কেও বিবরণ দেবেন।

এ অত্যন্ত শোচনীয় ব্যবস্থা। পোল্‌দেশীয় ভদ্রমহিলার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা আমার শুনতে ভারী ইচ্ছা করছিল। মনে হচ্ছিল তিনি আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে ইচ্ছুক। আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্বের আভাস পেলেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এই আভাস যদি সত্যি হয় তাহলেও বন্ধুত্বের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে বিপদও ঘটে। আর যদি এই আভাস কৃত্রিম হয় তাহলে আমরা ফাঁদে পড়ে বিপদগ্রস্থ হতে পারি। এ বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত-জায়া মাদাম রিভাস ভারী চমৎকার মেয়ে। এঁর স্বামী বরাবর কূটনৈতিক পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। এখানে এবং পোল্যাণ্ডে তাঁর জীবন দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের মধ্যে কেটেছে। যুদ্ধের সময় ওয়ারস' থেকে পলায়নের যে কাহিনী মাদাম রিভাস বর্ণনা করলেন তা ভারী চিত্তাকর্ষক। বোমার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তিনি তাঁর একদল সহকর্ম্মিণীর সঙ্গে বিমানে করে পালিয়ে ছিলেন—তখন তাঁর পরণে ছিল সাধারণ স্যুট, পায়ে স্বর্ণবর্ণাঙ্কিত চটি। দূতাবাস ত্যাগ করে চলে আসার সময় হল্‌-এর টেবিলে প্যারিস থেকে শেষ ডাকে আসা চিঠিপত্রের বাণ্ডিল থেকে একটা প্যাকেট তুলে নিয়েছিলেন। ওয়ারস'র বাইরে পথের ধারে স্লিট ট্রেঞ্চে মাথার ওপর গর্জনকারী বোমারু বিমানের অন্তর্দ্ধানের অপেক্ষা করতে করতে তিনি সেটা খুলেছিলেন। শেষ সম্বল হিসাবে তা তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন। প্যাকেটে ছিল হাতের কৃত্রিম নখ!

মাদাম রিভাস ক্রেমলিনের কাকেদের কাহিনীর নায়িকা। মস্কো

[library stamp]
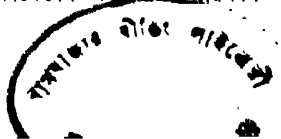
কাকেতে একেবারে ঠাসা। এই কালো কাকগুলো আবর্জনা দূর করতে এবং ছোঁ মারতে ভারী ওস্তাদ। একদিন তাঁর উঠানে একটা ডানা-ভাঙ্গা কাক এসে পড়েছিল। করুণাপরবশ হয়ে তিনি সেই ডানা-ভাঙ্গা কাকটিকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে সেবা যত্নে ভাল করে তুললেন। সেই ডানা-ভাঙ্গা কাকটির জন্যে লাল ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট তৈরী করে দিলেন। কালো ডানায় লাল ফ্ল্যানেল মানিয়েছিল চমৎকার। ভাঙ্গা ডানা জোড়া লেগে গেলে সেই লাল ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট পরে কালো কাকটি সোজা ক্রেমলিনের দিকে উড়ে গিয়েছিল—সম্ভবতঃ জো খুড়োর কাছে রিপোর্ট পেশ করবার জন্যে।

দূতাবাস থেকে রিভাসদের প্রায় উচ্ছেদ করেছিল ব্যুরোবিন। না, কাকের কীর্ত্তি-কাহিনীর জন্যে নয়! ব্যুরোবিন সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিভাগের একটি দপ্তর—এর কাজ হচ্ছে বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের যা কিছু প্রয়োজন (তা খৃষ্টমাসের কার্ড থেকে সুরু করে গ্যারেজ আচ্ছাদনের চালটুকু পর্য্যন্ত) তা সরবরাহ করা। রাশিয়ার সব দপ্তরের মতো এখানেও গদাই-লস্করী চাল এবং লাল ফিতার বাঁধনও নেহাৎ কম নয়।

যে বাড়ীটাতে রিভাসরা বসবাস করছিল তা ছেড়ে অন্য একটি অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ীতে উঠে যেতে হবে। রিভাসদের এই বাড়ীটা দেওয়া হবে অন্য একটি বিশেষ দলকে। ছোট বাড়ীটায় শোবার ঘর মাত্র চারটি—চাকর-বাকরদের থাকবার কোন জায়গা নেই। ছোট বাড়ীতে ১৫ জন লোকদের জায়গা হওয়া অসম্ভব—রিভাসরা এইজন্য অভিযোগ করেছিল। তদুত্তরে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ জবাব দিয়েছিলেন—চারটে শোবার ঘরে মধ্যে তো অনেক জায়গা আছে—আর কি চাও তোমরা ?

বেলজিয়ান রাষ্ট্রদূত-পত্নী সাণ্টাল গফিন ব্যুরোবিন-এর আচরণ সম্পর্কে এর চেয়েও শোচনীয় কাহিনী বিবৃত করলেন। নাগাড়ে এক-

বছর হোটেলে থাকার পর বেলজিয়ানরা দূতাবাস হিসাবে একটা বাড়ী পেলেন বটে কিন্তু দৈনন্দিন কাজের সহায়ক হিসাবে এক বুড়ী নার্স ছাড়া চাকর-বাকর আদপেই পেলেন না। বেলজিয়ানদের সঙ্কট বৃদ্ধি পাবার কারণ সাণ্টাল চমৎকার রুশ ভাষা বলতে পারতেন। তিনি তেজস্বিনী তরুণী, তার উপর রুশ ভাষায় রপ্ত কাজেই রাশিয়ার সরকারী কর্ম্মচারী, দোকানী এবং চাকর যেই হোক না কেন কারুর কথা তিনি সহজে মেনে নিতেন না। মিঃ লুইস তাঁর স্বামী। তাঁর অধিকার সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং সেই জন্তেই এঁদের দুজনার দুর্ভোগ বেশ বেড়েছিল।

লুইস আমাকে গল্প করলেন। একটি বেশ কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী মেয়েকে তাঁদের ভারী পছন্দ হয়েছিল। সকালে সে তাঁর কাছে কাজ করতো এবং বিকালে খাটত কারখানায়। দূতাবাসের সামরিক রক্ষী একদিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরের দিন সেই সামরিক রক্ষী একটা কাগজ তার হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে জানিয়ে দিলে যে বেলজিয়াম দূতাবাসে বা অন্য কোথাও বিদেশীদের কাছে তার কাজ করা চলবে না। তার অর্থের প্রয়োজন আছে এ কথা বলায় রক্ষীটি তাকে উত্তর দিয়েছিল তার বয়েস বড্ড অল্প—বিদেশীদের কাছে যদি তাকে কাজ করতেই হয় তাহলে বিশেষ বিদ্যালয়ে তাকে দু'বছর শিক্ষা-গ্রহণ করতে হবে। এতে কিন্তু মেয়েটি ভারী চটে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে সে নিরুপায় তাই গফিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল।

পরে তাঁদের অপর পরিচালিকা লুইসকে জানিয়েছিল যে তাঁদের সম্পর্কে (বেলজিয়াম রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর পত্নী সম্পর্কে) তাদের দুজনকেই রিপোর্ট দিতে হতো। বিদেশীদের আচার-ব্যবহার, হাব-ভাব, চাল-চলন সব কিছুই লক্ষ্য করবার জন্তে তাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কি তারা খায়, কি ঔষধ ব্যবহার করে, কখন দাঁত মাজে এবং দাঁত মাজার

বুরুষ তারা রোজই এক জায়গায় রাখে কিনা—তাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম তালিকা কি একই নিয়ম মেনে চলে, না পরিবর্ত্তিত হয় ? নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয় ? ছোট ছেলে মেয়েদের ওপর তাদের ভালবাসা কেমন ? এই ধরণের ছোট ছোট বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ থেকে জীবন-ধারার একটা পরিপূর্ণ ছবি তো পাওয়া যাবে।

এই সমস্ত মেয়েরা ওস্তাদ গুপ্তচর হয়ে ওঠার মত বিদ্যা বা বুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারেনি কিন্তু তাদের খুঁটিনাটি বিবরণ থেকেই অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক তথ্য অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারে। আমার মনে হয় এই ধরণের প্রাত্যহিক রিপোর্ট এই দূতাবাস থেকে নিয়মিত কর্ত্তা-দের কাছে যায় যদিও আমাদের এখানে ঐ কাজে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ দু'তিনজন লোক আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মাইকের কথা। আমাদের দ্বাররক্ষী আগে ছিল খাস বাবুর্চি। সে অনেকগুলো ভাষায় কথা বলতে পারে।

স্প্যাসো হাউসের মোট বাসিন্দা কুড়িজন। এছাড়া অতিরিক্ত পাঁচজন স্ত্রীলোক আছে—রাষ্ট্রদূতাবাসের ষ্টীম-লণ্ড্রিতে এরা কাজ করে। মার্কিণ অধিবাসীদের জন্য এই লণ্ড্রি। এছাড়া আছে দু'জন রাঁধুনী ও একজন রান্নাঘরের ঝি; একজন ভাঁড়াররক্ষী; থালাবাসন ধোয়ার জন্য চাকর ষ্টেপান; নীচের তলায় দু'জন ঝি; ওপর তলায় তিন জন ঝি, দু'জন সোফার; দু'জন টেলিফোন অপারেটর; একজন মালী ও দু'জন চীনা চাকর চিন ও টোয়ং।

এদের সবাইয়ের মোট তিনবার আহার যোগাতে হবে। এদের মধ্যে চীনা দুটি ছাড়া পাকা কাজের লোক কেউই নেই। চিন ও টোয়ং পনেরো বছর আগে বৈদেশিক সংবাদদাতা ডেমারী বেসের সঙ্গে মস্কোয় এসেছিল। তারা দু'জনে রুশ মেয়ে বিয়ে করে। তাদের ছেলেপুলেও হয়েছে। তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিদের নিজ দেশে

নিয়ে যাওয়ার কোন ছাড়পত্র না পাওয়ায় এখানে থেকে দূতাবাসে কাজ করা ছাড়া এদের উপায় ছিল না। চীনাদের বউ দুটি দূতাবাসের পরিচারিকা—বেশ চমৎকার মেয়ে তারা। তাদের স্বামীরাও তাদের খুব ভালবাসে।

চিন আমাদের পরিচর্য্যাকারীদের মধ্যে প্রধান। টোয়ং তার বিশ্বস্ত সহকারী। সৎ চীনা ভৃত্যরা খুব প্রভুভক্ত। পরিচর্য্যাকারী হিসেবে ওদের তুলনা মেলে না। এই দুই জনাও একান্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে আমাদের সেবা করে থাকে। মিসেস বেস প্রায়ই তাঁর সঙ্গে এদের দুজনাকে আমেরিকায় যাবার জন্যে বলেন, কিন্তু তারা তাদের পরিবারবর্গ ত্যাগ ক'রে আমেরিকায় যেতে রাজী নয়। রুশ সরকার স্বামীদের ছাড়পত্র দিতে চান, কিন্তু স্ত্রীলোক আর শিশুদের বেলাতেই তাঁদের যত আপত্তি। রুশবাসীরা আজও আইনতঃ বিদেশী মেয়ে বিয়ে করতে পারে না। কেননা এই দেশে এই ধরণের বিবাহের স্বীকৃতি নেই।

কথা উঠতে পারে, আমেরিকা থেকে চাকর-বাকর না এনে রুশ চাকর-বাকরই আমরা দূতাবাসে রাখছি কেন? তার একমাত্র কারণ হলো যে আমেরিকায় এবিষয়ে ছাড়পত্র পাওয়া গেলও এতে ব্যয়-বাহুল্য ঘটবে অত্যধিক বেশী রকমের।

গত রাত্রে ৩৮ জনকে আমরা প্রথম নৈশভোজে আপ্যায়িত করলাম। বড় হল্‌টার প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থানে ছোট ছোট গোল গোল টেবিল চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে নাইট ক্লাব-এর একটা অস্পষ্ট আভাষ এনে দিয়েছিলাম। বড় হল্‌টাকে এই ধরণের কাজে ব্যবহার করবো—তা এটা দেখেই অনেক কাল আগে স্থির করে রেখেছিলাম। টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে—তার ওপরে ঠাঁই পেয়েছে স্যাম্পেন···রেকর্ড থেকে ধ্বনিত হচ্ছে মধুর সঙ্গীতের মধু-ঝঙ্কার। গ্রীষ্মকালীন সান্ধ্য

পোষাকে চোদ্দজন মেয়ের আশে-পাশে চব্বিশ জন পুরুষ—পর্য্যায়-ক্রমে নেচে চলেছে। সত্যিই সব দিক দিয়ে এই পার্টিটা উপভোগ্য হয়েছিল।

এটা হলো তরুণ আর তরুণীদের পার্টি—কূটনৈতিক বিভাগের কর্ত্তা ব্যক্তিরা কেউ এতে ছিলেন না। জুনিয়ার কাউন্সিলার আর সেক্রেটারীদের ভীড়: বেলজিয়ান. গ্রীক, ভারতীয়, ব্রিটিশ, ইতালীয়, মেক্সিকো, ফরাসী এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দম্পতী ইসরায়েলের কূটনৈতিক কর্ত্তা এবং তাঁর স্ত্রী। মহিলাটি বিশেষ গুণী এবং সবচেয়ে সুবেশা। এ উৎসব অনুষ্ঠানে ইংরাজী আর ফরাসী ভাষারই ছড়াছড়ি—। এই ধরণের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রুশদের কখনও আমন্ত্রণ করা হয় না। আর তাদের আমন্ত্রণ জানালেও তারা আসে না—জাতীয় দিবস পালনের দিনে তারা ভদ্রতা করে নিয়ম রক্ষা করতে আসে।

আমাদের খাদ্যতালিকা সীমাবদ্ধ ছিল। ফিনল্যাণ্ডের পাচিকা ফ্রীডা আমাদের পুরাতন প্রিয় আহার্য্য চিকেন টেট্রাজিনি তৈরী করেছিল। এছাড়া ছিল কিছু স্যালাড আর আইসক্রীম। ড্যাড্ আর রজার হুইস্কির সঙ্গে অন্য তরল পানীয়ের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব পানীয় তৈরী করেছিল তা পান করে সুরু থেকে সবাই খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। আমাদের পরামর্শদাতা ফয় কোহ্লার এবং রুশ অভিজ্ঞ এমারসনের বিদায় অভি-নন্দনের জন্যই প্রকৃত পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। এঁরা সোভিয়েট ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন।

শেষোক্তরা শহরের বাইরে দু'বছর ভাড়াবাড়ীতে বসবাস করছিলেন। এই বাড়ীর দেওয়ালের ফাটল দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইতো এবং ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে ঝরঝরিয়ে জল পড়তো। এই জায়গা তাঁরা পছন্দ করে নিয়েছিলেন কারণ বাড়ীটা ছিল বেশ খোলা মেলা এবং বাড়ীর লাগোয়া একটি বাগান ছিল। এঁদের সাত বছরের আর ন' বছরের দু'টি ছেলেই স্থানীয় স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলো। রুশ বিদ্যালয়ে এরাই

ছিল সর্ব্বশেষ বিদেশী শিক্ষার্থী। অন্যদের বিদ্যালয়ে স্থানাভাব না ঘটলেও আমাদের ছেলে মেয়েদের কোন বিদ্যালয়েই জায়গা ছিল না।

শ্রীমতী এমারসন-এর কোন অভাব অভিযোগ ছিল না। এই ছোট্ট গ্রামের মধ্যে নানা বিপত্তিকর অবস্থার মধ্যেও এমারসন দম্পতি যে রকম কৃতিত্বের সঙ্গে আপনাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলছিলেন সেজন্য তাঁদের প্রশংসাই করতে হয়। তাঁর ছেলেরা স্কুলের পরীক্ষায় বেশ নম্বরই পেতো। স্থানীয় বাসিন্দারা এঁদের সঙ্গে বড় একটা কেউ দেখা করতে আসতো না। কিন্তু আইসক্রীম আর চকোলেটের লোভে পড়ে বাচ্ছা ছেলেমেয়েরা আসতো তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে। এবং এরা দু'জনে রাশিয়ানদের বাড়ীতে যেতো। ক্রীড়ারত শিশুদের বেলায়ও ভেদের এবং নিষেধের প্রাচীরটা বেশ অটুট আছে।

মস্কোর গৃহ-সমস্যা বর্ণনা করা যায় না। আমরা স্প্যাসো এবং মোখোভায়া (শেষোক্তটি রাষ্ট্রদূত ভবন) ভাড়া করেছিলাম। এর ভিতরকার কতকগুলি ঘর ছিল বিবাহিত সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য—বাইরের কতকগুলি ঘর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। সামরিক পদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য ছিল দুটি বাড়ী এবং একটি বাড়ী অপর অফিস সহকারী এবং পুরুষ কেরাণীদের সঙ্গে আমরাও ব্যবহার করতাম। আলাদা ভাবে ভাড়া দেবার কোন উপায় ছিল না। হোটেল-এর ঘরগুলি কোন ব্যক্তি অথবা কোন দম্পতীকে ভাড়া দিলে তা অন্য জনকে ভাড়া দেবার নিয়ম নেই। এইসব বাড়ীগুলোও কিন্তু মোটেই ভাল নয়—প্রচুর মেরামতী দরকার। কোনটাই আধুনিক নয়। কোনটাই আরামদায়ক নয়। স্প্যাসো এবং মোখোভায়াতে গরম জলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্য বাড়ীগুলিতে ছিল কেবল জল গরম করার যন্ত্র। স্নানের জলের জন্য এই যন্ত্র জ্বালতে হ'ত। কিন্তু রান্নাঘরে অথবা মুখ ধোবার জন্যে গরম জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

রজার বিল্ডিং সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের শিক্ষানবিশী করতে আরম্ভ করেছে। সে রুশ ভাষা খুব বেশী করে বলতে চায় এবং সেজন্য এই কাজটিই তার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয়েছে। ঘরামীদের কাজে তত্ত্ব-তল্লাসী করা এবং তাদের সঙ্গে সমান তালে কাজ করাই তার প্রধান কাজ। এই 'সব সমান'-এর দেশে রুশবাসীরা কেন বিশ্বাসই করতে চায় না রাষ্ট্রদূত-তনয় স্বেচ্ছায় এই শ্রমিকদের সঙ্গেই নিজের হাতে কাজ করতে পারে। তারা নিজেরাই শ্রেণী সম্পর্কে এবং পদমর্য্যাদা সম্পর্কে বড় সচেতন।

সকাল ন'টা থেকেই তার কাজ সুরু হয়। সে কেমন তৈরী হয়ে ওঠে তা দেখার জন্যে আমার ভারী কৌতূহল আছে। রুশদেশীয় গৃহ-নির্ম্মাণ পদ্ধতি তার ভবিষ্যৎ গৃহজীবনের কাজে আসবে। এই কাজে এখানকার বে-সরকারী কর্ম্মীদের তালিকায় তার নাম সব নীচে, সব চেয়ে কম মাহিনা পায় সে। কিন্তু তবু আমি গর্ব্ব না করেও বলতে পারি যে মার্কিণ করদাতাদের অর্থের সে সৎ ব্যবহারই করতে পারবে। সে অত্যন্ত সচেতন এবং উৎসাহী কর্মী।

১৭ই জুলাই, ১৯৪৯

আমরা এই মাত্র সোভিয়েট বিমানবহরের বার্ষিক মহড়া দেখে ফিরে এলাম। এই উৎসব অনুষ্ঠানে মার্শাল ষ্ট্যালিন, পলিট্‌ব্যুরো, সরকারী কর্ম্মচারী এবং কূটনৈতিক পদের কর্ত্তারা প্রত্যেক বছরে যোগ দিয়ে থাকেন। টুসিনোর প্রধান বিমান বন্দরের চত্বরে স্থান লাভের জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রবেশপত্র দেওয়া হয়, সাধারণ দর্শকরা থাকে বিমান বন্দরের মাঠের চারধারে এবং তাদের সামনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রহরীরা জীবন্ত প্রাচীর সৃষ্টি করে।

আমাদের মোটরে একটা প্রাচীরপত্র ঝুলিয়ে সহর ছেড়ে চললাম লাল পতাকা শোভিত চওড়া রাস্তার ওপর দিয়ে। পুলিশ বেষ্টনী অতিক্রম করবার আগে মাঠে একবার আমাদের কাগজপত্র দেখাতে

হলো। আমাদের রাষ্ট্রাবাস থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম ড্যাড্, রজার, আমি, পরামর্শদাতা এবং রাষ্ট্রাবাস সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্ম্মীরা।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ীর দক্ষিণে উন্মুক্ত চত্বরের মধ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। এখানেই অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের, সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিভাগের নির্ব্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে দেখা হলো। ইউনিফরম পরা পুলিশের সঙ্গেও সাদা পোষাকে গুপ্ত পুলিশের সমারোহ দেখলাম এখানে। বড় বাড়ীটার ছাদ ও বারান্দা সোভিয়েট উচ্চপদস্থ কর্ত্তারা দখল করে আছেন। প্রধান বারান্দাটি অবশ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল ষ্ট্যালিন এবং পলিটব্যুরোর সদস্যদের জন্যে।

জনসাধারণ অতি দূর থেকে এই মহড়া দেখতে পারে কিন্তু অত্যন্ত নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য সম্ভ্রান্তদের। ষ্ট্যালিনের সঙ্গোপাঙ্গরা তাঁকে ঘিরে রইল। আমাদের থেকে তাঁর অবস্থান ছিল প্রায় একশো গজের চেয়ে বেশী দূরে। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দূরবীন সঙ্গে করে এনেছিলো ষ্টালিনকে দর্শন করার এই একমাত্র উপায় উপলব্ধি করে। তিনি মে ডে-র কুজকাওয়াজে এবং বিমানবহরের মহড়ায়ঃ বছরে মাত্র দুবার জনসাধারণকে দর্শন দিতেন।

দুপুর হ'তে তখনও কিছু দেরী, প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে অনেকগুলো কালো রঙের মোটর এলো। প্রত্যেক মোটরের পিছনে এক বা একাধিক রক্ষী-গাড়ী, তা থেকে হোমরা চোমরা চেহারার ব্যক্তিরা বেরুতে লাগলেন। আমরা তাঁদের কয়েকজনকে চিনতে পারলাম। মলোটভ, বেরিয়া এবং আরো কয়েকজন মার্শাল। তারপর একটি ছোট খোলা মোটর উপস্থিত হলো, সশস্ত্র প্রহরীতে সেটা ভরা। তার পিছনে কালো রঙের মোটরগুলির মধ্যে সবচেয়ে কালো আর লম্বা গাড়ী—তাকে অনুসরণ করে এলো প্রহরী ভর্ত্তি আরো একটা মোটর।

সেগুলির গতি স্তব্ধ হলো বড় বাড়ীটার প্রবেশ-পথে এসে। সবচেয়ে

বড় গাড়ীটা থেকে ধূসর রঙের পোষাকে মার্শাল ষ্ট্যালিন বেরিয়ে এসেই সিঁড়ি দিয়ে ভারী পদক্ষেপে ওপরে উঠতে লাগলেন। এক মিনিট পরেই তাঁকে দেখা গেলো উপরের বারান্দায়—পলিট্‌ব্যুরোর সভ্যেরা তাঁর আশেপাশে।

নীচে সামরিক ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজতে লাগলো এবং ঐ সঙ্গেই উৎসব-অনুষ্ঠানের হলো সুরু। এই নতুন গানের জন্য সোভিয়েটরা তাদের আন্তর্জাতিক সঙ্গীতকে বাতিল করে দিয়েছে। সঙ্গীতের সুর-টুকু উপভোগ্য—প্রাক্‌বিপ্লবের সুর মূর্চ্ছনার (যা এককালে জারের ছিল প্রাণস্বরূপ) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ড্যাডের দূরবীণ দিয়ে অনেকদূর থেকে আমরা বারান্দায় ষ্ট্যালিনের পার্শ্বে অবস্থিত ব্যক্তিদের বেশ ভালভাবেই চিনতে এবং তাদের পদমর্য্যাদা উপলব্ধি করতে পারছিলাম। এখানকার বৈশিষ্ট্যই হলো এই : বিরাগভাজন হলেই অবস্থানের অক্ষরেখা থেকে বিচ্যুতি ঘটে।

সত্যি কথা বলতে কি, উৎসব-অনুষ্ঠান হলো চমৎকার। বিমান-বহরের মহড়ার অধিনায়কত্ব করলেন বিমানবহরের অধ্যক্ষ ষ্ট্যালিন-তনয় ভ্যাসিলী ষ্ট্যালিন। এক-আসন বিশিষ্ট বিমানে তিনি উড়ে গেলেন। তারপর পুরুষ ও নারীরা বিমান চালনার নানা ধরণের কসরৎ দেখালেন। নকল যুদ্ধ···গ্ল্যাইডার সর্ব্বাধুনিক জেট বিমান চালন। সমস্তগুলিই হলো পরম উপভোগ্য। শেষে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর প্রদর্শনী বিমান থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে লাগলো দক্ষ বৈমানিকরা—সারা মাঠ ভরে উঠলো এদের প্যারাসুটের বিচিত্র বর্ণ সুষমায়।

দু'ঘণ্টা ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠান চলেছিল। উৎসব শেষে ষ্ট্যালিন বারান্দা থেকে অন্তর্হিত হলেন ও আবার সেই মোটর গাড়ীর সমারোহ আর শোভাযাত্রা। অন্য গাড়ীগুলি চলে গেলে উৎসব ক্ষেত্রের প্রান্ত-

দেশে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। মোটরের বিরামক্ষেত্র থেকে আমাদের গাড়ীগুলো উপস্থিত হলো।

আমরা আবার শহরে ফিরে চললাম সেই পুরাতন এবং বিশেষভাবে সুরক্ষিত পথ দিয়ে—মাঝে মাঝে রাস্তার মাঝখান দিয়ে সেই কালো গাড়ীগুলোর দু'একটা অতি দ্রুতবেগে আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারলাম হোমরা-চোমরারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এঁরা কয়েকটি রাজ পথের মাঝখান দিয়ে যাবার অধিকারী। অন্যদের এমন কি কূটনৈতিক পদের কর্ত্তাদেরও এক লাইনে বাঁকের অতি কাছাকাছি থেকে সারি বন্দী হয়ে যেতে হয়।

আমার মনে যে সব প্রশ্ন উঠছে, তার মধ্যে কত কথাই না জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আজ দু'সপ্তাহ হ'ল এখানে এসেছি। চাকর-বাকর, পররাষ্ট্র বিভাগের ব্যক্তিরা যাঁরা আমাদের ৪ঠা জুলাই-এর উৎসবে এসেছিলেন তাঁরা ছাড়া আর কোন রুশ-এর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় বা কথাবার্ত্তা হয় নি। অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আশাও কম। গ্রোমিকোর সঙ্গে মস্কোয় আমাদের অবস্থানের কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য-সমাচার নিয়ে আলোচনা করেছি। কূটনৈতিক বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলাপ করেছি আমাদের অবস্থিতির কারণ এবং মস্কোর আবহাওয়া নিয়ে।

ড্যাড্ জানতে চেয়েছে মাদাম ভিসিনস্কি অথবা অন্য কোন সরকারী কর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। তার কথার কোন জবাব নেই। ইতালীর রাষ্ট্রদূত পত্নী এবং কূটনৈতিক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ মহিলা মাদাম ব্রোসিও আমাকে বলেছেন যে সোভিয়েট-এর সরকারী কর্মচারীদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা ব্যাপারে তাঁকে কখনও উৎসাহিত করা হয় নি। তাদের কারো সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। দেশে পূর্ব্বপরিচিত সোভিয়েটরা

এখানে আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না এবং আমন্ত্রণ গ্রহণেও অসম্মতি প্রকাশ করে।

আমি কাউকে স্বমত পরিবর্ত্তন করাতে চাই না এবং আমি নিজেও আপন মত বিসর্জ্জন দিতে চাই না, কিন্তু বন্ধুর হৃদয় নিয়ে আমি অনেক-বার জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চাই।

১৯শে জুলাই, ১৯৪৯

গতকাল রজার, জন কেপ্লেল এবং আমি নিউ মেডেন শহর প্রান্তে বিখ্যাত অতি পুরাতন প্রাচীর বিশিষ্ট ধর্ম্মগৃহ দেখতে গেলাম। দুটি উপাসনাগৃহকে পুনর্নির্মিত করা হয়েছে—একটি হয়েছে যাদুঘর এবং অপরটি হয়েছে—ভজনালয়।

বিপ্লবের আগে রাশিয়াতে ছিল অসংখ্য ভজনালয়। আজকে আমার বিশ্বাস তাদের মধ্যে মাত্র ২৫টা উন্মুক্ত আছে। আমরা গির্জ্জার ভিতরে পদার্পণ করলাম। অনেক বছর আগে প্যারিসে একবার এই প্রথম রুশীয় পুরাতনপন্থী গির্জ্জায় আমার আগমন ঘটলো। উপাসনা সুরু হবার সময়ে আমরা এসেছিলায়। উপাসনাগার জনাকীর্ণ। নারীর সংখ্যাই বেশী—এদের মধ্যে অনেকেই বুড়ী আর খুব গরীব। পোষাক অপরিচ্ছন্ন মাথায় শাল জড়ান। অত্যন্ত ভক্ত বলে মনে হলো। অবি-রত 'ক্রশ'-ভঙ্গী করছে, কেউ কেউ নতজানু হয়ে উপাসনালয়ের মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে।

ধর্ম্মযাজক দুজনকে অল্পবয়স্ক বলে মনে হলো। যাজকের করণীয় কাজ সতর্কতার এবং বিশেষ রীতির সঙ্গে সম্পন্ন করতে লাগলো। গির্জ্জার অভ্যন্তর অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের, দেওয়ালে অনেক যীশু মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি প্রজ্জলিত আলোর শিখায় উজ্জ্বল। নরনারীরা সারবন্দী হয়ে তাদের প্রিয় পবিত্র মূর্ত্তিগুলোকে চুম্বন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করার

জন্য দণ্ডায়মান। কণ্ঠে তাদের স্তবগান। ধর্ম্মযাজকরা সার বেঁধে প্রতিটি মূর্ত্তির কাছে যেতে লাগলেন।

অদ্ভুত বর্ণোজ্জ্বল সমারোহে—অতীতে সহস্র বাতির আলোয় হীরা-খচিত মূর্ত্তি আচ্ছাদনের অপূর্ব্ব দ্যুতিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজস পত্রাদির উজ্জ্বল্যতায় একদিন গির্জ্জাগুলি অপূর্ব্ব যেন জ্বলে উঠতো।

২০শে জুলাই, ১৯৪৯

আমন্ত্রণ এসে আমার প্রমোদ ভ্রমণে বাধার সৃষ্টি করেছে। যত দ্রুত পারি আমন্ত্রণ রক্ষার কাজ শেষ করতে চেষ্টা করছি। চেক রাষ্ট্রদূত-পত্নীর সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী একেবারে লাল মার্কা! ভদ্র মহিলার মুখে যেন চাবি দেওয়া এমনি স্বল্পভাষিণী। ১৪ই জুলাই ফরাসী রাষ্ট্রাবাসে ড্যাডের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা হওয়ার পর আমার প্রতি তাঁর বিরাগ মনোভাবের সৃষ্টি।

"ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় তোমাদের টেনিস টিমের ক্রীড়া দক্ষতায় তুমি নিশ্চয়ই খুব গর্ব্বিত—"এই কথা ড্যাড্ তাঁকে বলেছিল।

তিনি স্বল্প কথায় এর উত্তর দিলেন। পরের দিন আমরা সংবাদ পত্রে দেখলাম এই টেনিস খেলোয়াড়দ্বয় ড্রবনি ও জুটি ইংলণ্ডে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। সম্ভবতঃ তিনি মনে করেছিলেন যে ড্যাড্ এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে বাজি ধরছে।

আমার তোরঙ্গটা আজও এসে পৌঁছয় নি—সামনের সপ্তাহে আমাদের নবতম পরামর্শদাতা ওয়ালী বারবারের সঙ্গে সেটা নাকি আসছে।

গতকাল রক্সার খবর দিল যে তার শ্রমিকদের মধ্যে সঙ্কট দেখা গেছে। শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে কাজের যে তার কাছে সকালে এক চিঠি এসে হাজির। সেই দিনই তাকে সামরিক বিভাগে যোগ

দেবার নির্দেশ আছে। যুবকটিকে আগে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কোন ডাক্তারী-পরীক্ষা হয় নি, শুধু পাঁচ দিনের রেশন নিয়ে সামরিক বিভাগে যোগ দেবার নির্দেশ ছিল। সোভিয়েটে আদেশ-নির্দেশ অবশ্য পালন করার বিধি, কোন প্রশ্ন করার উপায় নেই, অধিকার নেই প্রতিকার প্রার্থনা করার। লোকটি খুব কাজের ছিল। তাকে সরিয়ে আমাদের ক্ষুব্ধ করার মতলবেই এটা যেন করা হয়েছিল।

রজার বেশ ভালভাবেই তার কাজ করে যাচ্ছে। মজুর মিস্ত্রিদের আদেশ নির্দেশ দিতে দিতে রুশভাষাটা সে বেশ আয়ত্ব করে নিচ্ছে। রুশভাষা সে কেমন শিখেছে তার পরীক্ষাও নিল দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মীরা। পরীক্ষকদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছিলেন কলেজ শিক্ষার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে—কারণ প্রিন্সটন কলেজে রুশভাষা ক্লাসে রজারের এক বছরের উপস্থিতি তাকে চমৎকার তৈরী করেছিল। এই ভাষা শিখে নিয়ে সে ভালই করেছে।

আমাদের দূতাবাসের তরুণ কর্ম্মীরা যত দ্রুত সম্ভব চলনসই রুশ ভাষা আয়ত্ত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। চাকর চাকরাণী-দের কাজ বুঝিয়ে এবং করিয়ে নেবার জন্য মেয়েদেরও রুশভাষা যথেষ্ট জানা দরকার। কারণ দু একজন ঝি-চাকরই মাত্র ইংরেজী বোঝে। স্প্যাসোতে ফ্রীডাকে পাওয়া আমরা নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করেছিলাম। ফ্রীডা আমাদের প্রধান পাচিকা। সে ফিন-ল্যাণ্ডের লোক এবং তার স্বামী আমাদের বাগানের মালী। এদের কটা বছর কেটেছে মার্কিন দেশে। তারা ক্যারেলিয়া ফিরে এলো নিজেদের রুশ নাগরিক বলে পরিচয় দেবার জন্যে, যখন তাদের প্রদেশটি সোভিয়েটরা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। চিন ইংরাজী বলতে পারে এবং দ্বাররক্ষকরাও।

বাড়ীতে আমার আচার ব্যবহার এবং চালচলন সম্পর্কে গুপ্ত

সংবাদ দেওয়া হবে এমনি আশঙ্কা আমি করছিলাম। রুশদেশীয় চাকর-চাকরাণী যতদিন আছে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই। তবু ভাগ্য ভালো আমার জীবনযাত্রা ছিল মালিন্যহীন। আমি যতদূর জানি পথে আমাকে কেউ অনুসরণ করতো না এবং আমি স্বাধীনভাবে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতাম কেউ অনুসরণ করছে কিনা এ বিষয়ে আমার সচেতনতার অভাব বলেই হয়তো জানতে পারি নি। রাশিয়ানরা এ বিষয়ে একটু চতুর—এরা পিছনে পিছনে অনুসরণ করার চেয়ে রাস্তার বিপরীত দিক থেকে অনুসরণ করতে তৎপর এমন কি গাড়ীর মধ্যে থেকেও এই লক্ষ্য রাখার কাজটা এরা তৎপরতার সঙ্গেই করে। যা হোক, নিদর্শন পত্র সঙ্গে না নিয়ে বাইরে বেরুনো বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠান শোনার মধ্যে যে কী উন্মাদনা আছে তা প্রকাশ করার নয়—কিন্তু এই সঙ্গে যে কুৎসিত আওয়াজ ভেসে আসে তা শুনে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই অনুষ্ঠান শোনায় বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। মস্কোর বাইরে এই অনুষ্ঠান বেশ চমৎকার শোনা যায় কিন্তু এই শহরে রুশভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারে বাধার সৃষ্টি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলিতে তারা বাধার সৃষ্টি করে না।

বি-বি-সি সম্পর্কে ঠিক এই কথাই খাটে। বি-বি-সি'র রুশ ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান এই ভাবেই একেবারে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। প্রচারিত অনুষ্ঠানে এই ভাবে বাধার সৃষ্টি করা না হলেও সম্ভবতঃ ভয়েস অব আমেরিকার শ্রোতা এখানে পাওয়া যাবে না কারণ একটা ঘরে কোন রুশবাসী একা বাস করে না। গৃহসমস্যার জন্যেই অন্য বহুজন এক ঘরে বাস করে এবং সেই জন্যেই কেউ চায় না যে, সে বিদেশী বেতার-বার্ত্তা শুনছে এটা অপরে দেখুক।

তা ছাড়া সেনাবাহিনী সর্বত্র বিদ্যমান। এরা হলো সাধারণ পুলিশ। গ্রীষ্মকালে কালো দাগওয়ালা সাদা জামা গায় দেয়। পায়ে থাকে বেশ উঁচু আর মজবুত বুটজুতো। কোমরে তাদের বন্দুক। সহরে এরা আছে হাজার হাজার। প্রত্যেক বড় বাড়ীর দরজায় এদের একজনকে দেখা যাবে, দেখা যাবে পথের বাঁকে বাঁকে, ফুটবল খেলার মাঠে। রজার বলছিল এরা প্রবেশপথ থেকে সুরু করে ষ্টেডিয়াম অবধি মানুষের দেহের প্রাচীর সৃষ্টি করে।

ড্যাড্, রজার এবং ডিক ডেভিস আজ বিকেলে খুব আকর্ষণীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে যাচ্ছে। খেলাটি হচ্ছে রেড আর্মি বনাম ডাইনামো—মানে এম-ভি-ডি (MVD) দল। ওরা ফিরে গরম স্যুপ খেয়েই পোল জাতীয় দিবস উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তৈরী হবে। এই অনুষ্ঠানের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সাড়ে ন'টায়। সমস্ত কূট-নৈতিক কর্তারা এবং উপযুক্ত রুশরা ড্রইংরুমে যখন ভীড়ে তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকেন তখন তাঁদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

আমরা পশ্চিমী—আমরা একাই রইলাম। কর্তাব্যক্তিরা মামুলী কথাবার্তা বলা ছাড়া আর কিছুই করলেন না। কোন সোভিয়েট প্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো না। তাদের কার্য্যকলাপ দেখতে আমার ভারী মজা লাগছিল। বিশেষ করে আঁটসাট কোর্ত্তায় আর বুকের ওপর পদকের সারি ঝোলান মার্শালদের। জন কেপ্লেল এই ধরণের কোর্ত্তা হোটেলের ক্ষৌরকার্য্যালয়ের আলনায় ঝোলান দেখে পরীক্ষা করে দেখেছিল। কোর্ত্তাটায় বুকের দিকে পুরু করে তুলো ভর্ত্তি করা।

২৭শে জুলাই, ১৯৪৯

মনে আমার ভয়ানক উত্তেজনা! সামনের বুধবার বেলা পাঁচটায় মাদাম ভিসিনস্কির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হবার কথা।

জানতে পারলাম যে রাষ্ট্রদূতপত্নীদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর দর্শন-লাভ করতে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমাদের এই সাক্ষাৎ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ড্যাড্ গ্রেমিকোকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, মাদাম ভিসিনস্কি দেখা সাক্ষাৎ করেন কিনা। যদি করেন তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আমার শ্রদ্ধা জানাতে পারি। আমার ইচ্ছা যদি তিনি তাঁর স্বীয় আবাসে যাবার অনুমতি দেন। ড্যাড্ মনে করেছিল আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারটা নিষ্পন্ন হবে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা গৃহে। সরকারী রুশ কর্ম্মচারীরা সত্যি কোথায় বাস করেন তা আমাদের জানা নেই কেননা আমাদের মধ্যে কেউই (সাধারণ মার্কিন নয়—কূটনৈতিক পদের কর্তারাও) এদের স্বীয় আবাস অভ্যন্তরে আমন্ত্রিত হই নি। আমি একাই যাবো। সবচেয়ে ভাল পোষাক পরবো এবং সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাবো আমার জীবনের সব মাধুর্য্যটুকু। মনে হচ্ছে তিনিও পাল্লা দেবেন আমার সঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠ পোষাকে।

২৮শে জুলাই, ১৯৪৯

গতকালের সাক্ষাৎ পরিচয়ের বিবরণীতে পুরো একটা চিঠিই ভরে যাবে। হালকা বাদামী সাদা রঙের গ্রীষ্মকালের পোষাক পরলাম। মাথায় দিলাম সবচেয়ে সুন্দর Suzy টুপি। ড্যাড্ বলে এইটে নাকি আমাকে ভারী চপল ও চটুল দেখায়। আমি একাই গেলাম।

যাবার সময় দূতাবাসের দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম—মাদাম ভিসিনস্কি ফরাসী ভাষায় কথা বলেন তো?

: নিশ্চয়ই—সে উত্তর দিলো। তিনি তরুণী নন—পুরাতনীদের তিনি একজনা।

মাদাম ভিসিনস্কির বয়স প্রায় ষাট বছর। তাঁকে অত্যন্ত রোগজীর্ণ মনে হলো। তবু ধূসর রঙের সিল্ক ফ্রকে, কানে পুরনো আমলের

মুক্তার কর্ণাভরণে তাঁকে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছিল। আর কোন অলঙ্কার নেই। মাথার চুলগুলি টান করে মাথার চারপাশ জড়িয়ে বাঁধা, শীর্ষদেশ কুঞ্চিত। মাথার চুলগুলি মেহগনি রঙে রাঙান, ইউরোপীয় বয়স্কা অভিনেত্রীদের এটি ভারী পছন্দ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আগে তাঁর চুলের রঙ ছিল লাল। স্বল্পবয়সে তিনি দেখতে নিশ্চয়ই ছিলেন অপরূপ সুন্দরী।

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি ফরাসী ভাষা জানেন কিনা। আমি ফরাসী ভাষা জানি বলে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেবলেন। তাঁর সঙ্গের অপর তিনজন মহিলা যেন এতে কিছুটা পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হলেন, বিশেষ করে ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি যাঁর দোভাষীর কাজ করার কথা ছিল। তিনি রুশভাষা থেকে ইংরেজী এবং ইংরেজী থেকে রুশভাষায় আলাপ-আলোচনা রূপান্তরিত করার কথা মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। শেষে যেন আমাকেই দোভাষীর কাজ করতে হলো। কারণ মাদাম গুসিভ এবং মাদাম জোরিন উপমন্ত্রীদ্বয়ের স্ত্রীদের কেউই ফরাসী ভাষা জানেন না। এমন কি দোভাষীও নয়। সেই সময় সময় অত্যন্ত বিনয়নম্র কণ্ঠে আমি বল্লাম : "মাদাম ভিসিনস্কি বলছেন……"…"আমি মাদাম ভিসিনস্কিকে বলছিলাম……"। ভারী কৌতুককর অবস্থা। আমার কিন্তু ভারী মজা লাগছিল।

মাদাম ভিসিনস্কি প্রথম প্রথম ভারী কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। মাদাম গুসিভ মনপ্রাণ খোলা এবং আগ্রহশীলা কিন্তু মাদাম জোরিন যেন অতিরিক্ত ধরণের বিরূপ ও উদাসীন। আমরা আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা সুরু করলাম। কূটনৈতিক মহলের সবচেয়ে নিরাপদ আলোচ্য বিষয় এটি। আমরা মস্কো এবং তার বাড়ীঘর নিয়েও আলোচনা করেছিলাম।

মাদাম গুসিভ মন্তব্য করলেন : আমাদের বাড়ীঘরগুলি

আমেরিকানদের বড় বড় বাড়ী থেকে অনেক তফাৎ, আপনাদের গুলো ঠিক যেন বড়ো বড়ো বাক্সো।

তাদের বাড়ীগুলো দেখতে ওয়েডিং কেকের মতো এমনি জবাব আমি দিতে পারতাম। কিন্তু তা দিলাম না। দিলে হয়তো তিনি প্রশংসাবাণী মনে করেই তা গ্রহণ করতেন।

এই ভদ্র মহিলাদের মধ্যে কেউই আমেরিকায় যান নি। মাদাম ভিসিনস্কি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মাত্র একবার প্যারিসে গিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন প্যারী চমৎকার শহর, আরও কিছুকাল সেখানে তাঁর থাকবার বাসনা ছিল। মাদাম গুসিভ কিছুকাল লণ্ডনে কাটিয়েছেন যখন তাঁর স্বামী রাষ্ট্রদূত ছিলেন। মাদাম জোরিনকে দেখে মনে হলো তিনি কখনও রাশিয়ার বাইরে যান নি।

মাদাম গুসিভ পল্লীগ্রামের মহিলার মতো সেজেগুজে ছিলেন। যেন তাঁর ছেলের বিয়েতে এসেছেন। তাঁর পরণে ধূসর রঙের ক্রেপ, উজ্জল নীলাভ গোলাপীর ছোপ স্থানে স্থানে। তাঁর মাথায় রাস্কুসে ধরণের টুপি নানান ধরণের ফুল আর ফিতে জড়ান—পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি প্রসাধন করেছেন। মাদাম জোরিনের চেহারা সাদাসিধে। তিনি যত্নের সঙ্গে ফ্যাসানহীন বালিরঙের পোষাক পরেছেন, মাথায় কোন টুপি নেই।

আমরা মোজাইক-করা গোল টেবিলের চারপাশে বসেছি। টেবিলের ওপর লেসের কাজ করা একটা আচ্ছাদন। পাঁচজনের চায়ের জন্ত পাত্র রাখা হলো—নীলরঙের প্লেট, সোনার কাজ করা ছোট্ট কাঁটা চামচ। টেবিলের মাঝখানে ডিসে করা ফল। মস্কোয় কোন সময়েই এটা বড় একটা দেখা যায় না। স্ফটিক স্বচ্ছ কাঁচের পানপাত্র।

তারপর দেখা দিলো অভিজ্ঞ পরিবেশক, চমৎকার ইংরেজী বলে। আমাদের রুশদেশীয় মগু দিলো এবং আর কিছু স্তালাড স্তাণ্ডউইচ—

তারপর চা অথবা কফি। আমরা খুব সন্তর্পণে অল্প একটু খেলাম। মাদাম গুসিভ যতদূর সম্ভব সুরুচি রক্ষা করে তাঁর ছোট্ট আঙুলগুলো বাড়ালেন। পরিবেশক এবার এলো প্যাস্ট্রির থালা নিয়ে। আমরা টুকরে টুকরে খেলাম আবার।

মাদাম ভিসিনস্কি জিজ্ঞাসা করলেন : ব্যালে দেখেছেন ?

: না, তা দেখার ভারী ইচ্ছা আমার. আচ্ছা সেপ্টেম্বরে কি এটা সুরু হবে ?

: আমেরিকায় ব্যালে আছে ? মাদাম গুসিভ জিজ্ঞেস করলেন।

: নিশ্চয়ই—আমি বললাম : —এদের মধ্যে কিছু প্রাচীন এবং কিছু আধুনিক। আমাদের ওখানে আপনাদের স্বনামধন্য শিল্পীদের দেখার সৌভাগ্য যদি আমাদের হতো ! অনেক বছর আগে আমার যখন অল্প বয়েস আমার মনে আছে ডায়াঘিলেভ ব্যালে নিউ ইয়র্কে এসেছিল এবং অভূতপূর্ব্ব সাফল্য তারা অর্জ্জন করেছিল।

তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। আলোচনার বিষয় বড় সীমাবদ্ধ। সেজন্যই এদের বিপদ বাড়াবার ইচ্ছা কারো জাগে না—কেননা আমাদের চেয়েও এদের ওপর বেশী করে চোখ রাখা হয়। যদি আমি না বুঝতাম যে কোথায় এবং কাদের মধ্যে আমি বসে আছি তাহলে বিনা দ্বিধায় কথা বলার এবং প্রশ্ন করার ইচ্ছা আমার হতো। আমি মাদাম ভিসিনস্কিকে প্যারিসে আশ্রিত রুশবাস্তুহারাদের একজন বলে মনে করতে পারতাম। তিনি জরাজীর্ণ ঈষৎ বিষণ্ণ এবং স্মৃতির কত না কাহিনী তাঁর মনের মধ্যে আনাগোনা করে। তাঁর চাউনি, তাঁর চেহারা, তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে উপমন্ত্রীদের স্ত্রীদের কত পার্থক্য। এরা দুজনাই একেবারে পুরো সোভিয়েটের লেবেল আঁটা।

আমি মাদাম ভিসিনস্কির সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ অতিবাহিত করতে পারতাম যদি অপর তিনজনা আমাদের ওপর সতর্কতার সঙ্গে

চোখ না রাখতো। এমনকি পরিবেশকও (butler) আমার এম-ভি-ডি'র (MVD) জেনারেল বলে মনে হলো। তাঁকে আমার ভারী ভালো লেগেছিল এবং তাঁকে যেন কেমন বিষণ্ণ দেখলাম। রাজবংশ-ধরদের মধ্যে কেউ কেউ এমনি বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ ও স্বাচ্ছন্দহীন।

বিদায় নেবার সময় আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্যে। আশা প্রকাশ করলাম নতুন করে আবার দেখা হওয়ার। তিনিও বললেন, তিনি আশা করেন খুব শিগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে।

দোভাষী মেয়েটি আমাকে এগিয়ে দিয়ে এলো। আমি তার ইংরেজী ভাষার প্রশংসা করলাম। : আপনি কি ইংরেজী এখানেই শিখেছেন ?—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

: নিশ্চয়ই—আমাদের ভাষার শিক্ষার বিশেষ বিদ্যালয়ে—একদিন বিদেশ পরিভ্রমণে যাবার আশা রাখি—তা নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ এবং আমার কাজের সহায়ক হবে—।

: সে ঠিক কথা! আমি প্রত্যুত্তর করলাম।

দ্বাররক্ষক দরজাটা উন্মুক্ত করে দিল। দূতাবাসের গাড়ীটা হাজির হলো। আমাকে নিয়ে গাড়ীটা গেট পার হয়ে চলতে সুরু করলো। আমি বিদায় নেবার পর ঐ তিন ভদ্রমহিলা আমার সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছিলেন শুনতে আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি নিশ্চিত জানি মাদাম গুসিভ এবং মাদাম জোরিন দু'জনে মিলে কেক-গুলো নিঃশেষ করেছিলেন।

৩০শে জুলাই, ১৯৪৯

এক মাস মস্কো অবস্থানের পর আমার অভিজ্ঞতা একটু যাচাই করে দেখছিলাম। আমার মনে হয়েছিল মস্কোকে দেখব কর্মমুখর, প্রাণচঞ্চল এবং উন্নতিশীল। ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধাবসানের পর আশা-

আকাঙ্খাভরা নতুন জগৎ সৃষ্টি করার উন্মাদ আগ্রহ ও ইচ্ছার বাস্তবরূপ দেখবার আশাই করেছিলাম। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলাম মস্কো সৌন্দর্য্যহীন ও ধূলিমলিন, ক্রেমলিন নগ্ন ও ভয়াল।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও ফিনল্যাণ্ডে সম্পূর্ণ জাতীয় রুচির নিদর্শন মিলতে পারে যা আবহাওয়া উপযোগী এবং সোভিয়েট জনগণের বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে তাল রেখে যা চলতে পারে। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিকল্পনা কর্ত্তাদের সমীপে সমুপস্থিত করা অথবা মন্ত্রীমণ্ডলীর তীক্ষ্ণ অসম্মতিতে তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য অসম্ভব সাহসের প্রয়োজন। ক্রেমলিনের মিনারশীর্ষ থেকে ষ্ট্যালিনের সত্তর বছরের চোখ সব দেখতে পায়। সুন্দর দ্যুতিময় নির্ম্মাণকার্য্য এবং সুন্দর পরিকল্পনা তাঁকে আদপেই খুশী করতে পারে না।

সঙ্গীতকার প্রোকোফিয়েফ হুকুমমতো সুর সংযোজনার চেয়ে নীরবতাকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করেছেন; শশটাকোভিচ সোভিয়েট প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুতির জন্য হীন স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছেন—চিত্রশিল্পী যিনি ফটোর মতো প্রাকৃতিক দৃশ্য বা মিষ্টি মধুর প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন, গ্রন্থকার যিনি ফিরিওয়ালার গজে মেপে ক্যালিকোর কাপড় বিক্রি করার মতো গজে মেপে বই লেখেন তাঁরা কেউই তাঁদের বৈশিষ্ট্য বা প্রতিভার বিকিরণ দেখাতে সাহস করেন নি।

পোষাক-আসাকের মধ্যেও সবচেয়ে নিম্নস্তরের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষদের পোষাক মোটা সুতোর—পরিচ্ছন্নতার সুযোগ সুবিধা না থাকায় বিশ্রি দেখায়। মেয়েদের পোষাকগুলো যেন চটের। স্কার্টগুলো ছোট এবং বৈশিষ্ট্যহীন। বেশী দিনের পোষাকগুলো ঢিলে। মাঝে মাঝে থিয়েটারে অথবা উৎসব অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মচারীদের স্ত্রীদের পরণে যে পোষাক দেখা যায় তাও ঐ একই ধরণের তবে একটু উঁচু গলাযুক্ত বা লম্বা হাতাওয়ালা। অলঙ্কার অতি খেলো ধরণের—কাঁচকড়ার।

মহিলারা সান্ধ্য পোষাকের সঙ্গে যে আংটি পরেন—ঠাকুমারা যাকে বলেন 'সান্ধ্য ভোজের আংটি'—বেশ চমৎকার, ডিম্বাকৃতি—এ সাধারণতঃ মাঝের আঙ্গুলে পরা হয়ে থাকে। বিবাহে আংটি পরার চলন এখানে নেই যদিচ—দোকান পাটে তা বিক্রি হতে দেখা যায়। এগুলি অসম্ভব দামের। খুব সাদাসিধে ধরণের আংটির দামও আমাদের টাকার অঙ্কে দাঁড়ায় ৬০ ডলার থেকে ৭০ ডলার।

দোকান পাটে বিক্রির জন্যে টাঙ্গান অন্তর্বাসগুলি অত্যন্ত সাধারণ স্তরের। মেয়েদের অন্তর্বাসগুলি অন্তর্বাসই নয়—উজ্জ্বল নীল অথবা গাঢ় রক্তবর্ণের নেংটি। সমানসই সাট পাওয়া যায় এবং অদ্ভুত ধরণের মোটা কাপড়ের ব্রেসিয়ার—পিঠের দিকে তিনটি বোতাম দিয়ে তা পরতে হয়। এই ব্রেসিয়ার এমনভাবে তৈরী যা স্ত্রী অঙ্গে উঠলে ভীষণ দর্শনা হয়ে দেখা দেয়। সবগুলিই এক মাপের—দোকান পাটে চায়ের কাপ ঝুলিয়ে রাখার মতো করে এগুলিকে রাখা হয়। কোমর-বন্ধনী নানান ধরণের বড় একটা মেলে না। সৌন্দর্য্য বিকাশের সহায়ক হওয়ার পরিবর্ত্তে এগুলি যেন অস্ত্রোপচারের হাতিয়ার।

এরই অদ্ভুত নিদর্শন বিক্রি হতে দেখেছিলাম দোকানে। সেটা লাল কাপড়ের বারোটা মুক্তোর বোতাম দিয়ে সামনেটা বন্ধ করে দেয়া আছে।

বোনা সাট আর ব্রেসিয়ার ওপর সুবেশিণীরা পুরনো ধরণের সাদা কাপড়ের সেমিজ পরে বলে মনে হয়। এই সেমিজগুলির ধারে ধারে অতি সস্তা ধরণের লেশ দেয়া। নৈশপোষাক বিক্রি হতে আমি কখনও দেখি নি। পুরুষরা ভ্রমণের এবং অবসর যাপনের সময় পায়জামা ব্যবহার করে থাকে। ঘুমোবার জন্যে নয় কিন্তু। পুরুষের অন্তর্বাস-গুলিই শেষোক্ত কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলিও নীলরঙের, তবে গাঢ় অনেকটা মেয়েদের অন্তর্বাসগুলির মত হালকা নীল।

কতকগুলি জিনিসের তালিকা আর আমাদের মুদ্রায় তাদের দাম-গুলি নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হলো :

কাপড়ে বোনা ব্লুমার	...	৭.০০	ডলার
স্থতির তৈরী ব্রেসিয়ার	...	৪.৫০	„
পুরুষের সার্ট, স্থতির	...	১৫.০০	„
„ চামড়ার বুট জুতো	...	৭৫.০০	„
„ জুতো	...	৪০.০০ থেকে ৬০.০০	
স্ত্রীলোকের নানাধরণের রেয়নের পোষাক যা আমেরিকায় ১৪.৯৫ ডলারে পাওয়া যায়	...	১০০.০০	ডলার
পুরুষের স্যুট—দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং খুব খেলো সেলাইয়ের	...	২৭৫.০০ থেকে ৩০০.০০	

পূর্ব্ব জার্মাণী (ড্রেসডেন ও মাইসেন কারখানা এখন সোভিয়েট অঞ্চল ভুক্ত) থেকে চীনামাটির জিনিষপত্রগুলি আসে। এখানে কিন্তু এই জিনিসপত্রগুলির গুণ-বৈশিষ্ট্য একেবারে নিম্নস্তরে এনে এখানকার লোকেদের রুচি ও প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে। সারা শহর জুড়ে সেই একই কাহিনী।

৩রা আগষ্ট, ১৯৪৯

আবহাওয়ার ব্যবহারও রুশদের মতো। এখানেও আতিশয্য। আমাদের এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি স্থুরু হয়েছে।

আমি বেলজিয়াম রাষ্ট্রদূত পত্নী গফিনকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে বাজারে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি চমৎকার রুশভাষা বলতে পারেন, স্থগৃহিণী এবং দরদস্তুরে খুব পাকা। আমি আমার পুরনো পোষাকই পরিধান করেছিলাম। কিন্তু গফিন একটা কালো বর্ষাতি

দেহের ওপর চড়িয়ে মাথায় একটা রুমাল জড়িয়ে নিয়ে চললো। তিনি বললেন আমাকে পুঁজিবাদীদের গুপ্তচরের মতো দেখাচ্ছে।

আমরা একটা বড় বাজারে হাজির হলাম। এখানে চাষারা এবং যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা তাদের ফসল এনে থাকে। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষে অতিরিক্ত ফসল বিক্রী করতে পারে। সবচেয়ে ভাল ফসল এই জন্যে আলাদা করে রেখে দেওয়ার চেষ্টা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কারণ খোলা বাজারে তারা খুশীমত দাম বেঁধে দিতে পারে।

আগষ্ট মাসের এই সবে সুরু—ফলে ফসলে বাগান ভরে ওঠবার কথা। কিন্তু উঠেছে মাত্র শশা, গাজর, বাঁধাকপি, কিছু পেঁয়াজ, কিছু ছোট সুঁটি আর মাঠ থেকে হাতে করে তোলা শাকসবজী।

মেয়েদের কাউকে বাঁধাকপির অর্দ্ধেক বা এক-চতুর্থাংশও কিনতে দেখলাম না—তারা কিনছে তিনটে চারটে বাঁধাকপির পাতা, দু-তিনটে গাজর আর দু-তিনটে পেঁয়াজ। এই দিয়েই স্যুপ (ঝোল) তৈরী হয়। এখানে এবং এখানকার প্রধান খাদ্যই হলো এই। মাংস যদি কখনও কেনা সম্ভব হয় তাও এইগুলি দিয়েই রান্না হয়ে থাকে। পোড়া ভাজা হয় খুবই কম। ঝলসানোর কথা শোনাই যায় না। বাজার থেকে মাংস টুকরো করে কেটে ঘরের গিন্নিরা খোলা অবস্থাতে হাতে করেই ঘরে নিয়ে যায়; কখনো বা পুরনো খবরের কাগজে জড়িয়ে জালের থলির একেবারে নীচে রেখে নিয়ে যায়। মাংস থেকে চর্ব্বি কেটে নিয়ে আলাদা বিক্রি হয়। মাখন বা অন্য কিছুর পরিবর্ত্তে রুটিতে মাখিয়ে তা এখানকার লোকেরা খায়।

শাণ্টালের মতানুসারে শ্রমিক ও অল্প মাইনের রুশ কর্ম্মীদের জন্য সাধারণ আহার্য্য হচ্ছে সকালে দুধ বা চিনি না দিয়ে "কাশী" বা "পরিজ"— কখনো কখনো তা তেল মেখেও খাওয়া হয়; দুপুর বেলার খাবার হচ্ছে

মাংস আর শাকসবজীর স্যুপ এবং খানিকটা রুটি, প্রাতঃকালীন ভোজনের সময়ে আরো কিছু রুটি লাগে আর লাগে চা। রুটি কিন্তু ভারী চমৎকার—চিরাচরিত কালো রুটি থেকে সুরু ক'রে সাদা রুটি পর্যন্ত নানারকমের রুটি আছে; সাদাগুলো প্রায় কেকের মতো। এই সব রুটি সরকারী বেকারীতে তৈরী হয় এবং সরকার-নিয়ন্ত্রিত দোকানে দোকানে বিক্রি হয়।

বছরে দুদিন—৭ই নভেম্বর ছুটির দিন এবং মে দিবস ছাড়া সারা বছরে কোনরকম ময়দা বা গম বিক্রি হয় না। ঐ দুদিন প্রত্যেকেই একটা নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ পায়। কখনো কখনো প্রাচীর পত্রের সাহায্যে ঘোষণা করা হয়, মহানুভব পিতা ষ্ট্যালিন তাঁর সন্তান সন্ততিদের ময়দা কেনার অনুমতি কৃপাপরবশ হয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে ময়দা বিতরণের ব্যবস্থা করে জনসাধারণের মনে এই ভাবটাই জাগিয়ে দেওয়া হয় যে তারা বড় রকমের উপহার সামগ্রী পাচ্ছে, সারা বছরে যে তারা আটা ময়দা পাচ্ছে না এটাই এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মালপত্র বাড়ী পৌঁছে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। এমন কি বিছানা, কার্পেট প্রভৃতি কোন ক্রেতারাই তা বয়ে পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেতাম। পুরুষের মতো মেয়েরাও মোটা রকমের মোট ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছে।

১০ আগষ্ট, ১৯৪৯

পথ দিয়ে চলতে চলতে আমি বারান্দা এবং একতলার দিকে তাকিয়ে থাকি। নিঃসঙ্কোচে এই ভাবে উঁকি দিয়ে যাওয়াতে আমার ভারী ভালো লাগছে। জানালাগুলিতে একরত্তি সাদা কাপড়ের পর্দ্দা, কখনো কখনো সস্তা দামের লেশ দেওয়া—জানালার ধারে কিছু কিছু লতানো গাছপালা। রুশ দেশের গাছপালাদের বৃদ্ধিও যেন কেমন ধরণের। পাতা আর শাখাই বেশী। কখনো কখনো ভীরু ফুলের দেখা

মেলে এর শীর্ষ দেশে। বোতলে করে ফুলের স্তবকগুচ্ছ রাখা হয়। আসবাবপত্রাদিতে কখনো কখনো সাদা আচ্ছাদন। টেবিলও কখনো-কখনো হাতে-বোনা আচ্ছাদনে ঢাকা। এই হলো গৃহসজ্জার মোটামুটি উপকরণ।

ঘরগুলোর অধিকাংশই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখায়। দেওয়াল চূণ-কাম করা বা হালকা নীল রঙ লাগানো। অন্যগুলো জীর্ণ এবং বিশ্রি রকমের নোংরা। প্রবেশপথের চত্বর এবং সিঁড়িগুলো অপরিষ্কার থাকবেই। এই কথা উন্নত ধরণের গৃহ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই সব গুলো আমার চোখে পড়ে ভেতরে যাওয়ার জন্যে নয়—দরজার পাশ দিয়ে আমি দেখি বলেই। নিজ আবাসে রুশদের দেখার সুযোগ আমাদের বড় একটু মেলে না।

উঠানগুলোও আবহাওয়া অনুসারে কখনও ধূলিধূসরিত কখনও বা কর্দ্দমাক্ত এবং যত রকম আজে-বাজে জিনিসপত্রে ভর্ত্তি। একটা দুটো ভাঙা বেঞ্চি সেখানে পড়ে আছে এ হয়তো চোখে পড়বে। বুড়ীরা তার ওপর বসে বসে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে। রাশিয়ার বৃদ্ধ বয়সের আদর্শ লক্ষ্যই যেন এই।

সর্ব্বত্র পুনর্গঠনের কাজ চলেছে এমনি কথা সোভিয়েটেরা গর্ব্বভরে বলে থাকে। স্প্যাসো স্কোয়ারের কাজে যেটাকে বি সার্কেল বলে সেখানে কতকগুলো বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে। আমি সেখানে কর্ম্মরত শ্রমিকদের গতকাল লক্ষ্য করলাম। গাঁথুনির কাজ করতো অধিকাংশই মেয়েরা। এরা প্রধানতঃ চাষী মেয়ে, ক্ষেত-খামার থেকে যোগাড় করে আনা হয়েছে। তাদের খাটুনীর মজুরী দেখার পদ্ধতিও বিচিত্র। যে বর্গফুটের কাজ করেছে তার দাম নয়। যে বর্গফুটের কাজ করার কথা ছিল তারই উপর হিসাব করে তাদের ভেতর ভাগ করে দেওয়া হয়। এই ধরণের অপটু শ্রমিকেরা মাসে ১০০ ডলার রোজগার

করতে পারে, যদিচ রুবল-এ এর হিসেব অনেক কম হয়। কাজের গতি দ্রুত অথবা শ্লথ হোক তাতে কিছু আসে যায় না। তদারককারী (স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ) উপস্থিত না থাকলে মজুররা পথের ধারে অলস ভাবে বসে থাকে কখনও বা স্তূপীকৃত কাঠের ওপর ঘুমিয়ে থাকে। দেখলে মনে হয় এরা যৌন-চেতনাহীন, হাসিখুশীর ভাবটা বেশ আছে বটে তবে আমার মনে হয় উৎসাহের চেয়ে ধৈর্য্যই এদের সব চেয়ে বেশী।

নাগরিক পরিচ্ছন্নতার বোধের সত্যকার প্রচেষ্টা দেখা যায় দিনে দুবার। বাঁধান রাস্তাঘাট সম্পর্কেই এটা প্রযোজ্য। এগুলো ধোয়ার আইন আছে। এর দায়-দায়িত্ব গৃহের অধিবাসীদের। শীতকালে রাস্তার তুষার পরিষ্কার করা এবং গ্রীষ্মকালে জল দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য দায়ী থাকেন গৃহস্বামীরা। এ ছাড়া রাস্তাঘাটে ঝাড়ু দিতে হবে—মেয়েরা বিশেষ করে বুড়ীরা লতা পাতার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে দেয়। দিনের যে কোন সময়ে কুড়িজন মেয়েকে কুড়িটা ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে ছোট্ট জঞ্জাল ফেলার পাত্র ভরে তুলতে ব্যস্ত দেখতে পাওয়া যায়। অনেকগুলো ঘণ্টা এ কাজে ব্যয় করতে হয়। নরনারীর শারীরিক শ্রমের দাস সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারী সস্তা।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৯

শনিবারের বিকেলটা ছিল ভারী সুখপ্রদ ও উষ্ণ। আমাদের রুশ বিশেষজ্ঞ জর্জ মর্গান গর্কি পার্কে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেলো। এটা তথাকথিত সংস্কৃতি ও বিরামকুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই লম্বা চওড়া নামের পার্কটি একটা সাধারণ পার্ক ছাড়া আর কিছু না। জনসাধারণের বিরাম উপভোগের জন্য এটাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

পার্কে খুব বেশী লোক নেই। সোভিয়েট ইউনিয়নে শনিবারটাও

কাজের দিন। বাচ্ছা ছেলেরা বল খেলছিল। আর একটু বেশী বয়সের ছেলেরা ফুটবল খেলছিল।

আমরা মোড় ঘুরে মুক্তাকাশতলে সিনেমা দেখতে পেলাম। এখানে যৌথ খামারে চাষীদের জীবনচিত্র দেখান হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি দেখতে পেলাম। বিপরীত দিকেই একটি পাঠগৃহ—দলীয় প্রকাশনী ও প্রচার পুস্তকে একেবারে ভর্ত্তি। দাবা খেলুড়েদের জমায়েত ঘটেছে এই মুক্ত অঙ্গনের চাঁদোয়ার তলায়। বেশীর ভাগই বুড়ো লোকের ভীড় টেবিলের চার পাশে—খেলায় একেবারে বুঁদ হয়ে আছে।

ছোট্ট একটা হ্রদ দেখলাম সেখানে। দু তিনটি যুগল নৌবিহার করে বেড়াচ্ছে তাতে। তীরপ্রান্তে মুক্ত অঙ্গন পানাগার। আমরা চা খাবার জন্যে সেইখানে গেলাম। গ্লাসে করে চা দিলো। (চায়ে একটুখানি লেবু দিলে এক রুবল অতিরিক্ত দাম দিতে হয়)। আমাদের চারপাশের লোকেরা যে যার খুশি আর রুচি মতো খাচ্ছে। কেউ খাচ্ছে রুটি, নোনা মাছ আর ভদ্‌কা, বিয়ার অথবা রঙীন লেমন সোডা। সারা দিন ধরেই এরা খায়—খাবার রীতিটাও এদের অদ্ভুত ধরণের—আইস-ক্রীমের সঙ্গে ধূমায়মান হেরিং মাছ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেয়।

এই পানাগারের মধ্যে কয়েক জোড়া তরুণ-তরুণী দেখলাম। সাধারণ্যে এদের আচরণ সুমার্জ্জিত। প্রেমিক-প্রেমিকারা একটু দূরত্ব রেখে বসে। বেশি কথাবার্ত্তা তারা বলে না। এই নির্ব্বাক-নীরবতার সঙ্গে আমাদের কলরবমুখর আনন্দ উদ্দামতার তুলনা করলে এরাই মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। রুশ জনতা সম্পর্কেও এই কথাই বলা চলে। কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না বা চিৎকার করে না। তাদের মুখ ভাবলেশহীন—উদ্যানে বেড়িয়ে বেড়াবার সময় অথবা ভূগর্ভাভ্যন্তরে কাজের শেষে বিকেলে বাড়ী ফেরার সময় এদের মুখের চেহারা থাকে সেই একই রকম। পোষাক-আসাকেও তাদের কোন তফাৎ নেই।

পার্কের প্রবেশদ্বার থেকে সুরু করে পার্কের ভেতরকার সারা পথে ক'ফিট অন্তর প্রাচীরপত্র টাঙ্গান—তাতে এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছে যে এই উদ্যান এবং তার যাবতীয় সুব্যবস্থা কমরেড ষ্ট্যালিন তাঁর জনসাধারণের জন্যেই করে দিয়েছেন। সেই জন্যে তিনি জনসাধারণকে এই নির্দ্দেশ দিচ্ছেন যে তারা যেন ফুল না তোলে, ঘাসের ওপর দিয়ে না হাঁটে, ময়লা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না করে, এবং এই ভাবে তারা যেন তাঁর প্রদত্ত সুখ সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। এই প্রাচীরপত্র ছাড়াও আছে লাউড স্পীকার, গাছপালা আর নিকটবর্ত্তী অনেকগুলো বাড়ীতে সেগুলি বসান। এইগুলি থেকে অবিরল ধারায় নির্গত হচ্ছে রাজনৈতিক অমৃত ভাষণ, মাঝে মাঝে এর মধ্যেই প্রচারিত হচ্ছে সঙ্গীত।

১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯

রবিবার আমরা পিক্‌নিক্ করবো স্থির করলাম। মস্কো নদী ধরে অনেক দূর এগিয়ে চললাম। লেনিনের পূর্ব্বকার আবাসভূমির চারদিকের বিস্তীর্ণ মাঠ আর বনভূমি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আইনসঙ্গত ভাবে রবিবারটা এখানে ছুটির দিন নয় কিন্তু তবু নানা দিক দিয়ে সুবিধা থাকার দরুণ বহু কর্ম্মসংস্থান এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই দিনটাকে নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছে আনন্দ উপভোগের জন্য। দোকানপাট অবশ্য খোলাই থাকে কিন্তু কলকারখানার কাজ থাকে একেবারেই বন্ধ। মোটর-ট্রাকে করে শ্রমিকদের পুরস্কার স্বরূপ গ্রাম্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে কারখানা থেকে। আমাদের নবতম মন্ত্রী পরামর্শদাতা ওয়াল বার্বার আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ছ'ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা, ওজনে ২৫০ পাউণ্ডেরও বেশী। বড় মানুষ কথাটা তাঁর সম্পর্কে বেশী করে প্রযোজ্য। অত্যন্ত দক্ষ অফিসার।

তিনি এখানে নিযুক্ত হওয়ায় আমরা ভারী খুসী হয়েছি। ড্যাড্

যদি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে তিনি এবং জর্জ মর্গান ড্যাডের সঙ্গে যাবেন।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার ডেভিড কেলীকে দশ দিন আগে ষ্ট্যালিন সাক্ষাৎ দানে আপ্যায়িত করেছেন; কিন্তু আমাদের কেউই সে সম্মানে সম্মানিত হয় নি। এসব ব্যাপারে ড্যাড্‌কে দেখলাম বেশ শান্ত সমাহিত কিন্তু তার জায়গায় আমি থাকলে নিশ্চয়ই ভারী বিব্রত হতাম। ক্রেমলিনের এই লোকটিকে সারা জগতের সামনে এমনি করে তুলে ধরা হয়েছে যে তিনি যে মানুষ একথা ভুলে গিয়ে তাঁকে বড় রকমের একটা শক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। শবাধারে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত লেনিনকেও অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে যদিচ তিনি জীবিত থাকলে তিনিও ভীতিজনক হয়ে উঠতেন।

রজার ও আমি সেদিন স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে গিয়েছিলাম। সপ্তাহে চারদিন বিকেলে জনসাধারণের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়। রোদ-বৃষ্টি যাই হোক না কেন, সব সময়েই দর্শন প্রতীক্ষমান জনতার দীর্ঘ সারবন্দী লাইন সর্বদাই দেখা যেতো। কখনো কখনো জনতার সারি পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে—কিন্তু জনতার এই সারি একবার নড়তে সুরু করলে খুব তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করে। সামরিক পাহারাদার কাউকে ধাক্কাধাক্কি করতে দেয় না এবং জনতাকে অত্যন্ত শান্ত ও নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে রাখে।

স্মৃতিস্তম্ভটি গোলাকার মসৃণ লাল এবং কালো গ্রেনাইট পাথরের। সম্ভবতঃ এটি জারাক্সাসের স্মৃতিস্তম্ভের অনুকরণে গড়া। রেড স্কোয়ারের সদর দুটি প্রবেশ পথের মধ্যস্থলে ক্রেমলিনের প্রাচীরের বিপরীত দিকে এটির অবস্থান। আমরা সামরিক কর্ম্মচারীর কাছে আমাদের পরিচয়-পত্র প্রদান করলাম এবং তৎক্ষণাৎ ভিতরে আমাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হলো।

সামরিক প্রহরীর সতর্ক প্রহরায়, বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত সশস্ত্র পুলিশের উঁচানো বেয়নেটের রক্ষনাধীনে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশপথে তারা সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়েছিল। তাদের পা দুটো ছিল ছোট ভেলভেটের গদির ওপর।

প্রবেশ পথটি একতলায়। ভেতরে ঢুকে আমরা বাঁ দিকে বেঁকলাম। কালো পাথরের পিচ্ছিল ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচের দিকে নামতে লাগলাম। সিঁড়িতে অনেক রক্ষী দাঁড়িয়ে—তারা আমাদের ইঙ্গিতে একটি লাইনে আসবার জন্যে বললো।

শব-গৃহের দিকে আমরা যতই এগুতে লাগলাম ততই শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম। শব-গৃহটিকে তুহিন-শীতলতায় রাখা হয়েছে। মাঝখানে কাঁচে ঢাকা একটা শবাধারের ওপর লেনিন আসীন—বুক অবধি কালো ভেলভেটের একটা আস্তরণ, হাত দু'খানি দু'পাশে, কালো সাটিনের বালিশের ওপর তাঁর মাথাটা রয়েছে। ভেতর হতে বৈদ্যুতিক কারসাজিতে তাঁর মুখ আলোক উদ্ভাসিত। সারা মুখখানায় স্বল্প হাল্‌কা হল্‌দে রঙের আভা। কালো পোষাক তাঁর পরণে, টাই আর কলারও তাই। তাঁর মাথার চুল আর দাড়ি বেশ ভাল করে আঁচড়ান।

ব্রিটিশ পরামর্শদাতা জিওফ্রে হ্যারিসন বললেন যখন তিনি লেনিনকে শেষবার দেখেন তখন তাঁর হাতে দস্তানা ছিল। সেদিন আমরা কিন্তু তা দেখিনি।

২১শে আগষ্ট, ১৯৪৯

রাত দশটায় ক্রেমলিনের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে ড্যাডের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ওয়ালী বার্বার আমাদের সঙ্গে নৈশভোজে এসে যোগ দিলেন। কারণ তিনি এবং জর্জ মর্গানই তো ড্যাডের সঙ্গী। দশটা বাজতে দশ মিনিট আগে ওরা তিন জনে যাত্রা করলেন।

রাত এগারোটার সময় ওরা তিনজনে ফিরে এলেন। তাঁদের বেশ প্রফুল্ল এবং খুশী দেখলাম। তাঁরা মোট ৩৭ মিনিট সেখানে ছিলেন—ইংরেজদের চেয়ে ১২ মিনিট বেশী!

ক্রেমলিনের দ্বারদেশে কর্ত্তাব্যক্তিদের সহকারীরা তাঁদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বারান্দা দিয়ে ভেতর দিকে নিয়ে চললেন। গমন পথের দু'ধারে রক্ষী দাঁড়িয়ে। শেষে খুব সাদাসিধে ভাবে সাজান একটা ঘরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো। দর্শনপ্রার্থীদের জন্য সেখানে রয়েছে ক'খানা চেয়ার ও একটা টেবিল। মার্শাল ষ্ট্যালিন দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। ড্যাডের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন এবং টেবিলের ধারে তাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ষ্ট্যালিনের সঙ্গে ছিলেন ভিসিনস্কি এবং তরুণ দো-ভাষী ট্রয়ানভ্স্কী—ইনি আমেরিকাস্থিত রাশিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রদূতের পুত্র।

ড্যাড্ বললে, হৃদ্যতার সঙ্গে সুরু হলেও প্রথম দিকে আলোচনায় কেমন যেন একটু কাঠিন্য ছিল। মার্শাল এমন কি তাঁর পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন (সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে এটা ড্যাডের প্রতি বিশেষ হৃদ্যতার চিহ্ন)। সাধারণ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হলো। ভয়েস অব আমেরিকার বিষয়েও আলোচনা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ষ্ট্যালিন ভিসিনস্কির দিকে ফিরে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: এরা কি আমাদের সম্বন্ধে খুব মন্দ কথা বলে?

ড্যাড্ বললে ভিসিনস্কিকে ভয়ানক বিব্রত মনে হয়েছিল। মার্শাল চোখ পিট পিট করে তাকালে সাধারণতঃ অতি উৎসাহী তরুণ পার্শ্বচর আশে পাশে ঘোরাঘুরী করতে থাকে। ভিসিনস্কিও তাই করছিলেন। সাক্ষাৎ আলাপ শেষে খুব হৃদ্যতার সঙ্গে ষ্ট্যালিন ড্যাডের করমর্দ্দন করতে করতে বললেন, আবার যে-কোন সময় তাঁর সাক্ষাৎ পেলে তিনি খুশী হবেন।

এরা তিনজনেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সোভিয়েটের সাধারণ মনের তুলনায় মার্শাল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ব্যবহার অনেক ভালই ছিল। ড্যাডকে আমি জানি। তার দিক থেকেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সে দিয়েছিল। এসব ব্যাপারে সে ভারী পটু। এবং সোভিয়েটরা এই হৃদ্যতায় সাড়া না দিয়ে পারেনি—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ড্যাড্ বললে যে, ষ্ট্যালিনের চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া, গোঁফে আর মাথার চুলে পাক ধরেছে। আধা সামরিক পোষাক তাঁর পরণে। চমৎকার ভাবে মানানসই করে পরা। কোন পদক বা সামরিক চিহ্ন তাতে নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ জোরাল এবং দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার। স্বাস্থ্য তাঁর ভালই। বিখ্যাত ও শক্তিশালী মানুষের মধ্যে যে আত্ম-বিশ্বাস দেখা যায়—তাঁর আচরণে তারই চেহারা সুস্পষ্ট। দৈব-দুর্বিপাক যদি না ঘটে তাহলে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে তিনি সর্ব্বশক্তির অধিকারী হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন।

২৪শে আগষ্ট, ১৯৪৯

গত রাত্রে সরকারী ভোজন কক্ষে আমি সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করেছিলাম। বাইশ জনের জন্য এই আয়োজন। মেহগণীর টেবিল এত চওড়া যে পরিবেশক চিনকে তার ওপর উঠে মাঝখানের জিনিসপত্র ঠিক করে রাখতে হয়েছিল। একজন রুশ চাকরাণী তো তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জিনিসপত্রের মাজা ঘসা করতে সুরু করে দিলে।

আমাদের পাচিকা বেশ চমৎকার রেঁধেছিল যদিও তার মনে বিন্দু-মাত্র শান্তি ছিল না। কারণ তার স্বামী—অর্থাৎ আমাদের মালীকে মূক পরিচর্য্যাকারী মাথায় আঘাত করার দরুণ সে হাসপাতালে। তবু কিন্তু পাচিকাটি ভারী চমৎকার রান্না করেছিল। স্যুপ, টোমাটো আর কাঁকড়া দিয়ে তৈরী ব্যঞ্জন, মুরগীর মাংস আর আইসক্রীম।

অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত-পত্নী মিসেস ওয়াট আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে ঘরকন্না, টেবিল-গুছোনো, খাদ্য তালিকা তৈরী ইত্যাদি টুকিটাকি শেখবার জন্য ব্যুরোবিন কতকগুলি মেয়েকে বৈদেশিক দূতাবাসে পাঠাবেন। তাঁর দু'তিন জন কর্মী মেয়ে ছিল—কিন্তু তারা সোভিয়েট পরিবারে কাজ করবার জন্যে চলে গেছে—সম্ভবতঃ সৈন্যাধ্যক্ষ ও মন্ত্রীজায়াদের চলমান পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে পদক্ষেপ করার রীতিটা শেখাবার জন্যে! আমরা জানি, বৈদেশিক দপ্তরের কর্তৃস্থানীয়দের রীতি নীতি শেখাবার জন্যে একটা স্কুলও এখানে আছে।

তাদের জায়া কন্যাদের জন্য পোষাক-আসাকও যেন বিশেষভাবে পৃথক করে রাখা হয় বলে মনে হলো। ফিনল্যাণ্ড-এ অবস্থিত আমাদের দূতপত্নী এলিজাবেথ ক্যাবট যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁর যুগোশ্লাভ ভ্রমণের কথা বলছিলেন। যুদ্ধকালীন নানা অভাবের মধ্যে দিয়ে তখন দেশ চলেছে। সেইজন্যে আমাদের মহিলাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আমোদ আহ্লাদের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সাদাসিধে থাকবার জন্যে আমাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রুশদের বেলায় ঠিক তার বিপরীত। এরা বিলাস ও ব্যয়বহুল ভোজসভার ব্যবস্থা করতো এবং তাদের স্ত্রী কন্যা জায়ারা বহুমূল্য পোষাক এবং হীরা জহরত পরতেন।

এলিজাবেথ বললেন: এক বছর শেষে সোভিয়েট দূতাবাসের কর্মী ও কর্ত্তাদের রদবদল হলো। নতুন দল এলো। কিন্তু আমরা কি দেখলাম জানেন? সেই বহুমূল্য পোষাক, গাউন আর হীরা জহরত নতুন করে নতুন দলের স্ত্রীলোকদের অঙ্গে উঠেছে।

২৯শে আগষ্ট, ১৯৪৯

মোখোভায়া স্কোয়ারে কর্ম্মরত মেয়েদের আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম। তারা নতুন করে রাস্তা সমতল করছে, পিচ ঢালছে ও মসৃণ করছে, রাস্তা সমতল করার ইঞ্জিন চালাচ্ছে কেউ। মেয়েদের পরণে

সুতির স্কার্ট আর জ্যাকেট, মাথায় রুমাল বাঁধা, পায়ে মোটা সুতোর মোজা আর সরু ক্যানভাসের জুতো—তার তলায় গরম পিচ-এর তাল আটকে যাচ্ছে। রাশিয়ায় একমাত্র রেলপথের আশে পাশেই দু-একটা ট্রাউজার-পরা মেয়ে আমাদের চোখে পড়েছে। আমাদের দূতাবাসের কর্ম্মচারীদের মুখে শুনলাম শীতকালেও পথে-ঘাটে মেয়েরা সিল্ক প্যান্ট পরে বেরোয় না।

পিচের কাজ ভারী নোংরামীর কাজ; কিন্তু এখানকার মেয়েদের কাছে কোন কাজই কঠিন আর নোংরামীর কাজ নয়। এখানে সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় মেয়েরা ইঁট-পাথর বইছে, মালগাড়ী থেকে মালপত্তর নামাচ্ছে, চূণ বালি আর কুড়ুল-খন্তা নিয়ে মেরামতি কাজ করছে—ঘর বাড়ী রং করছে—সব সময়ই তারা পরিশ্রমী আর বিনয়ী।

শুনতে পাওয়া যায় গ্রাম্য মেয়েরা মস্কো আসবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলে তাদের বলা হয় যে শারীরিক শ্রমের কাজ করার চুক্তি সাক্ষর করলে তাদের মস্কো যাওয়া সম্ভব হবে। মেয়েরা তেমন ভাল লেখা পড়া না শেখায় এ ছাড়া তাদের গতি নেই। কিন্তু অনাবৃত স্থানে এই পিচ-চূণ-বালি-ইট-পাথরের কাজে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাদের কর্ম্মরত দেখা আমাদের চোখে কুৎসিৎ ঠেকে। কাজের শেষে মোটর ট্রাক আসে। সিমেণ্ট, ময়দা অথবা চটের ভর্ত্তি ট্রাকে তারা চড়ে বসে। এই মালপত্র থেকে যেন তাদের আলাদা করে দেখা যায় না। কল্পনার এই সব-পেয়েছির-দেশে মেয়েদের মেহনতের ভাগটা বড় বেশী মর্ম্মান্তিক।

এদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারা যায় না। এই ধরণের শক্ত কাজে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হবার কথা। দীর্ঘদিন এদেশে আছেন এমন একজন সংবাদদাতাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

তিনি বললেন: হ্যাঁ, খারাপ হয়। এই সব মেয়েদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল আছে। দেখতেই তারা সুস্থ, কিন্তু বছর দুই কঠিন খাটুনির

পর তাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, তখন শত শত শ্রমিক মেয়েকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে। যদি তারা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমি রাশিয়ার যে-কোন হাসপাতাল দেখবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি। কিন্তু সে প্রার্থনা এখনও মঞ্জুর হয় নি। স্কুল এবং নার্শারী স্কুল দেখবার অনুমতিও চেয়েছি কিন্তু আমি একটাও দেখতে পাবো কিনা সন্দেহ।

কূটনৈতিক পদে আসীন কোন তরুণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ হবার পর হাসপাতাল সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য যেন বেড়ে গেছে। এই তন্বী তরুণী গত বছরে মস্কো মাতৃসদনে একটা শিশুর জন্মদান করে। মাতৃসদনটি নাকি সর্ব্বাধুনিক। সন্তান জন্মাবার আগে মাসে মাসে ডাক্তার দেখে গেছে কিন্তু সত্যকার কোন পরীক্ষার কথা বলা হয় নি। সেইজন্য তার স্বামী যখন তাকে হাসপাতালে দিয়ে এলো তখন সে ভারী বিপন্ন বোধ করেছিল।

হাসপাতালে তাকে বলা হলো যে তীব্র প্রসব বেদনা না উঠলে তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা সম্ভব হবে না। প্রসব বেদনার ঠিক সময় না আসা পর্য্যন্ত বাড়ীতে অথবা হাসপাতালের বাইরে তাকে অবস্থান করতে হবে। তার চতুর্থ সন্তান জন্মের সময় এই হাঙ্গামা। কিন্তু সে জেদাজেদি করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে বাধ্য হয়ে ভর্ত্তি করে নিলো। ছোট্ট একরত্তি খুপরী মতো জায়গায় (কেশপ্রসাধন বিপণীতে যা সাধারণতঃ দেখা যায়) প্রসবের জন্য সে তৈরী হলো।

তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রসবকক্ষে—আরো চৌদ্দটি মেয়ে প্রসব বেদনায় সেখানে কাতরাচ্ছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককেই দেখতে পাচ্ছে। সেখানে সবই মেয়ে ডাক্তার। তারা এক বিছানা থেকে আর এক বিছানায় বা এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে ঘুরে ঘুরে

দেখে-শুনে বেড়াচ্ছেন। প্রসব করানর যন্ত্রপাতির স্বল্পতার জন্যে কি করতে হবে তা নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তাকে প্রসব করানর জন্যে কোন ঔষধ-পত্র দেওয়া হয়েছিল কিনা।

তিনি উত্তর দিলেন : না, তাদের বিধি-ব্যবস্থা অত্যন্ত স্থূল। সবই কাজ ঢিমে তালে চলতে লাগলো মেয়ে ডাক্তারদের সুবিধের জন্যে। অবশেষে মেয়ে ডাক্তার বিরক্ত হয়ে আমাকে বল্লেন : যদি আপনা থেকেই না হয় তাহলে আমিই তোমাকে সাহায্য করবো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে এক থেকে দশ গোনো দেখি ?

ভাগ্যে কি আছে না জেনেও অসহায় মেয়েটি ডাক্তারের নির্দ্দেশ মেনে নিল। মেয়ে ডাক্তার তার একশো ষাট পাউণ্ড ওজনের বিরাট দেহ নিয়ে মেয়েটির ওপর সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়লো জোর করে প্রসব করানর জন্য।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই শিশু সমেত মাকে অপেক্ষাকৃত ছোট ওয়ার্ডে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রসবের পরে যা যত্ন নেওয়া হয় তা নামমাত্র। হাসপাতালের পথ্য অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। বাইরে থেকে খাবার দাবার আনবার নিয়ম একেবারেই নেই। মস্কোর সবচেয়ে বড় মাতৃ-সদনের চেহারা এই।

মার্কিন নৌবহরের চিকিৎসক আমাদের ডাক্তার আমাদের দূতাবাসেই থাকেন। রুশদেশের হাসপাতালে চিকিৎসা করার তাঁর কোন অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স নেই। তাঁর ও আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে তিনি আমাদের চিকিৎসা করতে পারেন। কিন্তু হাসপাতালে যাবার মতো অসুস্থ হলে কূটনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রুশ হাসপাতালে—পলিক্লিনিক-এ যেতেই হবে। সেখানে রোগীকে ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রাখার পর থেকে রোগীর ভিন্ন সত্তা বলে আর কিছু থাকে না।

রাশিয়ায় হাসপাতাল চিকিৎসার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না বলেই সাধারণের একটা ধারণা আছে, কিন্তু আমাদের থাকবার, খাবার, চিকিৎসার—সব খরচই দিতে হয়েছিল। সর্ব্বসাকুল্যে এই জন্য দৈনিক ব্যয় ছিল ৪৫ ডলার। আমাদের ডাক্তার কিন্তু সেই বিপন্না তরুণীর বিপরীত কথাই আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন রুশ ডাক্তারদের চিকিৎসা-প্রণালী প্রায়শঃই উন্নত ধরণের কিন্তু হাসপাতালের জিনিসপত্রের একান্ত অভাব এবং ব্যবস্থা প্রকরণ একটু কাঠখোট্টা।

গত বসন্তে ওলন্দাজ উপদেষ্টার উপাঙ্গ বিদীর্ণ হয় এবং তাঁকে রাত্রেই অতি দ্রুত হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দু'জন মেয়ে ডাক্তার দেড় ঘণ্টা ধরে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র ৪৫ মিনিটের জন্য তাঁকে জ্ঞানশূন্য করে রাখা হয়।

তীব্র যন্ত্রণায় তিনি যখন কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করছিলেন মেয়ে ডাক্তাররা তাঁকে চুপ করে শুয়ে থাকতে এবং বিশ্রাম নিতে বলেছিল। একজন তাঁকে বলেছিলেন: মনে মনে পুস্‌কিনের কবিতা আবৃত্তি করুন। ইতোমধ্যে তাঁরা তাঁর হাত পা টেবিলের সঙ্গে বেঁধে দিতে নার্সদের হুকুম করলেন।

ওলন্দাজ ভদ্রলোক আরও গল্প করলেন যে যখন তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছেন তখন তিনি তাঁর বন্ধুদের নানান ধরণের মার্কিণ সাময়িক পত্রিকা আনবার জন্যে বলেছিলেন। এই সব সাময়িক পত্রিকাগুলির ছবি দেখবার জন্যে সমস্ত ওয়ার্ডের নার্সরা ভীড় ক'রে আসতো তাঁর চারপাশে। তাঁর টেবিলে এক মহামূল্যবান সামগ্রী ফেলে গিয়েছিলেন—এক বাণ্ডিল নরম 'টয়লেট পেপার'। একটি নার্স টেবিল থেকে তা তুলে নিয়ে উৎসুক্য ভরে জিজ্ঞাসা করেছিলো: এটা কি? রুশদেশীয় টয়লেট পেপার লম্বা প্যাকেটে আসে। আমার মনে হয় নার্সটি কখনও মার্কিণ টয়লেট পেপার দেখেনি।

আমাদের সহকর্ম্মীরা অনেক সময় নিজেদের অথবা তাঁদের চাকর চাকরাণীদের জন্য রুশ ডাক্তার ডাকতেন। তাঁদের মুখে শুনেছি রুশ-ডাক্তারদের রোগ নির্দ্ধারণ ক্ষমতা প্রায়ই অব্যর্থ হলেও আধুনিক ঔষধ পত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না বলেই ঔষধ ব্যবসায়ীরা ডাক্তারের নির্দ্দেশমত ঔষধপত্র দিতে পারে না।

আমি যেন নিরোগ থাকি—মনে প্রাণে এই কামনাই আমি করি। পথঘাটের লোকেদের বেশ সুস্থ-সমর্থই মনে হয়—সম্ভবতঃ অসুস্থ ব্যক্তিদের আমরা দেখতে পাই না।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

নগরী আজ আবার শান্ত সমাহিত। গতকাল এই নগরকেই বিরাট বড় রেল ষ্টেশনের মতো মনে হচ্ছিল। গ্রীষ্মকালীন শিবির জীবন যাপন করে দলে দলে ছেলেমেয়েরা ফিরছিল। চারদিকেই ছেলেমেয়ের মেলা—কেউ একা, কেউ কেউ দলবদ্ধ হয়ে, কেউ বাপ-মা, ঠাকুরদার সঙ্গে। সমস্ত দোকানে প্রচণ্ড ভীড়—কাপড়ের দোকান, মনোহারী দোকান এমন কি নাপিতের দোকানেও। প্রত্যেক স্কুলের ছেলের মাথা কামানো, সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা বা ব্যয় সঙ্কোচ করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। প্রত্যেক স্কুলের মেয়ের বিনুনিতে নতুন ফিতে।

তাদের সবাইকে স্কুলে আবদ্ধ করে রাখা হয়—অন্ততঃ এদের অর্দ্ধেক তো বটেই। সংখ্যাধিক্যের জন্য সকাল-বিকেল ক্লাস করান যেমন আমাদের কোন কোন শহরে করে থাকি। পাওনিয়ার ও জুনিয়ার-এর একটা গান আছে তা হচ্ছে; "ষ্ট্যালিন, আমাদের আনন্দময় শৈশব জীবনের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।" কিন্তু তাদের শৈশব জীবন আনন্দময় বলে মনে হয় না। রুশরা বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের ভারী ভালবাসে এবং বড্ড বেশী তাদের আদর দেয়।

নিজে যখন স্কুল দেখতে যাবার সুযোগ পেলাম না (আমার স্কুল পরিদর্শন করার অনুরোধ বিষয়ে আজও আমি কিছু শুনতে পাই নি) দূতাবাসের এক চাকরাণীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তার ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে। সে বললে সাত বছর থেকে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে সুরু করে এবং তারপরে পুরো সাত বছর সেখানে পড়াশোনা করে। বাপ-মায়েরা এই কারণেই বড় বড় শহর-বাজারে যেতে চায়, কারণ তারা অনুভব করেছে বড় বড় শহরে ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার বেশী সুযোগ-সুবিধা আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশপ্রার্থীদের নানারকম ভাবে নির্ব্বাচন করা হয়। কেউ স্থান পায় প্রতিভার জন্যে, কেউ কেউ বা আবার দলীয় প্রভাবে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে যাদের শিক্ষামান সাধারণ স্তরের অথবা তার চেয়েও নীচে, তাদের সাধারণ লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা না করে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়ে দেওয়া হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে যারা বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে তারা শিল্প-শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হওয়ায় অনুমতি পায়।

যুদ্ধের ফলে যে সকল শিশু অনাথ হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে থেকেই এখন নতুন নৌ-শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। অনাথ শিশুদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ আদর্শগত বা বংশগত কোন বন্ধন না থাকায় এরাই রাজনৈতিক দলের হাতে ক্রীড়ানকে পরিণত হয়।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যদিও যক্ষ্মা অথবা বাত-ব্যাধিতে আক্রান্তের কোন হিসেব নেই। প্রকৃত পক্ষে কোন বিষয়েই এদের কিছু হিসেব নিকেশ নেই। ছেলেমেয়েদের মোটাসোটা বলে মনে হয় না, গায়ের রং প্রায়শঃই পিঙ্গল, কিন্তু তাদের বাপ-মায়ের মতই তারা বেশ শক্ত-সমর্থ।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

আমাদের দেশে আমাদের নিয়ে কিছু জনরবের সৃষ্টি হবে। গত সন্ধ্যায় আমি ও ড্যাড্ সোভিয়েট কর্ত্তাব্যক্তিদের মধ্যে বসে থেকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এদিন ছিল বুলগেরিয়ার জাতীয় ছুটীর দিন। সে দেশের রাষ্ট্রদূতী মেট্রোপোল হোটেলে সমস্ত কূটনৈতিক কর্ত্তাদের এক বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করলেন। ভদ্রমহিলার মাথার চুল খাড়া খাড়া, তীক্ষ্ণ সূচালো গোঁফ, কড়া বিপ্লবীর চোখ। তাঁর মাথা থেকেই এই বিরাট ভোজ দেবার মতলবটা গজিয়েছিল।

আমাদের বাড়ীতে রজারের কয়েকজন তরুণ বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল এবং সেই জন্যেই এই উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের আসতে কিছুটা দেরী হয়ে গেলো। আমরা যখন পৌছলাম তখন অতিথি অভ্যাগতেরা সান্ধ্যভোজ-গৃহে। ইতালীর ও ব্রিটিশদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমি চলতে চলতে দাঁড়ালাম। ড্যাড্ রাষ্ট্রদূতীর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে টেবিলের মাথার কাছে গিয়ে হাজির হলো। এক মিনিট পরেই সে ফিরে এসে তার অনুগমন করবার জন্যে আমাকে ইঙ্গিত করলো। পরে রাষ্ট্রদূতীর টেবিলের ধারে দুটি খালি জায়গা দেখিয়ে বললে নিমন্ত্রণকারিণী ওখানে বসবার জন্যে আমাদের অনুরোধ করেছেন।

ঘরের অপর প্রান্ত থেকে বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমাদের সহকর্ম্মীরা আমাদের নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাকিয়ে দেখি গ্রোমিকো আমার পাশে আসন গ্রহণ করেছেন। তাঁর পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন যে তিনি সুপ্রীম সোভিয়েটের সেক্রেটারী। তারপর ভিসিনস্কিকে সঙ্গে করে রাষ্ট্রদূতী উপস্থিত হলেন। তারপর এলেন অশ্বারোহী সেনাদলের অধ্যক্ষ মার্শাল বুডেনী লম্বা গোঁফ নিয়ে। আমাদের বিপরীত দিকে নামগোত্রহীন কর্ত্তাব্যক্তিরা। রাষ্ট্রদূতীর বিপরীত দিকে বিখ্যাত নর্ত্তকী লেপশিনস্কায়া।

রাষ্ট্রদূতী উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন, আমরা কেউ বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। ড্যাড্ আমার ওপর থেকে ঝুঁকে গ্রোমিকোকে বললেন: মন্ত্রীমশাই, আমাকে অনুগ্রহ করে সতর্ক করে দেবেন, আমেরিকায় কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছি না তো?

গ্রোমিকো স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন: ভদ্কা খেলেই তা হবে—এটা বড্ড কড়া। এটা সাদাসিধে অতি সাধারণ মদ।

ঘরের অপর প্রান্তে আমি দেখতে পেলাম দুজন সংবাদদাতা আমাদের দিকে ভয়চকিত চোখে চেয়ে আছে এবং আমাদের সহকর্ম্মীরা নিজেদের নীচুগলায় ফিসফাস করতে আরম্ভ করেছে। এটা আমার কাছে ভারী কৌতুককর বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের টেবিলে আর কোন রাষ্ট্রদূত নেই, আর হোমরাচোমরাদের একজনাও নেই।

আমরা উঠবার উদ্যোগ করতেই মার্শাল বুডেনী শুভেচ্ছা জানাবার জন্য ড্যাডের কাছে এগিয়ে এসে বললে: একজন সৈনিক অপর একজন বিখ্যাত নৌসেনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

মস্কোর ভোজসভাদিতে আমরা এইটুকুই আশা করেছিলাম: মাছের ডিম, অত্যন্ত ঠাণ্ডা স্যামন, চমৎকার বরফ; আঁটসাট পোষাক পরা সোভিয়েট মন্ত্রীর দল···কারও পরণে পাটহীন বাদামী রঙের স্যুট, গলায় টাই নেই; বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রদূতীর পরণে কালো পোষাক, লাল রিবন, বুকের ওপর একটা তারকা চিহ্ন;···মার্শালদের পরণে নীল রঙের পোষাক, বুকের ওপর সারি দিয়ে মেডেল ঝোলান—মনে হয় বাগানে যেন বাঁধাকপির সার; নর্ত্তকীর পোষাক তেমন ভাল নয় কিন্তু কানে তার চমৎকার হীরের দুল।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এই উৎসব অনুষ্ঠান আমি বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করেছিলাম। যদিও এই লেখার পরেই আমেরিকার সঙ্গে বুলগেরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

আমাদের পূর্বেকার ভোজদাত্রী এবং আমরা কেউ কারুর সঙ্গে আর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করি না।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

অবশেষে আমরা ক্রেমলিনে এসে হাজির হলাম। আমাদের এই ক্রেমলিন সফর ব্যবস্থা এর আগেই করা হয় নি বলে আমি খুশী, কারণ রুশ দেশের শিল্প ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। ক্রেমলিন পরিদর্শন করতে গেলে অনেক আগে থেকেই আবেদন করতে হয়—পরিদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের তালিকা পররাষ্ট্র বিভাগে পেশ করতে হয়। রুশ জনসাধারণের জন্য যাদুঘরের দ্বার উন্মুক্ত নয় এবং ক্রেমলিনের চৌহদ্দী একেবারে বন্ধ এবং সব সময়েই কড়া রকমের পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে।

ড্যাড্ দলবল নিয়ে নিজের গাড়ীতে করে পুরোভাগে যেতে লাগলেন বলে ক্রেমলিন গেটের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে দেওয়া হলো। সাধারণতঃ সমস্ত বেসরকারী দর্শকদের পায়ে হেঁটে প্রবেশ করার রীতি। মোটর করে গেটের ভিতর দিয়ে যাবার চিন্তাই আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। বাইরে থেকে আমি প্রায়ই এই ৬০ ফুট উঁচু প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

একটি মহিলা গাইডের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো, ধূসর ইউনিফর্ম-পরা পররাষ্ট্র বিভাগের এক প্রতিনিধিও এলেন। ড্যাডের সশস্ত্র চারজন রক্ষীর সঙ্গে আরো তিনজন গুপ্তচর সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে রইল।

ক্রেমলিনের ভিতরকার বাড়ীঘর এবং সমস্ত কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মাজা-ঘসা, পালিস করা—সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে এই একটি মাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সযত্নে রক্ষিত স্থান দেখেছি।

আমাদের বড় স্কোয়ারের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। এর চারদিকে তিনটি খুব বড় গির্জ্জা এবং আইভ্যান ভেলিকির বড় ঘণ্টাওয়ালা গম্বুজ।

গির্জ্জাগুলিতে মেরামতির কাজ হচ্ছিল বলে আমাদের এর ভেতরে ঢোকবার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

গর্ব্বের সঙ্গে গাইড আমাদের জারের কামান দেখালো। এতো বড় কামান নাকি পৃথিবীতে আর কখনো তৈরী করা হয় নি; অবশ্য সে স্বীকার করলো এই কামান থেকে গোলাও কখনও ছোঁড়া হয় নি। তেমনি গর্ব্বভরে সে আমাদের দেখালো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঘণ্টা, যদিও আবার সে স্বীকার করলো যে এই ঘণ্টা কখনও বাজানো হয় নি।

প্রকাণ্ড প্রাসাদটি ১৮৩৮ সালে নির্ম্মিত হয়েছিলো এবং সে যুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। সারাটোগায় ইউনাইটেড স্টেটস হোটেলের কথা আমার মনে পড়ে গেল। এর আসবাবপত্র সেই যুগের। অবশ্য খুব উঁচু দরের—সোফা আর চেয়ারগুলি সাটিন আর উজ্জ্বল রেশমী কাপড়ে মোড়া, ছোট ছোট কাজ করা টেবিল, রোজউড পিয়ানো, সুন্দর কাজ করা মিউজিক ষ্ট্যাণ্ড, গোল গোল আসন—তাদের মধ্য দিয়ে তাল জাতীয় বৃক্ষ আত্মপ্রকাশ করেছে—আমাদের সুবিধার জন্য সমস্ত কিছু শত শত শ্বেত স্ফটিকের দীপালোক অপূর্ব্বভাবে আলোকিত করা হয়েছিল।

এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ শেষ হবার পর জার কদাচিৎ তা ব্যবহার করতেন। রাজ্যাভিষেক এবং রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন উপলক্ষ্য ব্যতীত মস্কোয় বড় একটা আসতেন না। একটার পর একটা প্রতিটি ঘর দেখলে মনে হয় কেউ এতে কোন দিন বাস করে নি, স্পর্শ করে নি কেউ এর আসবাবপত্র—সমস্ত কিছুই পরম যত্নের সঙ্গে সাজানো এবং নতুন বলে মনে হয়—মনে হয় গৃহ সজ্জাকররা যেন এই মাত্র ঘর ছেড়ে চলে গেছে! একটা জিনিষ আমাদের প্রত্যেকের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। প্রত্যেক ঘরেই রয়েছে একটা করে দেওয়াল ঘড়ি এবং প্রত্যেকটি ঘড়িই

ঠিক মতো চলছে। অদ্ভুত ঘড়ি এগুলি—চাঁদ আর তারা তাতে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই ঘড়ি থেকেই মিনিট, ঘণ্টা, মাস এবং বছর অতি সহজে বোঝা যায়। মৎস্যকন্যা আর নর্ত্তকীরা এর মুখের ওপর দিয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—ক্ষুদে ক্ষুদে ড্রাম বাদকরা এসে সময় ঘোষণা করছে তাদের ড্রাম বাজিয়ে। সারা পৃথিবীর কোথাও যখন ঘড়ি মেরামত-কারীদের দেখতে পাওয়া যাওয়া যায় না—এটা নিশ্চিত তাদের ক্রেমলিনের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে!

প্রাসাদ থেকে আমরা গেলাম যাদুঘরে। এখানে রাজকীয় ধনসম্পদ কাচে ঢাকা আধারে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে রাজমুকুটের হীরা জহরতের দেখা মিলল না, কিন্তু রূপা আর সোনার থালা, বহুমূল্য পাথর-খচিত গির্জ্জার দ্রব্য সামগ্রী, চমৎকার এনামেলের বাসনপত্র চমৎকার কাজ করা, এবং সর্ব্বশেষে একটি অতি করুণ ও হৃদয়-বিদারক নিদর্শন—কতকগুলি ডিমভর্ত্তি বাক্স। সর্ব্বশেষ জার তাঁর রাজকীয় পরিবারের প্রত্যেককে ইষ্টারের সময় যে ডিমগুলি উপহার দিয়েছিলেন, তা এই বাক্সে ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছে। সাম্রাজ্ঞীর বিষাদমাখা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করার জন্য এগুলি তৈরী হয়েছে। এই ডিমগুলির প্রথমটি দর্শনে সম্রাজ্ঞী বিস্মিত হয়েছিলেন। এই উপহারের সাফল্যজনক কার্য্যকারীতা দেখে সম্রাট খুব খুসী হয়েছিলেন এবং প্রতি বছর তা তৈরী করার নির্দ্দেশ দেন। ফলে ডিম প্রস্তুত-প্রণালী আরো সূক্ষ্ম ও সুন্দর হয়ে ওঠে। রাজকীয় সোনা ও হীরা জহরতে তৈরী রাজকীয় প্রমোদ-তরীর একটি নিখুঁত মডেল একটার মধ্যে দেখা গেল। আর একটা থেকে বেরিয়ে এলো একটি ছোট্ট সোনার রেলগাড়ী—জারের নিজস্ব রেলগাড়ীরই অনুকৃতি। ছোট্ট একটি সোনার চাবি দিয়ে তাতে দম দেওয়া যায়। আর একটি ফুলের মতো বিকশিত হয়ে পড়লো এবং তার প্রতি পাপড়িতে রাজপরিবারের

ছেলেমেয়েদের হীরাজহরতে মোড়া ছবি। এই সমস্ত ডিমগুলি তৈরী করেছিল রাজ-স্বর্ণকার ফেবারেজ—সর্ব্বশেষ এবং সম্ভবতঃ সব চেয়ে আকর্ষনীয় ছিল চারটে কামানের গোলার ওপর বসান ডিমটি। সোনা এবং বন্দুক নির্মাণের ধাতু দিয়ে এটি তৈরী। তারিখ লেখা রয়েছে ১৯১৭ সাল।

সম্ভাব্য সব কিছু দেখার শেষে গাইড ছোটখাট রকমের একটা বক্তৃতা করল। জর্জ মর্গান তা ভাষান্তরিত করে দিলেন। "এই সমস্তই—একদিন জারের সম্পত্তি ছিল, আর আজকে তা রাশিয়ার জনগণের অধিকারে। এই ধনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উপভোগ করার অধিকার তাদেরই।"

হ্যাঁ—তারা ভালভাবেই রক্ষণাবেক্ষণ করে বটে কিন্তু জনসাধারণ তা উপভোগ করার সুযোগ কদাচিত পেয়ে থাকে। সেদিন যাদুঘরে একমাত্র আমরাই দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। সম্ভবতঃ এগুলি দেখতে মাসে পঞ্চাশ জনের বেশী লোক আসে না—তারাও আবার বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত দর্শক—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশীরা অধিকারের চেয়ে সৌভাগ্য হিসেবে এখানে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়।

৬ই নভেম্বর, ১৯৪৯

৭ই নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্যে সারা শহরে দারুণ ব্যস্ততা। সর্ব্বত্রই লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। সমস্ত দোকানের জানলায় লেলিন আর ষ্টালিনের প্রতিকৃতি ফুলভারে সুসজ্জিত করে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে। বেসরকারী বাড়ীগুলির সামনে তাঁদের বিরাট দীর্ঘ প্রতিকৃতি উঁচু করে টাঙ্গান হয়েছে। রেড স্কোয়ার রঙে যেন উজ্জল হয়ে উঠেছে—লেনিনের সমাধি স্তম্ভের সামনের বাড়ীগুলির সমস্ত-টুকুই লাল পতাকা দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভক্তি

শ্রদ্ধাবনত চিত্তে একদল মেয়ে স্মৃতি-স্তম্ভটি হাত দিয়ে পালিশ করছে আর নীল রঙের টুপি মাথায় দিয়ে রক্ষী পুলিস তাদের সতর্ক ভাবে পাহারা দিচ্ছে। সিঁড়িগুলির ওপরে কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পার্টির হোমরা চোমরা কর্তারা তার ওপর দিয়ে সমাধিস্তম্ভের একেবারে শীর্ষদেশে আসতে পারে। এখানেই ষ্ট্যালিনের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁরা কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করবেন।

৭ই নভেম্বর, ১৯৪৯

সকাল আটটায় আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলাম। ঠিক সময় যাতে আমরা মোখোভায়াতে উপস্থিত হ'তে পারি সে জন্যে ন'টায় বাড়ী থেকে বার হলাম। ভারী ফার কোট গায়ে চাপিয়ে আমাকে একটু বেশী রকমের মোটা এবং চীন দেশের ঠাকুরমা'র মতো দেখাচ্ছিল।

তিনবার আমাদের গতিরুদ্ধ করতে হলো আমাদের পরিচয়পত্র আর অনুমতিপত্র দেখাবার জন্যে। ড্যাডের সশস্ত্র প্রহরীদের পর্য্যন্ত তা দেখাতে হয়েছিল।

জনসাধারণের ঘটনা হলেও তথাকথিত 'স্বতস্ফূর্ত্ত আন্দোলন' ছাড়া সাধারণে এ ব্যাপারে যোগ দিতে পারে না। রক্ষী সৈনিকরা থাকি রঙের পশমের পোষাকে এবং নীল রঙের টুপি মাথায় দিয়ে সেই প্রকাণ্ড শূন্য স্থানের চার পাশ ঘিরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তাদের অতিক্রম করে লেনিনের স্মৃতিস্তম্ভের বাম দিকের স্থায়ী পাথরের বেঞ্চির প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। বেঞ্চিগুলির দু'দিকেই বসবার আসন আছে।

স্কোয়ারের অপর দিকে লাল ফৌজের সৈনিকরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে—ব্যাণ্ডবাদক দল মাঝখানটিতে সমবেত হয়েছে। ক্রেমলিনের ঘড়িতে দশটা বাজলো। পলিট্‌ব্যুরোর সভ্যেরা কালো ওভারকোট আর

মাথায় টুপি দিয়ে পাশের প্রবেশপথ দিয়ে বেরিয়ে এলো এবং স্মৃতি স্তম্ভের শীর্ষদেশে যাবার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। এখানে তারা সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধমন্ত্রী এলেন অশ্বারোহনে, ঘোড়া থেকে নেমে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তোপধ্বনির সাহায্যে শ্রদ্ধা অভিবাদন জানান হ'ল এবং অসংখ্য ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজতে লাগলো। পলিট্‌ব্যুরোর সভ্যেরা ছাড়া আর সবাই মাথার টুপী খুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই একই উদ্দেশ্য—নিজের স্বাস্থ্য কামনা যেন নিজে না করতে হয়।

কুচকাওয়াজ সুরু হলো। সারা রাশিয়ায় সবচেয়ে ভালো জুতো সকল শ্রেণীর সৈনিকদের পায়ে দেখতে পাওয়া যায়। পাথরের মেঝেতে এই সমস্ত বুট জুতোর আঘাতে যে শব্দ উত্থিত হচ্ছিল তা অবশ্য প্রীতিপদ নয়। কুচকাওয়াজ করবার সময় রুশদের পদবিক্ষেপ বা কুচকাওয়াজের ভঙ্গি জার্মানদের মতো—মাটির ওপর পা এত জোরে ঠোকা হয় যে, কুচ-কাওয়াজরত সৈনিকদের গালের মাংসগুলো থর-থর করে কেঁপে ওঠে।

সামরিক কুচকাওয়াজ এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট ধরে চললো এবং তারপর সুরু হলো বে-সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি, কল কারখানার শ্রমিক সংঘগুলি, খেলাধূলার সংস্থাগুলি এবং বিদ্যার্থীদের প্রতিনিধিদের কুচকাওয়াজ। সবরকম রঙের সিল্কের পতাকাগুলি এই সব কুচকাওয়াজ-রত মানুষদের মাথার ওপর দিয়ে বন্যার স্রোতের মতো যখন আসতে সুরু করলো তখন দেখবার মতো একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হলো।

সামরিক কুচকাওয়াজের সমাপ্তির সঙ্গেই রক্ষী পুলিশ সেই সারবন্দী মানুষদের পাঁচজন করে ভাগ করে আলাদা লাইন করে দিলো। পুলিশদের সামনে দিয়েই প্রতি পাঁচজন করে বেরিয়ে যেতে লাগলো—কুচকাওয়াজরত সোভিয়েট স্বদেশভক্তদের প্রতিটি পদক্ষেপ যাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করা যায়—সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমরা আধঘণ্টা ধরে দেখবার জন্যে রয়ে গেলাম। ড্যাডের দেহরক্ষীদের প্রহরায় আবার মোখোভায়া স্কোয়ারের দিকে ফিরে যেতে সুরু করলাম। কুচকাওয়াজ বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে বিকেল অবধি চলতে লাগলো। সন্ধ্যাবেলায় রাজপথে নাচ হবে আর হবে আলোক সজ্জা ও আতস বাজী পোড়ান।

৯ই নভেম্বর, ১৯৪৯

ঠাণ্ডায়, তুষারে আর বৃষ্টিতে বেড়াবার জন্যে আমি সবরকম পদা-ভরণের ব্যবস্থা করেছি কিন্তু তাতেও স্বস্তি পাচ্ছি না। দেশে থাকতেই আমি এই সবগুলো কেনা-কাটা করেছিলাম—শীতকালীন মস্তক-আবরণী কেনবার জন্যে এখানে আমায় অপেক্ষা করে থাকতে হলো।

গতকাল আমি খুব চমৎকার একটা রুশদেশীয় টুপি কিনলাম। আমার ধূসর রঙের কোটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিলাম এই গোল ফারের পাগড়ী। এটা মাথায় দিয়ে আমাকে অনেকটা এ্যানা-কারেনিনার মায়ের মতো দেখাচ্ছিল। মাথায় এটা বেশ আঁটসাঁট থাকে আর বেশ গরমও লাগে। বাতাস আর ঠাণ্ডা থেকে এ আমায় রক্ষা করবে। 'সুজী'র হয়তো এটা পছন্দ না হতেও পারে, আমার কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে।

এলেন মরিস আমাকে মোষ্টর্গ নিয়ে গেলেন—এটা মস্কোর The B. Altman Marshall Fields। দোকানে প্রচুর ভীড়—আমরা ঠেলে ঠুলে ভেতরে ঢুকলাম। আমার পছন্দ দেখে মেয়ে-দোকানী ভারী নিরাশ হলো। সে ভেবেছিল এর চেয়েও সুন্দর কোন জিনিস আমি কিনবো। যেটা আমি পছন্দ করেছিলাম আমাদের দেশীয় টাকায় তার দাম হবে সাড়ে ৩২ ডলার—এটাকেই বেশ দামী বলে আমি মনে করেছিলাম। পরে আমি লক্ষ্য করলাম সব মেয়েরাই আমায়

নির্ব্বাচিত টুপিটাই চাইছে। বিলাসিনী বিদেশিনী একটা নতুন পথের নিশানা দিয়ে গেলো!

এখানে মেয়েদের মাথাকে আবৃত রাখা খুব জরুরী ব্যাপার বলে মনে করা হয়। গ্রীষ্মকালে তরুণীদের মাথা অনাবৃত থাকলেও মাথায় রুমাল বেঁধে ভদ্রতা ও সুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়—নগ্ন মাথায় কোন বৃদ্ধাকে সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ এটা আদি প্রাচ্য প্রভাব থেকে এসেছে।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪৯

ড্যাডের জানালার বাইরে তাপমানযন্ত্রে তাপমাত্রা শূন্য থেকে ৮ অথবা ১০ ডিগ্রি ওপরে স্থির রয়েছে। শহরে তুষার পড়া সুরু হয়েছে। এই তুষারই মস্কোর ধূলিমলিন অপরিচ্ছন্নতাকে দিয়েছে ঢেকে। গ্রামাঞ্চলে দৃশ্যাবলীতে এনে দিয়েছে নূতন আলোর ধারা। গীর্জাগুলিকে নতুন করে রঙ করলে এবং চূড়াগুলিকে সোনালী রঙ করে দিলে কি চমৎকারই না দেখাতো!

গত শনিবার আমরা বড় গির্জায় গিয়েছিলাম। রুশীয় গির্জাগুলিতে বসবার কোন জায়গা নেই এবং ভীড় আর ঘেঁসাঘেঁসিতে জনসাধারণের দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বৃদ্ধ নরনারীর মধ্যে বৃদ্ধাদেরই ভীড় বেশী। কিন্তু আমি যা মনে করেছিলাম তার চেয়েও বেশী বুড়ো লোকের সমাবেশ গির্জ্জার মধ্যে ঘটেছিল। সবাইকে ভক্ত বিনম্র বলে মনে হয়েছিল। অত্যন্ত গরীব এবং দরজার কাছে একদল হতভাগ্য ভিক্ষুকের ভীড় যেন সমস্ত দৃশ্যের একটি অখণ্ড অংশ বলে মনে হয়েছিল।

পর্দ্দার অন্তরাল থেকে সুরু হলো উপাসনার কাজ—উপস্থিত জনসাধারণের সঙ্গে এর কোন প্রত্যক্ষ যোগ রইল না। সঙ্গীতের যেন

বিরাম নেই, প্রথমতঃ সুরু হলো গির্জ্জার একটা প্রান্ত থেকে কখনো সুউচ্চ বারান্দা থেকে এবং কখনো বা অন্য কোন স্থান থেকে—আশ্চর্য্য গায়ক দল—বেতাল ও সুরহীন সঙ্গীত। স্বর্ণ ও সম্ভার দেখাবার প্রচেষ্টাটা যেন বড়ো বেশি উগ্র রকমের—প্রতিকৃতির ওপর প্রতিকৃতি—এদের মধ্যে অধিকাংশই শিল্প-চাতুর্য্যের দিক থেকে অত্যন্ত খেলো ধরণের। প্রকাণ্ড বাতিদান আর মোমবাতি—চারিদিক আলোয় উদ্ভাসিত।

সম্ভবতঃ এই উত্তাপ, আলো আর সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে জনসাধারণ এখানে ভীড় করে—বিশেষ করে যারা পয়সা খরচ ক'রে সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে না। সেই জন্যে গির্জ্জা কখনও এখানে জনশূন্য থাকে না। সপ্তাহে কয়েকবার গির্জ্জায় উপাসনা হয়ে থাকে। আমরা যেমন ভীড় দেখেছি—সর্ব্বদাই তেমনি ভীড় থাকে। জন সাধারণের ধর্ম্ম-ভীরুতার সুযোগ রুশ সরকার গ্রহণ ক'রে তাদের ঐ চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে পরিচালিত করেছে লেলিন-ষ্ট্যালিন এবং পার্টির মতবাদের দিকে।

শিল্প-সংস্কৃতির সর্ব্বক্ষেত্রে ক্রেমলিনের তুহিন শীতল হাতের স্পর্শ তাকে নিজ প্রয়োজনমত রূপ দিয়েছে। সোভিয়েট একাডেমী অব কম্পোসারসের সঙ্গীত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্ব্বে আমি উপস্থিত জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এরা যেন বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত দর্শক—অধিকাংশ নরনারী ভাল সঙ্গীত বলতে কি বোঝায় তা তারা জানে। এ সঙ্গীত তারা নিজেরাই রচনা করেছে। আমাদের মতো পশ্চিমাদের কাছে অতীতে যারা রুশ-সঙ্গীতকে সমাদর করেছে—ভালবেসেছে, তাদের কাছে আজকের এই সঙ্গীত অত্যন্ত খেলো বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজ শিল্পকলাকে বারাঙ্গনাবৃত্তি করতে দেখা কি ভয়ানক রকমের মর্ম্মান্তিক! তাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার শোসটাকোভিচ-এর নতুন সঙ্গীত মূর্চ্ছনা শুনতে শুনতে তাদের মুখের চেহারা কি করুণ

হয়ে উঠেছিল! পলিট্‌ব্যুরোর বড়কর্ত্তাদের নেক-নজরে পড়বার বাসনাই এই সঙ্গীতকারের একমাত্র চেষ্টা হয়ে উঠেছিল। ষ্ট্যালিনের কর্ম্মধারার প্রতি, সঙ্গীতে অভিবাদন জানাবার জন্যে এই অনুষ্ঠান।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

স্কোয়ারের বাইরে প্রায় Breughel-এর দৃশ্য, অসংখ্য বাচ্ছা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে—মনে হচ্ছে সাদা তুষারের ওপর কালো কালো দাগগুলো যেন নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। রুশ জীবনের অনেকখানি শিশুরাই দখল করে থাকে। একবছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের পা আর বুক তুলো দেওয়া লেপ দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে ছেঁদে কাঠের বাণ্ডিলের মতো বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের গাড়ী কদাচিৎ দেখা যায়। সাধারণতঃ ঠাকুমা বুড়ীকে ছেলেমেয়ে কোলে করে নিয়ে যেতে দেখা যায়। কান্না থামাবার জন্যে বাচ্ছাদের মুখে চুষি-কাঠি দেওয়া হয়। আমি বাচ্ছাদের কান্না শুনেছি বলে আমার মনেই পড়ে না।

হাঁটতে পারে এমন বাচ্ছাদের গায়ে ফার কোট পরিয়ে দেওয়া হয়। এই কোটের ঝুল তাদের পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। ঢাকনা দেওয়া টুপীর তলা থেকে তাদের চক্‌চকে উজ্জ্বল চোখের চাউনিতে তাদের জন্তুদের মতো দেখায়। গতকাল একজনকে দেখলাম লাল রঙের ফার মোড়া—তাকে অনেকটা দেখাচ্ছিল Angora-র বিড়ালছানার মত। আর একজনকে দেখলাম নীলরঙের আলখাল্লার ধারে ধারে ফার দেওয়া —মনে হলো সে সোজা বোরিস গডুনোভ থেকে এসেছে।

এই সমস্ত শীতকালীন পোষাক আসাক ছেলে বুড়ো সকল শ্রেণীর রুশদেরই উপযুক্ত। পুরুষদের কেউ কেউ ফার-এর টুপি পরে—বিশেষ করে সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ত্তারা।

মেয়েরাও অনেকে ফার কোট পরে কিন্তু তাদের কোটের কাট-ছাঁট একেবারেই বাজে রকমের আর ফারগুলো দেখলেই বোঝা যায় একেবারে খেলো ধরণের।

রাস্তায় ট্রাউজার-পরা কোন মেয়েকে আমি কখনও দেখিনি। শীতকালে এই ধরণের পোষাকে উত্তাপের বেশ আমেজ পাওয়া যেত এবং সব দিক দিয়ে শীতের উপযুক্ত পোষাক হত। কিন্তু আমার মনে হয় অতি সতর্ক ও বিচক্ষণ সোভিয়েট কর্ত্তারা তা পরবার অনুমতি দেবেন না। রাস্তায় যে-সব মেয়ে শ্রমিক কাজ করে তারাও স্কার্ট পরে। লম্বা চুল রাখাও এখানকার রীতি।

অধিকাংশ যুবতী মেয়েই বিনুনী বাঁধে নানারকম ফিতে-টিতে দিয়ে—নর্ত্তকীরাও আঁটসাঁট করে খোঁপা বেঁধে চিরুণী ব্যবহার করে।

যাত্রা থিয়েটারে দেখা যায় মেয়েদের খুব জাঁকজমক করে বহুমূল্য পোষাক-আসাক পরে এসেছে—অবশ্য রুশীয় জীবনযাত্রার মানানুসারে। তারা কদাচিত লম্বা ফ্রক পরে কিন্তু তাদের স্কার্টের ঝুল সাধারণের চেয়েও একটু অতিরিক্ত রকমের বেশী এবং এই স্কার্টগুলি হয় সাটিন না হয় ভেলভেটের। এগুলির রঙ হবে কাল, অথবা হাল্কা নীল অথবা মদ-রঙের এবং তাদের ঘাড়ের ওপর রূপালী রঙের ফার অবধারিতভাবে ঝুলতে থাকবেই।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

বাইরের পৃথিবীকে ধূসর দেখাচ্ছে। সমস্ত তুষার গ'লে জল হয়ে গেছে—অল্প সল্প এখানে ওখানে জমে অপরিষ্কার বরফে পরিণত হয়েছে। আশা করছি বড়দিনের সময় আবার নতুন করে তুষারপাত ঘটবে—শীতের কোট ছাড়া মস্কোকে কেমন যেন বিষণ্ণ ও শূন্য দেখায়।

এখানে বড়দিনে কোন উৎসব হয় না, কিন্তু নববর্ষের উৎসব হয়,

কারণ সোভিয়েটরা সরকারী ভাবে খৃষ্টীয় উৎসব পালন একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। 'খ্রীসমাস-ট্রি' আর নেই, শুধু মাত্র 'নিউ ইয়ার্স-ট্রি' আছে। আগামীকাল আমি বাজার করতে যাচ্ছি। আমাদের নিজেদের বৃক্ষটিকে সাজান গোজানোর জন্যে কিছু কেনা-কাটা করতে হবে। এই বৃক্ষটিকে রাখা হবে স্প্যাসো হাউসের বড় হলটার শেষ প্রান্তে। এই বাড়ীর অন্যান্য সব কিছুর মতো এটাকেও বৃহৎ আকারের করতে হবে মানানসই করবার জন্যে।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯

আমরা বড়দিনে তুষারপাতের আশা করেছিলাম। এবং সত্যই খুব ঘন তুষারপাতই হলো। গতকাল অনেক রাত্রে এবং আজ ভোরে বাড়ীর চাকর চাকরাণীরা শাবল আর কোদাল নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি, চাঁচাচাঁচি ও পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেলো। কারণ আইনে আছে যে তুষারপাত হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পথ আর গলিঘুঁজি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে সভাপতি মাও (চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে-তুং—সম্পাদক) ২১শে ডিসেম্বর ষ্ট্যালিনের সপ্ততিতম জন্ম উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্যে এখানে রয়ে গেছেন কিন্তু খুব সতর্কতার সঙ্গে মস্কোতে তাঁর উপস্থিতির সামান্য বিজ্ঞপ্তি এবং প্রাচীরপত্রে সোভিয়েট ও চীনা তরুণদের সুদৃঢ় বন্ধুত্বের প্রচার ছাড়া মাও-য়ের উপস্থিতি সম্পর্কে আর কিছুই ফলাও করে প্রচার করা হয় নি।

আমরা শুনলাম ব্যালে নৃত্যের একটা বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে 'রেড পপী' আগামীকাল রাতে 'বলশয়'তে হবে। সেখানে পার্টির বড় বড় চাঁইরা উপস্থিত হয়ে ষ্ট্যালিন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের নতুন ঘাঁটির শাসককে সম্মান প্রদর্শন করবেন।

'রেড পপী'র কাহিনী রচিত হয়েছে আফিঙের ব্যবসা এবং আমেরিকা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ওপর ভিত্তি করে। এটা নতুন ব্যালে নয়। চীনা জনসাধারণের অধঃপতনের ওপর জোর দিয়েই এর কাহিনী ইতিপূর্ব্বেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু যারা পুরাতন এবং নতুন দুটিই দেখেছেন তাঁদের মত হচ্ছে পুরাতন কাহিনীকে নতুন করে লেখা হয়েছে এবং গল্পকে এমন ভাবে খাড়া করা হয়েছে যাতে এর আদর্শ সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়। আমেরিকানরা চিত্রিত হয়েছে সবচেয়ে 'বদমায়েস' হিসাবে এবং আফিঙের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের কাজ। কাঠের বাক্সে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত" নামাঙ্কিত ক'রে এবং কুলী-কামীনদের দিয়ে তা বহন করিয়ে এটা খাড়া করা হয়েছে।

আমাদের ব্যক্তিগত জয়ের তালিকায় আর একটি জয় তালিকাভুক্ত হলো। গত শনিবার সপরিবারে গ্রোমিকো আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে এলেন। আমরা তাঁদের বসবার ঘরে অভ্যর্থনা জানালাম। বসবার ঘরের রঙটি স্নিগ্ধ নীল—চুল্লীতে বেশ গনগনে আগুণ ছিল আর ছিল দেয়ালের দিক ঘেঁসে সাজান ককটেল, শেরী আর বিলিতি-বেগুণের চাটনি। কেবলমাত্র প্যাসটোয়েভ এক গ্লাস শেরী গ্রহণ করলেন কিন্তু গ্রোমিকো-পরিবারের সকলে বিলেতি-বেগুণের চাটনিতেই খুসী রইলেন।

প্যাসটোয়েভ সরকারী দোভাষীরূপে পররাষ্ট্র বিভাগের কোর্তা পরেছিলেন। গ্রোমিকোর পরণে কালো স্যুট। মাদাম গ্রোমিকের মাথায় ছোট ফারের টুপি, সঙ্গে গরম পোষাক। খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রচুর ব্যয়ে এই পোষাক তৈরী করা হয়েছে। এই পোষাকের ষ্টাইলটা আমার ঠাকুরমা ফ্যানীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ১৯২০ সালে সাতাশী বছর বয়সে তিনি মারা যান। পোষাকটি সিল্কের, এমব্রয়ডারী করা

পদক দিয়ে মোড়া, হাতায় এবং গলায় ভেলভেটের পটি বসান এবং সমস্তটাই মৌমাছির আকৃতিবিশিষ্ট সোনা ও হীরার পিন দিয়ে আবদ্ধ করা।

গ্রোমিকো আমার ডানপাশে বসেছিলেন। তিনি খুব কমই আহার করলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ক্রেমলিনে মাও-য়ের সম্মানে প্রদত্ত উৎসব-ভোজে তাঁকে যোগ দিতে হবে। কিন্তু মাদাম গ্রোমিকো লাঞ্চ বেশ ভাল ভাবেই খেলেন এবং পার্টিটা বেশ ভাল ভাবেই উপভোগ করলেন।

কথাবার্ত্তাটা বিষয় ও ধরণের দিক থেকে সঠিক হলেও কেমন যেন একটু নিরস হলো। আমরা গ্রোমিকোর ছেলের কথা বললাম। সে রজারের সমবয়সী। সে কয়েকবছর তার মা বাবার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে ছিল। আমি তার মাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সে এখনও ইংরেজী শিখছে কিনা।

মাদাম গ্রোমিকো উত্তর দিলেন: তার পক্ষে ওটা ভারী শক্ত। কখনো কখনো সে নিজে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের সঙ্গেই ইংরেজীতে কথা বলে। মুসকিল কি জানেন—এখানে তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলার কেউ নেই।

বোকামীর একেবারে চূড়ান্ত! সাধারণ ক্ষেত্রে যে-কেউ তাঁকে বলতে পারতো 'তাকে এখানে আমাদের কাজে পাঠিয়ে দিন। রজার তার সঙ্গে আলাপ করতে এবং কথা বলতে পেলে ভারী খুশী হবে।' কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে এখানে মনে রাখতে হয় যে এখানে এই ধরণের কথা বলা অসম্ভব—অথবা স্বাভাবিক সাধারণ কিছু করা প্রায় অসম্ভব।

২১শে জানুয়ারী, ১৯৫০

গতকাল রাস্তায় আমার ও এলেনের মধ্যে সাক্ষাৎটি অদ্ভুত। অদ্ভুত এই কারণে যে সোভিয়েট নাগরিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের

সঙ্গে আলাপ করবে বা কথা বলবে তা একেবারেই অসম্ভব। আমরা গর্কী ষ্ট্রীট ধরে হাঁটছিলাম। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা বিকিকিনির প্রাণ-কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে রেড স্কোয়ারের দিকে চলে গিয়েছে। একটি সুন্দর স্ত্রীলোক এসে আমাদের সঙ্গে রুশভাষায় কথা বললে।

: আমি শুনেছি—আপনারা ইংরেজিতে কথা বলেন। কিন্তু আপনারা কি আমেরিকান?

এলেন উত্তর দিলো : হ্যাঁ, আমরা আমেরিকান।

: আমি প্রতিরাত্রে 'ভয়েস অব্ আমেরিকা' এবং 'বি-বি-সি' শুনতাম কিন্তু এখন আর কোনটাই আমার রেডিওতে পাই না। আমার এত দুঃখ হচ্ছে—অনুষ্ঠানগুলি সত্যি ভারী চমৎকার ছিল!

সে কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলো এবং তারপর এলেনকে বললে : আমি তোমাদের নতুন ও অদ্ভুত ওষুধের কথা শুনেছি। কিছু ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না বলতে পারেন? আমার এক ভাই আছে, যক্ষারোগে সে মরণাপন্ন। ডাক্তাররা বলছে এই ওষুধটা পেলে সে প্রাণে বেঁচে যাবে।

এলেন প্রত্যুত্তরে তাকে বললে যে দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে সহায়তা দেবার কোন উপায় আমাদের নেই। সেজন্য আমরা দুঃখিত—তাকে সহায়তা দেবার জন্যে আমরা যদি কিছু করতে পারতাম! কিন্তু তার ডাক্তারের এই ওষুধপত্র অন্ততঃ কিছু থাকা উচিত।

মহিলাটি প্রত্যুত্তরে শুধু বললে : আমি সব বুঝতে পারছি। সম্ভবতঃ কিছুকাল পরে আমাদের সুদিন আসবে।

সে এলেনের করমর্দ্দন ক'রে ক্লান্ত পায়ে চলে গেলো। এটা অত্যন্ত করুণ দৃশ্য। স্ত্রীলোকটির সত্যিই কিছু দরকার কিনা তা জানবার আমাদের কোন উপায় ছিল না। সে যদি প্রকৃতই বিপন্ন হতো তবু আমরা কিছু করতে পারতাম না। কারণ এই ধরণের সহানুভূতি

প্রকাশ তার এবং আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতো। কারণ আমরা জানি গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমাদের সর্ব্বদাই অনুসরণ করছে এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্তে সে নিজেকে দারুণভাবে বিপন্ন করেছিল।

আমরা দূতাবাসে ফিরে আসবার পর ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের মতো নতুন ওষুধ-পত্রের অবস্থা এখানে কেমন সে কথা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ঐ ওষুধটি এখানে বড় একটা মেলে না। তিনি শুনেছেন যে কাল বাজারে ১০০ রুবলে এক গ্রাম ওষুধ পাওয়া যেতে পারে। ফলপ্রসূ চিকিৎসার জন্তে অন্ততঃ চল্লিশ গ্রাম ওষুধ প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে ডলার বিনিময়ে ১০০ রুবলের মূল্য হলো ১২ ডলার ৫০ সেণ্ট; যে কোন রুশের কাছে ৪০০০ রুবল একটা সম্পত্তির মতো—কাজেই অর্থ থাকলেও চল্লিশ গ্রাম ওষুধ কেনা প্রায় অসম্ভব। সাধারণ ভাবেই এটা সহজে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, দুষ্প্রাপ্য ওষুধ-পত্র বিশেষ কয়েকজন ভাগ্যবানদের জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়—রাজনৈতিক জগতের যে যত ওপর তলার লোক, রোগমুক্তির আশা তার ততই বেশী।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০

অস্ট্রিয়া চুক্তি সম্পর্কে ড্যাড্ তাঁর সর্ব্বশেষ সাক্ষাতকারে গ্রোমিকোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : মন্ত্রী মশায়, আমাদের মধ্যে মতৈক্য হতে আর কতদিন লাগবে? কথাবার্ত্তা তো অনেক দিন ধরেই চলেছে।

গ্রোমিকো প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন : সময়ের ওপর আপনারা গুরুত্ব আরোপ করেন, তার ওপরেই এ নির্ভর করে।

রাশিয়ার সত্যকার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই। ভবিষ্যতে এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় এই সময়ের মূল্যবোধের কথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫০

আজকে মেয়েদের আমি নতুন কাজে রত দেখলাম—ময়লাবাহী গাড়ী তারা ভর্ত্তি করছে। ময়লা রাখার আধারগুলি খুব উঁচু, তাতে ভারী ঢাকনা দেওয়া। সমস্তগুলোই এক রকমের। এই সব দেখে আমার মনে হচ্ছে সহরকর্ত্তারা এগুলো সরবরাহ করেন অথবা ভাড়া দেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বড় এবং বহু কামরাবিশিষ্ট বাড়ীর সামনে আমি এই ধরণের ময়লা ফেলার পাত্র তিনটার বেশি বড় একটা দেখিনি। সম্ভবতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নে ময়লা খুব কমই জমে। ভাবুন একবার, আমি বাতিল করে দেওয়া তৈজসপত্র কখনও দেখিনি। তারা পুরোনো কাগজ নিয়ে কি করে?—সম্ভবতঃ পোড়ায়—উনানে আগুন দেবার জন্যে জ্বালানী হিসেবে ওরা এটা ব্যবহার করে।

বাড়ীর দরজার গায়ে ঝোলান নামের তালিকা একটু গুণে ও বিশ্লেষণ করে দেখলেই গৃহসমস্যার অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। আজ সকালে আমি একটা একতলা বাড়ীর সামনে দিয়ে গেলাম। এই বাড়ীটিতে সামনে দিকে পাশাপাশি আটটি জানালা আছে এবং পাঁচটা জানালা আছে ভেতর দিকে। বাড়ীর সদর দরজার ওপর একটি বোর্ডে বত্রিশ জনের নাম টাঙ্গান রয়েছে। আরো একটু দূরে এই ধরণের একটা ছোট্ট বাড়ীর পাঁচটা জানালা দেখলাম পাশাপাশি এবং তিনটে ভেতর দিকে। দরজার সামনে কুড়িজনের নামের তালিকা টাঙ্গান রয়েছে।

তরুণ-তরুণীদের বিবাহ ব্যাপারে প্রধান সমস্যা হচ্ছে গৃহে স্থান সঙ্কুলান সমস্যা। কারণ নিজেদের জন্যে পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করার কোন

সম্ভাবনাই তাদের নেই, যতদিন পর্য্যন্ত না তাদের পোষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বসবাস করার জন্যে স্থানের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তারা পারে। তবু তারা বিবাহ করে এবং কোনরকমে শালা-সম্বন্ধী বা তন্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নেয়।

আমাকে আমার একজন চাকর গল্প করে বলেছিলো যে কখন কখন এমনও ঘটে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্বামী নতুন বধূকে যে ঘরে বরণ করে আনে, তার পরিত্যক্তা স্ত্রী সেই ঘরেই একটা পর্দার আড়ালে বাস করতে থাকে। যদি সেই স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীর বাসযোগ্য কোন জায়গা না থাকে তাহলে তাকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা কিছুতেই যাবে না।

বিবাহ বিচ্ছেদের চালটা সোভিয়েট ইউনিয়নে হ্রাস পেতে সুরু করেছে। সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রগুলিতে পারিবারিক বন্ধন এবং ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য খুব শিশু বয়সেই নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাড়ীতে যাদের জন্য এ শিক্ষা ব্যবস্থা করা সম্ভব তাদের এটা দরকার হয় না। অবশ্য সরকারই নির্ব্বাচন করে দেবে কার জন্যে কি ব্যবস্থা করে দিতে হবে। নাচ শিখবে কে, কে ফরাসী বা ইংরেজীর পাঠ গ্রহণ করবে, কাকে পাঠাতে হবে কারিগরি শিক্ষালয়ে, কেইবা যাবে মাধ্যমিক স্কুলে আবার কেইবা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সবই ঠিক ক'রে দেবে সরকার।

ছেলে মেয়েরা যখন একেবারে বাচ্ছা থাকে তখনই তার মা বাবা তাদের বসবাস ও জীবনধারণের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং প্রচুর আদর যত্ন করেন। পরে তাঁদের মুখের চেহারা কৃশ ধরণের হয়। বারো তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট থাকে এবং তখনই তাদের জীবনের ওপর রাষ্ট্র এসে একেবারে চেপেচুপে বসে।

৩রা ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৫০

আমরা খবর পেলাম ২৩শে ফ্রেব্রুয়ারীতে মস্ত বড় বিমান আকাশ পথে এখানে আসবে যাতে ২৫শে তারিখে আমরা এ জায়গা পরিত্যাগ করে যেতে পারি। একরাত্রি আমরা জার্মাণীতে কাটাবো এবং তারপর ব্রুসেলস্-এ যাবো। আমি আশা করছি তিন দিনেই দর্জিকে দিয়ে আমার পোষাক আসাক তৈরী করে নিতে পারবো। দর্জিকে তৈরী হয়ে থাকার জন্যে ইতিপূর্ব্বেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

এখান থেকে বিদায় নেবার এখনও ঠিক দু'সপ্তাহ দেরী আছে। আজকে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। আশা করছি এই আবহাওয়ার উন্নতি ঘটছে যাতে এখান থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন বিঘ্ন না উপস্থিত হয়।

বড়দিনের সময়টা স্বদেশ পরিদর্শনে কাটবে এবং আগষ্ট মাসে রজারের বিদায় গ্রহণের সময় বাইরে হাঁফ ছাড়া যাবে—সব মিলিয়ে খুব খারাপ হবে না। ড্যাড্ সেদিন আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলো যে আমাদের এখানকার সফরের এক তৃতীয়াংশ প্রায় শেষ হয়ে এল। স্থানগুলো কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু স্বদেশ থেকে বহু দূরে অপরিচিত প্রদেশে পড়ে থাকা বড় ভয়ানক রকম মর্ম্মান্তিক ও দুঃখের। আমি বুঝতে পারছি এই দেশে এই আবহাওয়ার মধ্যে অতি দীর্ঘকাল অবস্থান করা মানুষের পক্ষে কি পীড়াদায়ক। আমি এদের জন্যে দুঃখ বোধ করলাম—বিশেষ করে আমাদের সহকর্ম্মীদের জন্য, যাঁরা এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে অবস্থান করছেন। রুশরা বিশেষ করে এঁদের সঙ্গে অত্যন্ত নোংরা ব্যবহার করে এবং অতি সামান্য

সাধারণ ব্যাপারে তাদের ক্ষুব্ধ বিরক্ত করে তাদের জীবন প্রায় দুর্বিসহ করে তোলে।

এখানে গোলমরিচ ভারী মহার্ঘ ও মূল্যবান বস্তু। আমাদের সেলাই ফোঁড়াই করতো যে মেয়েরা তাঁদের ভেতর একজন পারিশ্রমিক হিসাবে চেয়ে বসলো তিনটি বার সাবান এবং একটিন গোলমরিচ। একদিনের অতিরিক্ত সে কাজ করেছে কিন্তু এই সব জিনিষ পত্র পেয়ে তার আনন্দ দেখে মনে হলো সে বেশ ভালো মজুরী পেয়েছে। সাধারণ শ্রমিকেরা কাজের সঙ্গে একবেলা খেতে পায়। রুটি এবং মাংস আর তরী-তরকারী দিয়ে ঘন ঝোল। কাজটি কতটা দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ তার ওপর ঝোলের পরিমাণ নির্ভর করে।

ধোবার কাছে ধুতে দেয়া কাপড়-চোপড় থেকেই এখানকার অধিবাসীদের পোষাক আসাকের খাঁটি খবরটা পাওয়া যায়। মস্কোতে ধোবীখানায় দেখতে পাওয়া যাবে সূতীর রঙীন আন্তর্বাস। এটা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহার করে থাকে। দেখা যাবে মেয়েদের হাঁটু-অবধি লম্বা বাদামী রঙের কখন বা উজ্জ্বল নীল বা পাটকেলে-লাল রঙের ব্লুমার, গাদা খানেক চোকানো পাতলা সুতির ডিস আবরণী, কয়েকটা কাপড়ের টুকরো, দু' একটা টেবিল আবরণী আর অজস্র মোটা সূতীর জানালার পরদা। এর মাঝেই আবার দেখা যায় পুরুষদের কতকগুলি রঙিন সার্ট অথবা স্ত্রীলোকদের জার্সি।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০

এলেন মরিসের সঙ্গে আমি গতকাল প্রথম ভূগর্ভস্থ ট্রেণে ভ্রমণ করলাম। আগে একাই যাবো বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু ঠিক একা যেতে সাহস হলো না এবং তার উৎসাহ বাক্য আমার প্রয়োজন ছিল। রুশরা তাদের এই আন্তর্রেল নিয়ে কত না বড়াই করে।

স্বীকার করছি এটা মনে একটা ছাপ রেখে যায়। মার্ব্বেল এবং পাথরে ষ্টেশনগুলি ঝক ঝক তক্ তক্ করছে। স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন, কিন্তু তা আতিশয্যে আবিল। আলোকোজ্জ্বল খিলান কত না চিত্র বিচিত্র ব্রোঞ্জ-এর মূর্ত্তি। সমস্ত কিছুই ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়। সব কিছুই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়বাহুল্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে রাখা হয়েছে। ট্রেণে বেশ ভালো, আলো হাওয়াও বেশ আছে, ভীড় খুব বেশী নেই। সব দিক দিয়ে ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই এবং কর্ত্তাদের এই নিয়ে গর্ব্ব করার যথেষ্ট কারণ আছে।

মস্কোর ভেতরকার যাত্রীবাহী সাধারণ যানবাহনগুলি মোটামুটি বেশ ভালোই। ট্রলিবাস পরিচালন ব্যবস্থা বেশ ভালোই। যেখানেই সম্ভব হয়েছে সেখানেই রাস্তার সাধারণ গাড়ীর পরিবর্ত্তে এই ট্রলিবাসের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। সব কাজের বেলায়—স্ত্রী পরিবার নিয়ে বেড়াবার জন্যে, শবযাত্রার জন্যে, বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে এবং বাসা বদলের সময়—সব কাজের বেলায় রুশরা এই মোটর ট্রাক ভাড়া করে। কোনটা একেবারে খোলা আর দু'পাশ কাঠ দিয়ে ঘেরা, কোন কোনটিতে থাকে চেয়ার আর বেঞ্চি এবং কোনটাতে একেবারে কিছুই থাকে না।

পথের ওপর আমি মাত্র দু'বার শবযান দেখেছি। সাধারণতঃ শবযাত্রীরা মোটরের মধ্যে উন্মুক্ত শবাধারের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে, কখনো কখনো অন্য একটি মোটর ট্রাকে করে শোকার্ত্ত বন্ধুরা শবানুগমন করে—এদের মোটর ট্রাকেই থাকে বাদকদল। সমাধি ক্ষেত্রে কবর দেওয়ার রীতি আজও চালু আছে, যদিচ সাধারণ এবং সস্তা নিয়ম হচ্ছে শবদাহ করা। এতে খরচ লাগে মাত্র পাঁচ রুবল (সোয়া ডলার)—এই রকমই আমি শুনেছিলাম।

একদিন খুব শীতের দিনে আমি দূতবাস থেকে স্প্যাসোতে হেঁটে ফিরে যাচ্ছিলাম। দেখলাম একটা ঠেলাগাড়ীতে করে একটা বুড়ো

লোক একটা শবাধার নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার বাঁকে ওটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো। আমি ভিন্ন আর কেউ তাকে লক্ষ্য করে নি। স্প্যাসোতে ফিরেই আমাদের দ্বাররক্ষী মাইককে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার মনে হয়েছিল মৃতদেহ ঐ শবাধারের ভেতরেই ছিল।

মাইক বলে উঠলো : আজ্ঞে না—আসবাবপত্রের দোকানে সে ঐ শবাধারটি কিনতে গিয়েছিল।

: যে কেউ শবাধার কিনতে পারে?—ধরো,—আমি তাকে বললাম —তুমি তোমার শ্বাশুড়ীর হাত থেকে অব্যহতি পেতে চাও। তাহলে তুমি নিঃশব্দে তাকে খতম করে এই শবাধারে শুইয়ে গাড়ীতে করে নিয়ে যেতে পারো?

মাইক একটু ভেবে নিয়ে যে কথা বললো তাব মর্মার্থ হচ্ছে শবাধার কেনবার জন্যে সার্টিফিকেট দেখাতে হয় কিন্তু আমার মনে হলো তার কথাটার মধ্যে 'হয়তো'র ভাবটাই বেশি।

(সম্পাদকের মন্তব্য : মিসেস কার্কের পত্রাবলীতে তিনমাসের জন্ম ছেদ পড়েছিল। এই সময় তিনি মস্কোর বাইরে ছিলেন—নিকট প্রাচ্যে; একমাস ছিলেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নবজাত দুইটি নাতি নাতনীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। সেখান থেকে জাহাজে করে ফিরে এলেন ইউরোপে; তারপর ট্রেনে করে প্যারিস থেকে ষ্টকহলমে, আকাশপথে এলেন হেলিসিঙ্কি, এখানে রজার এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর দীর্ঘ দুটি রাত্রি ট্রেনের মধ্যে কাটলো লেলিনগ্রাড ও মস্কোর পথে।)

২৬শে মে, ১৯৫০

আবার স্প্যাসোতে ফিরে এলাম। এখানকার কিছুই যেন বদল হয় নি। চিন বাড়ীর ওপর নীচ সব একেবারে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। অবশ্য বাড়ীর তলদেশ ঠিক ধোয়া মোছা হয় নি। কারণ এখানে রুশদেশীয় কয়েকজন থাকে। যেমন—আমাদের ডাক্তারের মোটরচালক এবং তার স্ত্রী, একজন বুড়ো দরজী আর তার পরিবার এবং দূতাবাসের একজন কর্ম্মী। এদের এখান থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষীণ চেষ্টা হয়েছিল। এছাড়া এই একতলায় আছে ধোবীখানা আর পাঁচজন ধোপানী। এরা সারাদিন কেবল গালগল্প করে। দরজী এবং দূতাবাসের কর্ম্মীকে আমেরিকান হাউসে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কিন্তু আর সকলে এখানেই ছিল। বারান্দা, উঠোন আর মেঝে পরিষ্কার এবং ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখা একটা কাজের মতো কাজ। যতই খোঁড়াখুড়ি, ধোয়া মোছা আর চুনকাম করা হোক না কেন—পোকামাকড়গুলো ঠিক এই সময় কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে এবং তার পরের দিন আবার তারা হানা দেয়—ইঁদুররাও তাই।

ব্লামিংডেলে অবস্থিত আমার দোকানদারকে আমি নিউইয়র্কে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম: ইঁদুর-ধরা কল তোমাদের কাছে পাওয়া যাবে কি?

সে উত্তর দিলো: খুঁজে-পেতে দেখতে হবে, কিন্তু কটা আপনার দরকার? চারটে না পাঁচটে?

: না, না, তিন ডজন—আমি প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম।

সে তা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। খুঁজে-পেতে তা বার করে তারা আমার সঙ্গে জাহাজে দেখা করলো। এই সঙ্গে এলো আমার স্নেহময় বন্ধু-বান্ধবীদের সুন্দর উপহার; কয়েক ঝুড়ি ফল আর অর্কিড। রুশ দেশের ইঁদুর রুশীয় ইঁদুরকলে ধরা দিতে চায় না কিছুতেই। তাছাড়া এই ইঁদুরকল বেশ দামী এবং বড় একটা মেলে না। আমি আশা করছি আমাদেরটাই ভেল্কি দেখাবে।

মস্কো ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে ড্যাড্‌কে দেখতে পেয়ে ভারী ভালো

লাগলো। তাকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং আমি আবার ফিরে আসাতে ভারী খুসী হয়েছে। আমি যখন এখান থেকে দূরে ছিলাম সে আর রজার এখানকার সমস্ত কিছু বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে সমাধা করেছিল। কেবলমাত্র আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নয়—সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং অভিনন্দন-উন্মুখ কর্ম্মীদের কাছ থেকে আন্তরিক স্বাগত-অভিবাদন পেলে মন যেন ভরে ওঠে।

৩১শে মে, ১৯৫০

অন্য জায়গার চেয়ে মস্কোতে বৃষ্টি কেমন যেন একটু অতিরিক্ত রকমের আর্দ্র। নালা নর্দ্দমা এখানে একেবারে নেই। তাই রাস্তার মোড়ে মোড়ে এখন বন্যার ঢেউ। রাস্তার আশে পাশে অনেক খানা খন্দর জলকাদায় ভর্ত্তি। মরচেধরা ভাঙ্গা ড্রেন-পাইপ থেকে জল ছিটকে পথের পাশে পড়ছে; পথ-চলার জন্য তাই দরকার রবার-বুটের। আমার মনে হয় মস্কোর সব বাড়ীর ছাদ ফুটো—এমন কি একেবারে নতুন বাড়ীর টিনেতেও তালিমারা।

আমাদের দূতাবাসের দুটি পরিবার এবং আমাদের কনিষ্ঠ সহ-যোগীদের কয়েকজন একটা নতুন বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন—বাড়ীটা অনেকটা 'কূটনৈতিক ঘাঁটি'র মতো। বিগত চার পাঁচ বছর ধরে রুশরা এটা তৈরী করছিল এবং তা সত্বেও এটা আংশিকভাবে নির্ম্মিত হয়েছিল। এই বাড়ী দেখবার জন্য আমি গেলাম। সবচেয়ে বড়টিতে দুটি শোবার ঘর আছে,—মোখোভায়াতে ছেলেপুলে পরিবার নিয়ে বাস করার যে সমস্যা, এখানেও সেই সমস্যা। রান্নাঘরে গরম জলের কোন ব্যবস্থা নেই। স্নানের-ঘরেও তা তাড়াতাড়ি পাবার কোন উপায় নেই। স্নানের ঘরে চৌবাচ্চার ওপরে গরম জলের একটা কল বসানো আছে।

রুশদের চোখে এই ধরণের বাড়ীই নাকি সবচেয়ে বিলাসবহুল আবাসগৃহ। তারা বার বার এই মতই প্রকাশ করেছে যে তারা তাদের সবচেয়ে ভালো যা তাই আমাদের দিচ্ছে। নিউইয়র্কের পিটার কুপার ভিলেজের মতো আধুনিক উন্নত স্থানে যে তরুণ স্বামী-স্ত্রী বসবাস করছে তারা এখানে বসবাস করতে এলে বিশেষ অসুবিধা ও অস্বস্তি বোধ করবে। রুবলের যে নতুন মূল্যমান স্থির করা হয়েছে, তদনুযায়ী দুটো শোবার ঘর, প্রধান বাসের ঘর, ঐ ধরণের ছোট স্নানের ঘর, জিনিষপত্র রাখার তাকহীন একরত্তি রান্নাঘর-এর মাসিক ভাড়া দাঁড়ায় ৪৫০ ডলার। আলো ও তাপের জন্য আলাদা দাম দিতে হয়।

এই রকম সম্মানহানিকর ভাড়া আমাদের জন্যেই করা হয়েছে, কেননা আমরা জানি ঠিক এই ধরণের বাড়ী রুশ নাগরিকরা কাজকর্ম্মের সঙ্গেই সংযুক্ত কোন ব্যবস্থা দ্বারা কম ভাড়ায় পেয়ে থাকে।

১লা জুন, ১৯৫০

ছাড়পত্র পাবার দুর্ভোগটা এখনও আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। এ ব্যাপার নিয়ে ড্যাড্ গ্রোমিকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে। আমাদের তরুণ পরামর্শদাতা এড ফ্রীয়ার্স এবং তাঁর স্ত্রী ষ্টকহলমে পুরো দশ সপ্তাহ ছাড়পত্রের আশায় তাঁদের মালপত্তরের ওপর বসে আছেন। ট্রিগভি লাই কোনরকম দুর্ভোগ না ভুগেই এখানে আসতে পেরেছেন, যদিচ তাঁর এখানকার আগমন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

আমি ড্যাড্কে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা। ড্যাড্ বললে, সাধারণভাবে একবার মাত্র হয়েছে। নরোওয়ের দূতাবাসের সম্বর্দ্ধনা সভায় লাই যখন এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ড্যাডের সাক্ষাৎ হয়েছিল। রুশীয় অতিথিদের চোখের সামনে তাঁরা দুজনে প্রায় পনেরো মিনিট কথাবার্তা বলেন।

এডি গিলমোর আমাদের এ-পি'র সংবাদদাতা, আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে লাইকে সোভিয়েট কর্ত্তারা বিশেষ বড়ো রকমের সম্বর্দ্ধনা জানান নি। সোভিয়েট রাজ্যে পদার্পণ করার সময়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে কেবলমাত্র গ্রোমিকো উপস্থিত ছিলেন, পলিট্‌ব্যুরোর কেউই ছিলো না। ন্যাশান্যাল হোটেলে তাঁর যে স্যুটটি স্থিরীকৃত হলো, হোটেলের মধ্যে সেটি হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁকে রাষ্ট্রের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে দেখানর কোন চেষ্টাই করা হয় নি। রুশদের সঙ্গে বহু-ঘোষিত আলাপ আলোচনা করার জন্যেই তাঁর এখানে আগমন ঘটেছে সেই জন্যে আমরা এবং অপরাপর পশ্চিমী বন্ধুরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে ভোজসভার আয়োজন করা উচিত হবেনা বলেই স্থির করেছিলেন। ফলে তাঁর আগমন তেমন আড়ম্বর এবং উৎসাহের সঞ্চার করতে পারল না। গত রাতে তিনি এখানে এসেছিলেন। হোটেল রেষ্টু-রেণ্টের এক নির্জন কোণে তাঁকে তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে আহার করতে দেখা গিয়েছিল। পোষ্টকার্ড নির্ব্বাচন করে করে এবং বিমানপথে পাড়ি দেবার সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে বাকি সময়টা তিনি কাটালেন লবিতে। এ সমস্তই দৈবাৎ বা হঠাৎ ঘটে নি—বিদেশীর প্রতি সোভিয়েটদের প্রতিটি আচরণ মেপে জুপে স্থির করা।

২রা জুন, ১৯৫০

গতকাল লেডী কেলী, মার্গারেট স্নুলিভান, ড্যাডের সেক্রেটারী এবং আমি সোভিয়েট ফ্যাসান প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। আমি সুদীর্ঘকাল আগে থেকে এই দিনটির প্রতীক্ষা করছিলাম। যখনই জিজ্ঞাসা করেছি তখনই উত্তর পেয়েছি বাড়ীটাকে (মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদের প্রধান কেন্দ্র মড-এর সদর দপ্তর) নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে, কখনো শুনেছি গোছগাছ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি অথবা সাধারণ প্রদর্শনী এখনও

সুরু হয় নি। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিন এসে উপস্থিত হলো এবং আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। এই প্রদর্শনীর দ্বারাদেশে জীর্ণ পোষাকপরা এক বৃদ্ধার কাছ থেকে প্রথমেই আমাদের দশ-রুবল দামের টিকিট কিনতে হলো।

একটা মস্তো বড় ঘরের মধ্যে আমাদের সামনে তিরিশ বা চল্লিশ জন রুশ-রমণী আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রাক্-বিপ্লব সময়ে এই ঘরটি হয়তো একটি সেলুন ছিল। সাদা এবং giltএর দেওয়াল, আয়না, একটা বড় প্ল্যাটফর্ম্ম তার চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার নোংরা ধূলি-মলিন আবরণী দেওয়া; এই সব থেকেই তা যেন অনুভূত হলো। আমরা সামনের সারিতে বসেছিলাম। মিনিট পনেরো অপেক্ষার পরই ঘরটি জনাকীর্ণ হয়ে উঠলো এবং প্রদর্শনী সুরু হলো।

একজন তরুণী অদ্ভুত রকমের নীল রঙের খাটো পোষাক এবং ঙ্গিতে লতা জড়িয়ে হলদে রঙের পরদা ঠেলে প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর এসে দাঁড়ালো। সে চলতি ঋতুর গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ করে কি ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ পরতে হবে সে বিষয়ে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিল।

তারপর প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর দেখা দিলো প্রথম মডেলটি পঞ্চাশ বছর বয়সী এক মহিলা, পরণে রঙকরা পোষাক—অনেকটা বয়োবৃদ্ধা মেট্রনের ধাঁচে। তাকে অনুসরণ করে এলো তার চেয়ে বয়সে নবীন কিন্তু আয়তনে বিপুল একটি মেয়ে এবং তারপরে আরো দু'জন তারা কিন্তু এত বিপুলকায়া নয়, যেন Jacques Fath-Christian Dior-এর ছায়া রেখা। চারজনের পায়ে সাদা রঙের জুতো, কিন্তু তা ময়লা হয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে একজন এই প্রদর্শনীর খানিক অবসরে সাদা জুতোটা বদল করে কালো রঙের চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে এলো, এটা থেকে মচ্‌মচে আওয়াজ বেরুতে লাগলো। স্যুট

কোটের সঙ্গে তারা কালো বা বাদামী রঙের দস্তানা হাতে না পরে বহন করে নিয়ে এলো। তাঁবুর প্যাটার্ণে কেটে তৈরী বেশ লম্বা ঝুল ওয়ালা—কোটের ঘাড়টা রুশীয় বৈশিষ্ট্য বেশ পুরু করে তুলো ভর্ত্তি করে দেয়া হয় নি কিন্তু আমাদের পাঁচ বা দশ বছর আগেকার পুরানো প্যাটার্ণে চৌকো করে তৈরী করা হয়েছে। কোটের মাল মসলা খেলো ধরণের, কিন্তু মার্গারেট (সে নিজেই দরজী) আমায় বলেছিলো যে বোতাম-ঘর তৈরী, সেলাই ইত্যাদি বেশ যত্ন এবং নিপুণতার সঙ্গে করা হয়েছিল।

রুশ মেয়েরা তাদের পোষাক-আসাক ভারী আল্গা করে পরে। কোমরের ওপরে কোমর-বন্ধনী বাঁধা যেন তাদের নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এতে পোষাকটাকে কাঁধের কাছে আর পোষাকটির প্রান্তভাগ সমান চাওড়া মনে হয়। নানা রকম আকারের পোষাকের জন্য অনেক মডেলের সাহায্য নেওয়া হয়। সেজন্য একটি প্যাটার্ণের পোষাক পরিবারের সব মেয়েই অনায়াসে পরতে পারে কেবল মাত্র কলার সংযোজন করে এবং রঙীন ফিতে কোমরের চারপাশে ঘিরে কোমর বন্ধনীর মতো বেঁধে। দুই ধরণের সস্তা পোষাক দেখা যায়—উৎসব আসরে যোগ দেবার গাউন যদিও কোনটারই গলার ছাঁটকাট ভালো নয়—হাতার ঝুল আবার অতিরিক্ত রকমের বেশী।

সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং চমকপ্রদ হলো আসন্নপ্রসবা মেয়েদের এই রকম একটি পোষাক পরে ছিল চারটি মডেলের মধ্যে সব চেয়ে অল্পবয়স্কা ও লাজুক মেয়েটি। ছাপা সিল্কের ওপর চমৎকার নক্সা করা, এমন ভাবে কাটা যাতে কোমর এবং স্কার্টকে বড় করা যায় বোতাম ইত্যাদি দিয়ে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যরকম বৈশিষ্ট্যের কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন প্রধান পরিচালিকা। তিনি বললেন, এই পোষাক শিশু জন্মগ্রহণ করার আগে এবং পরেও

মাকে পরান যায়। রাস্তায় অথবা বাড়ীতে যে কোন জায়গাতেই এটা ব্যবহার করা চলে এবং স্বল্পবয়স্কা মায়েদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে পোষাককে সেইভাবে তৈরী করা হয়েছে।

তারপর মডেল বুকের ওপরকার লম্বা পকেটগুলোর বোতাম খুলে প্রদর্শন করলো কেমন করে প্রয়োজনীয়কে 'রাস্তায় অথবা বাড়ীতে' আত্মপ্রকাশ করান যেতে পারে। সোভিয়েটের বহু আবিষ্কারের মধ্যে এটা সত্যি সত্যিই আধুনিকতম!

দুঃখের বিষয় কোন পোষাকই বিক্রির জন্যে নয়—কেবলমাত্র প্যাটার্ণ নিদর্শনের জন্যেই রাখা হয়েছিলো। সেই জন্যে এই সমস্ত তৈরী পোষাকগুলির দাম আমরা জানতে পারি নি। আমার মনে হলো হাতে বোনা কলার, কোমর-বন্ধনী, কাফ-এর দাম ছিল অত্যধিক রকমের বেশী। কলারগুলো হলো ফিকে নীল, বাদামী, গাঢ় লাল—সারা শীতকাল ধরে আমরা এটা দেখেছি এবং গ্রীষ্মকালের পোষাকগুলো দেখেছি ফিকে সবুজ এবং নানা রঙে ছাপান। পথে যা দেখা যায় স্কার্টগুলো তার চেয়েও বেশী লম্বা। মোজাগুলো মাঝামাঝি রঙের কিন্তু বেশ ভারী আর পুরু। মাথার টুপিগুলো শক্ত সোলার।

প্রকৃত পক্ষে মস্কোতে সবচেয়ে ভালো এবং আকর্ষণীয় মেয়েদের পোষাক দেখা যায় শেখব ও গর্কির নাটকাভিনয়ে পটু অভিনেত্রীদের অঙ্গে। তারা যেন সত্যই শতাব্দী পার হয়ে এসেছে। এদের মধ্যে কতকগুলি এমন চমৎকার করে কাটা এবং তৈরী কাপড় এত সূক্ষ্ম যে মনে হয় বিপ্লবের সময় অভিজাত মহিলাদের পোষাকের ভাঁড়ার থেকে পুরান পোষাক-আসাক লুট করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন সোভিয়েটের কেউ তা কাটতে পারতো না, লেপ বা এম্ব্রয়ডারী করতে পারতো না, মহিলাদের স্কন্ধ দেশের লোমশ পরিচ্ছদও করতো না।

১০ই জুন, ১৯৫০

গতকাল আমি একটা মৃত লোককে রাস্তা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখলাম। দুজন রক্ষী তার দুটো হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সে সময়ে ভাগ্যক্রমে মোটরে ছিলাম, খুব কাছাকাছি থাকায় ভাল করে দেখতে না পেলেও দেখলাম তার মাথার পেছন দিকটা ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে এবং নিশ্চয়ই সে মরে গেছে। যাই হোক, এবং নিশ্চয়ই সে মারা গেছে এত দীর্ঘ পথ টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই সে বেশীক্ষণ বেঁচে ছিল না। পথের ওপর কেউই এ দৃশ্যে উৎকণ্ঠিত বা কৌতূহলাক্রান্ত বলে মনে হলো না।

ব্রিটিশ সেক্রেটারীদের একজন আমায় বলেছিলেন যে তিনি ক'মাস আগে একদিন একটি গরীব লোককে মস্কো নদীতে পড়ে যেতে বা লাফিয়ে পড়তে দেখেন। ইংরাজ ভদ্রলোক দৌড়ে গেলেন কিছু করতে পারেন কিনা দেখবার আশায় তিনি দেখে স্তম্ভিত হলেন ভাঙা বরফের পাশ কাটিয়ে একটা লোক একটা নৌকা বেয়ে যাচ্ছিল। সে ঝুঁকে পড়ে জলমগ্ন লোকটির গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে টেনে তীরে তুললো। তীরে তুলেই পুরানো বস্তার মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চেষ্টাই করা হলো না। বিশেষ করে তার উদ্ধারকারীরা তাকে জলের মধ্যে দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর সম্ভবতঃ এর চেয়ে বেশী কিছু করার পক্ষে বেশ বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মায়ামমতাহীন ঘটনায় ইংরাজ ভদ্রলোকটি ভয়ানক ভাবে মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন।

স্প্যাসো ছাড়িয়ে কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী আছে তার গায়ে লেখা সোবারিং আপ স্টেসন নং ৯ আক্ষরিক অনুবাদ করলে নামটা ঐ রকমই দাঁড়ায় আর কি। এক বাণ্ডিল বস্তা যেমন করে বয়ে নিয়ে যায় তেমনি করে একটা লোককে ট্রাক থেকে বয়ে নিয়ে বাড়ীর ভেতর

যাওয়া হলো—এ আমি দেখলাম। বেচারাকে কি সেবা শুশ্রূষা দেওয়া হয়েছিল আমরা মনে মনে তা কেবল কল্পনা করে নিতে পারি। গরম কালে ঐ বাড়ীর জানালা দিয়ে গরম জলের বাষ্প বার হতে দেখেছি। তাই আমার মনে হয়েছে ওখানে বেকারী ধরণের কোন কারখানা আছে কেননা তারা ওখানে সারাদিন একটা বড় বয়লার চালু রাখে। পুরানো রাশিয়ায় মদ্যপান করাটা একটা জাতীয় বৈশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল—নিরীহ ভাবে মদ্যপান পুলিশ ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু পানাসক্ত অবস্থায় মোটর চালান এই অবস্থায় কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কাউকে আহত করা বৃদ্ধি পাওয়ায়—এর শাস্তি হিসাবে বাষ্পে আবশ্যিক স্নান করার চেয়ে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমরা গতকাল জাগরস্ক্ রোডে কয়েকদল কর্ম্মরত শ্রমিককে দেখলাম। এদের জোর করে খাটিয়ে নেয়া হচ্ছে। বেড়ার ধারে রয়েছে রক্ষীদের ছাউনী—নির্ম্মাণকার্য্য বেশ জোর কদমে চলছে তাও লক্ষ্য করলাম। দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের দ্বারাই এই কাজ সব সময় করিয়ে নেওয়া হয় না। কাজের পর জিনিসপত্র চুরি বন্ধ করার জন্যেই এটা করা হয়ে থাকে। এদের দেখে কিন্তু খুব কর্ম্মপটু বলে মনে হলো। একটা পথের মোড়ে একটি মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে দেখলাম একদল পুরুষ-দের ওপর খুব খুশী মনেই সর্দ্দারী করছে। তার মুখের চেহারা পুরুষদের চেয়েও কর্কশ—তার পাশে বন্দুক নিয়ে প্রহরারত এম-ভি-ডি রক্ষীর মুখের চেয়েও কঠিন।

২৮শে জুন, ১৯৫০

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার আমরা প্রথম যে শিক্ষা পাই সে জনগণের রাষ্ট্র পবিত্র দিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। গতকাল ২৫শে জুন রবিবার কোরীয় কম্যুনিষ্টরা দশ বা বারোটা বিভিন্ন দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করেছে।

রাত্রিতেই নিউ ইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করা হয় এবং বর্ত্তমানে কড়া কড়া কথাবার্ত্তার আদান প্রদান হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যায় তারই প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। Wally পদস্থ কর্ত্তা হিসাবে গুরুত্বপদে আসীন রুশীয় কর্ত্তাদের কাছে তা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু তাঁদের কাউকেই পাওয়া গেলো না—বারটা রবিবার বলে নয়, তাঁরা কেউই ওয়ালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না এই জন্যই। শেষে পররাষ্ট্র বিভাগের যে কর্ত্তাব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তিনি অত্যন্ত কটুকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সেখানে কেউই উপস্থিত নেই এবং এই দিনে কোন কাজই করা সম্ভব নয়।

আমাদের লোকেরা আশা করেছিলো, দূর প্রাচ্যের কোনখানে কোন কিছু ঘটনা ঘটবে।

২রা জুলাই, ১৯৫০

গত সপ্তাহে যেন ঘটনার ঝড় বয়ে গেলো। ড্যাড্ ও রজার সোমবার সকালে সাইবেরিয়া থেকে ফিরে আসার পর থেকে টেলিগ্রাম এবং আলাপ আলোচনার মন্তব্যও তুষারের মতো পড়তে সুরু করেছে। পররাষ্ট্রের দপ্তর থেকে কিছুকাল কোন সাড়া শব্দই পাওয়া যাচ্ছিল না। ড্যাড্ গ্রোমিকোকে অনুরোধ জানালেন অবিলম্বে যেন তাঁকে কোরীয় 'ঘটনা' এবং এই বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের কর্ম্মপন্থা জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই অনুরোধের কোন সদুত্তর মিললো না। নিরাপত্তা পরিষদের দ্বিতীয় প্রস্তাব এবং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের আদেশ সম্পর্কীয় খবর তাঁকে জানাবার জন্যে ড্যাড্-এর পরেই তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু এই অনুরোধেও কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় ড্যাড্ এড ফ্রীয়ার্সকে পররাষ্ট্র বিভাগে পাঠালেন এই নির্দ্দেশ দিয়ে যে

সেখানে কর্ত্তাব্যক্তি হিসেবে যাকেই দেখা যাবে তাকেই এই 'নোট'টি প্রত্যার্পণ করতে হবে।

শুক্রবার ড্যাড্ গ্রোমিকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হলেন। তিনি তৈরী হয়েই ছিলেন ; রক্ষী পরিষদের কর্ম্মপন্থার আইনসঙ্গত অধিকার এবং উত্তর কোরীয়দের আক্রমণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। এই ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতে স্বীকৃত হলেন না এই বলে যে 'সোভিয়েট সরকার অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং এ সিদ্ধান্ত সকলেই অবগত আছেন।'

গ্রোমিকো এই নোট'টা ড্যাড্কে পড়ে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে কোন আলাপ-আলোচনা হয় নি। সোভিয়েট মন্ত্রীরা— এমনকি খুব উচ্চপদস্থরাও যে আদেশ লাভ করেন, তারা সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করতে পারেন না এবং বিশ্লেষণও করতে পারেন না। একটি বিষয় আলোচনা হয়েছিল তা অপ্রাসঙ্গিক। এই আলোচ্য বিষয় হলো গত বছরে সোভিয়েটের অর্থদপ্তর দশ লক্ষ রুবল ডলারে পরিবর্ত্তিত করতে চেয়েছিলেন। এই অর্থ দেশের অভ্যন্তরেই আমাদের দূতাবাস পরিচালনে এবং কর্ম্মীদের মাহিনা ইত্যাদি বাবদ খরচ হবার কথা। একেবারে খোলাখুলি ভাবে সোভিয়েটেরা সে আলোচনা বাতিল করে দিল এবং দাবী করতে লাগল নতুন রুবল মূল্য অনুযায়ী এটা করতে হবে। এতে করে আমেরিকার খরচ হবে দ্বিগুণ।

ড্যাড্ গ্রোমিকোকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁদের কথামত কাজ করতে পারেন না এবং ওয়াশিংটনে সোভিয়েট দূতাবাসের ভাড়া দ্বিগুণ করবার জন্যে আমেরিকার কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয়কে পরামর্শ দিতে পারেন না। আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বাড়ীটা রাশিয়াকে প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল যখন আমরা জার আমলের সম্পত্তিগুলো তাদের প্রত্যার্পণ করি।

: আপনি সত্যিই কি তাই করবেন ?—গ্রোমিকো জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন।

: নিশ্চয়ই আমি করবো—ড্যাড্ স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলো।

৩রা জুলাই, ১৯৫০

বেতারে বেশ জোর প্রচারই চলেছে। শেষ পর্য্যন্ত কি যে দাঁড়াবে কেউ জানে না।

এও যেন যথেষ্ট হয় নি, তাই রাশিয়ানরা কলোরাডোর শস্যহানিকর কীটের উপদ্রবের ব্যাপারে প্রথা মত প্রতিবাদ পেশ করেছে। এমনি গুরুগম্ভীর ভাবে হাজির না করলে যে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে পড়ত। ওরা বলছে, অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে-জার্মাণীতে যে-সব মার্কিণ উড়োজাহাজ রয়েছে সেইগুলোই এই কীটগুলিকে আলুক্ষেতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পূর্ব জার্মাণ সাধারণতন্ত্রের অভিযোগটা তারা পাঠিয়ে দিচ্ছে এই দাবী দিয়ে যে আমরা যেন এমনিধারা জঘণ্য কাজ বন্ধ করি আর যারা এর জন্যে দায়ী তাদের শাস্তি দিই।

অবশ্য কর্তৃপক্ষ জানেন যে এটা মিথ্যে, আর আমরাও জানি এটা তাই; তবু ওরা যখন গত ছ' সপ্তাহ ধরে এটা গড়ে তুলেছে আর এখন আবার একে সরকারী সমর্থনও দিচ্ছে তখন এখানকার একগাদা বোকা লোক আর জার্মাণীরও কেউ কেউ ওদের বিশ্বাস করবেই। আমাদের দেশের লোকেরা মনে হয় ভাবছে যে এই আলুর কীট জিনিসটা আর কিছুই নয়, আগে যে এ ধরণের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমন করে রাখা হত আর এখন সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষের ঢিলেঢালা আর অকেজো ব্যবস্থার ফলে সেগুলো যে হাত ফস্কে বেরিয়ে পড়েছে এই ব্যাপারটাকে চাপা দেবারই চেষ্টা।

গতকাল কূটনৈতিক মহলের চাকর-বাকরদের উপদেশ দেওয়া

হয়েছিল, শ্রমিক সঙ্ঘের বড় 'হল্'টায় হাজির হয়ে শান্তি আর শান্তিরক্ষার জন্যে সোবিয়েৎ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার জন্যে; তারপর তাদের দিয়ে স্টকহোল্ম্ প্রচারপত্রে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এমনি ভাবেই ঐ কাগজটায় সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে; এটা একটা পুরোদস্তুর জোচ্চুরি, তবে হ্যাঁ খুব চালাকি করে করা। আমরা অবশ্য সবাই শান্তির পক্ষে। কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই যে বেচারী বোকা মানুষগুলো কাগজ পত্তরে সই করে তারা প্রায় বোঝেই না কি সমস্ত শর্তে ঐ শান্তি কিনতে হবে।

গতকাল ক্যানেডিয় দূতাবাসের 'ককটেল পার্টি' থেকে হোমরা-চোমরাদের ছুটোছুটি করে ফেরাটা দেখতে বড় মজা লাগছিল। আমাদের সকলকেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, রাত্তিরের খাবারটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবার জন্যে আমাদের সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে, যাতে কি না চাকর-বাকরেরা গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে। মজার ভাবনা, তাই না?

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ৪ঠো জুলাইয়ের 'বল্'-এর জন্যে তৈরী হচ্ছি, ঐদিন ৩৫০ জন অতিথি আশা করছি আমরা। ৩৭৫ জন হতে পারত, তবে মনে হচ্ছে কোন কোন ছোটখাট উপগ্রহ হয়তো ঐদিন অসুখে পড়তে পারেন! আশা করছি, ঐদিন আবহাওয়াটা আবার গরম হবে আর আমরা ছাদ আর বাগান কাজে লাগাতে পারব। আমি আমার সবচেয়ে ভালো সাটিনের ফ্রক পরব, ড্যাড্ আর রজার তাদের সাদা 'টাই' পরবে, আর আমরা নাচব বড় হল ঘরটায়, যেটাকে ঐ উপলক্ষ্যে সাজিয়ে রাখা হবে যত বড় মার্কিণ পতাকা আমরা জোগাড় করতে পারব তাই দিয়ে।

৫ই জুলাই, ১৯৫০

ক্রেমলিন-এর ঠিক মুখোমুখি উড়ছে মার্কিণ পতাকাটা, গতকাল ওটা

দেখতে বড় ভাল লাগছিল। কালকের দিনটা ছিল বড় সুন্দর, বাতাস-ভরা, আর 'ওল্ড গ্লোরি' চমৎকারভাবে ঢেউ তুলে এধার ওধার উড়ছিল। রাষ্ট্রদূত দপ্তরের জন্যে ওকে একটা নোতুন বড় পতাকা পাঠিয়ে দিতে ড্যাড্ ওদের বলেছিল, ওটা কাল সকালেই এসে পড়েছিল, নিয়ে এসেছিল স্টুয়ার্ট ওয়ারউইক, বিমান-বিভাগের সহকারী 'এ্যাটাশে'। ও আরও একটা এনেছিল, সামান্য একটু ছোট—সেটা আমরা নৈশ-ভোজন কক্ষের দূরতম প্রান্তে লাগিয়েছিলাম।

মনে হচ্ছিল দিনটা ঐ পতাকা টাঙাবার পক্ষে ঠিক দিনই ছিল; কেননা গ্রোমিকোর বক্তৃতাটা যেন সময় হিসেব করেই আমাদের সকলের কাছে ৪ঠা জুলাইয়ের অভিনন্দন হিসেবে দেওয়া। এটা ছিল একটা অদ্ভুত দলিল, যার বেশির ভাগই ছিল নিছক মনগড়া জিনিস আর যেটুকু তা নয় তাও সত্যের বিকৃত রূপ। নিজেদের দেশবাসীদের মনোবল বজায় রাখাই যদিও এর লক্ষ্য ছিল তবুও এটা এমন একজন লোকের একটা মিথ্যে আর নিষ্ঠুর উক্তি স্পষ্টতঃই যাঁর অনেক বেশিই জানা রয়েছে।

তিনি বা তাঁর উপ-মন্ত্রীরা আমাদের পার্টিতে আসবেন কিনা ভাবছিলুম আমরা। ড্যাড্ বাজি ধরল, ওঁরা আসবেন না—আর জিতলও সে-ই। প্রায় সাত-আটজন রাশিয়ান এসেছিল—ছোটদরের রাজকর্ম্মচারী—তারা ছিল আধ ঘণ্টাটাক। তারপর প্রাণহীন করমর্দ্দন করে বিদায় নিলে। তারা দেখতেই ছিল নিচুদরের, নিশ্চই ওদের দু-নম্বরের দল, তাই কারো না আসার চেয়ে এদের আসতে দেওয়াটাই যেন বেশি অপমানের বলে মনে হচ্ছিল। আসলে এ থেকে বোঝা যায় এই লোকগুলো কতখানি সন্দিগ্ধ আর বোকার মতো সাদাসিধে। এরকম অবস্থায় আমাদের যে, কেউই সবচেয়ে ভালো পোষাকে পার্টিতে হাজির হতুম আর একটা বড় জাতের প্রতিনিধির উপযুক্ত

মর্য্যাদার সঙ্গেই যেতুম। এ সম্বন্ধে ওদের যথেষ্ট জানা নেই—এখনও নয়।

সোবিয়েৎ অসন্তোষের আসল লক্ষণ হল মস্কোর গাড়ী চলাচলে ড্যাড্‌এর বাঁ দিক দিয়ে ঘোরার যে অধিকার ছিল তা' রহিত করে দেওয়া। এটা এমন একটা জিনিস যা কেবল সে আর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতই ভোগ করেছে, হয়ত বা তাদের কর্ত্তা ব্যক্তিদের অভিভাবকত্বেই। এখন কিন্তু এই কর্ত্তা ব্যক্তিরা নিজেরাই শোফেয়ার-কে বলে দিয়েছেন যে এখন থেকে প্রচলিত নিয়মই মেনে চলতে হবে। পরিষ্কার বোঝা যায় ওঁরা আবার ওঁদের ওপর-ওয়ালাদের কাছ থেকে হুকুম পেয়েছেন। শেষ মার হবে তাঁদের নিজেদের অপসারণ, কিন্তু আমার তো মনে হয় না সেটা ঘটবে—অন্ততঃ আমরা যতদিন এখানে আছি আর ওঁরা আমাদের ওপর আইন-মোতাবেক নজর রাখতে পারছেন ততদিন তো নয়।

কাল রাত্তিরে যে ধরণের পার্টি দিয়েছিলুম আমরা, ও ধরণের পার্টি দেওয়া দস্তুরমত পরিশ্রমের কাজ। গফিন আর আমি সোমবার বাজারে গিয়ে রাশীকৃত ফুল কিনেছিলুম, খাঁটি বেলজিয়ান ধরণেই দর কষাকষি করেছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমরা ডেলফিনিয়াম, লাল আর সাদা পিওজি আর মিষ্টি লাল উইলিয়াম পেয়েছিলুম। আমরা সাংঘাতিক বড় বড় তোড়া তৈরী করলুম, কেননা এই প্রকার জায়গায় কেবল এই ধরণের গুলোই কাজের হতে পারে। প্রধান ভোজটেবিলের জন্যে গফিনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিটা ছিল আড়াআড়ি ভাবে ঠিক তিন গজ!

আমাদের স্থল আর নৌ বিভাগের ছোকরাদের কাল রাত্রিতে খুব চালাক-চোস্ত চটপটে দেখাচ্ছিল—তাদের মেডেলগুলো তাদের বুকের ওপর এদিকে-ওদিকে আলপিন দিয়ে আঁটা, আমাদের ভদ্রমহিলারা

ছিলেন তাঁদের সবচেয়ে ভাল পোষাকে, কূটনীতিবিদরা ছিলেন সম্মান-চিহ্নের মালা পরে, আর সব মিলিয়ে দৃশ্যটা ছিল খুবই আনন্দের। প্রথমে তো নাচ শুরু করানো বেশ হ্যাঙ্গামের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা অতিথিদের সঙ্গে শর্তই ছিল যে পৌছোনো মাত্রেই তাঁরা রাতের খাবার খেয়ে নেবেন। আমরা কিন্তু ধরে রইলুম যে এটা 'বল্', আর সত্যিই এটা 'বল্'ই ছিল। শেষ পর্যান্ত সবাই বেশ আনন্দ পেয়েছিলেন। স্ফটিকের ঝাড়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছিল মেঝের ওপরে, চিন আর মেয়ের দল যা খুব যত্নের সঙ্গেই পরিষ্কার করে রেখেছিল ; অর্কেষ্ট্রা চমৎকার ভাবে বাজিয়ে গেল, সব মিলে ব্যাপারটা বেশ সুন্দর হয়েছিল।

রাত প্রায় দুটোর সময় ছাদের খোলা দরজা আর ওপরকার বড় 'স্কাইলাইট' দিয়ে আলো আসতে লাগল। নাচ কিন্তু চলতেই থাকল, প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ পর পর কতকগুলো বেশ প্রাণবন্ত রাশিয়ান লোকনৃত্য দিয়ে শেষ করলুম আমরা। রজার সাদা 'টাই' আর 'লেজওয়ালা' কোট পরে নাচল একটা একক নাচ। তা দেখে অতিথিদের আর চাকর-বাকরদের কী আনন্দ—এরা ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল 'পোসোলচেক' (বাছা রাষ্ট্রদূত) কেমন করে তার নাচটা নাচে তাই দেখার জন্যে। সে ওদের সকলেরই বড় প্রিয় তাই বাহবাও দেওয়া হল খুব জোরে আর বাবা আর মা ধারের সারি থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। মোটকথা, পার্টিটা হয়েছিল ভালোই।

৭ই জুলাই, ১৯৫০

রাষ্ট্রীয় পত্রবাহকদের পৌছোনো আজ পর্য্যন্ত পেছিয়ে যাওয়ায়, একটা পুনশ্চ দেবার জায়গা হয়ে গেল। সোবিয়েৎ মেজাজ ক্রমেই আরও খারাপ

হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় রাষ্ট্রদূত ভবনের সামনে উড়ন্ত ঐ পতাকাটাই ওদের রাগিয়ে তুলছিল। সারা পূর্ব জার্মাণীর ওপর আমরা আলুর পোকা ফেলেছি ওপর থেকে এই হাস্যকর দাবীর ওপর এখন আবার ওদের এত আস্পর্ধা হয়েছে যে ওরা বলছে, আমরা নাকি রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সাহায্য ও পুনর্বাসন সংস্থা এবং ঋণ-ইজারা সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে সব রকমেরই ক্ষতিকর বীজাণু ও কীট পতঙ্গাদি নিয়ে এসেছি।

এইসব অভিযোগ অস্বীকার করার কোন সম্ভাবনা নেই; যদিও বা থাকত, তাহলে এই অস্বীকৃতিই এগুলোকে খানিকটা বিশ্বাসযোগ্যতা দিত। 'ভয়েস অব আমেরিকা' থাকলে কি হবে, জনসাধারণ বাইরের জগতের কোন খবরই শোনে না আর বেশির ভাগ লোকের কাছে পৌঁছোবার বা তাদের সরকার যা রটাচ্ছে তাতে তাদের বিশ্বাস টলাবার কোন উপায়ই নেই।

বাড়ীতে থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাবার চেয়ে আমি বরং আসছে সপ্তাহ থেকে দূতাবাসের পাঠাগারে একটা আধ-রোজের কাজ শুরু করে দেব। চাকর বাকরদের অসংখ্য ছুটি—পুরো বেতনে এক মাস—শুরু হয়ে গেছে, আর তার ফলে পার্টির সংখ্যাও কমেছে, 'রুবল' বিনিময় সর্বনাশের কথা না হয় নাই বললুম। সেদিন গফিনের সঙ্গে ফুল কিনতে গিয়ে যে সব টাটকা সব্জি চোড়ে পড়েছিল তার কিছু কিছু বাড়ী আনার ইচ্ছে হয়েছিল খুবই; কিন্তু যেখানে টম্যাটো তিন ডলারে এক পাউণ্ড আর স্ট্রবেরীও তাই, সেখানে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি?

যতদূর সাধ্য রাশিয়ান দোকানপাট থেকে কিছুই কিনি না আমরা; কেননা আমাদের খাই-খোরাকীর বরাদ্দ বেড়ে গেছে বটে, কিন্তু জিনিষ-পত্র একেবারে অগ্নিমূল্য। আমাদের কুঁকড়ে পালানো দেখতে রাশিয়ানরা ভালবাসে নিশ্চয়ই। আমার খালি ইচ্ছে করে ওয়াশিংটনে কোন কেন্দ্রীয়

বড়বাজারে 'খালি সোবিয়েৎ'দের জন্যে একটি কাউণ্টার খোলার যদি উপায় থাকত আর ওদের সবাইকে যদি সেখানে তুলমূল্যে জিনিষ-পত্তর কিনতে বাধ্য করা যেত।

১২ই জুলাই, ১৯৫০

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ড্যাড্ ওপরে গেল, ব্যস্তসমস্ত হয়ে। একটু পরেই নেমে এল তার একটা পরিপাটি কালো 'স্যুট' আর শক্ত 'কলার' পরে—বোঝা গেল পররাষ্ট্র দপ্তরে তার যাবার কথা আছে। খবর পেয়েছি গত কয়েক দিন ধরে 'কূটনৈতিক সক্রিয়তা' চলছে, আর স্যার ডেভিড কেলী আর গ্রোমিকোর সম্ভাব্য কথাবার্তা সম্বন্ধে সরকারী কাগজ-পত্তর থেকেই ড্যাড্-এর 'কলার'-এর খানিকটা সূত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এটা আশা করা দুরাশা। এটা এখন আর একটা ঘটনা মাত্রই নয়, এটা যুদ্ধই।

আমরা যারা এখানে রয়েছি সেই আমাদের পক্ষেই ব্যাপার আরও খারাপ করে তোলার জন্যেই যেন এদের বিমানবাহিনী দিনরাতই আমাদের ওপর ঘুরছে—ওদের রবিবারের প্রদর্শনীর জন্যে মহড়া চলছে। 'জেট'গুলো মাথার ওপর তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছে, তাদের পাশে একসারি ভারী বোমরু বিমান। মনে হয় ওরা যেন স্প্যাসো হাউস-এর চিম্‌নীর এপাশ-ওপাশ দিয়ে ওড়াটাই পছন্দ করে। প্রথম যেদিন ভোরবেলায় ওগুলোর আওয়াজ শুনলুম, সেদিন তো ভয়েই বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলুম, এখনও পর্য্যন্ত ঐ বিশ্রী জিনিষগুলো আমার মধ্যে ঠাণ্ডা কাঁপুনি এনে দেয়।

ক্যানেডিয়ান দূতাবাস থেকে সেদিন রাত্তিরে যে মেয়েগুলি 'ডিনার'-এ এসেছিল তাদের মধ্যে একজনের মুখে শুনেছিলুম যে রাস্তায়

কে নাকি প্রকাণ্ড এক টুকরো শক্ত রুটি ছুঁড়ে দিয়েছিল তার দিকে। এ ধরণের ঘটনা এই প্রথম ঘটেছিল, তাই আমরা ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, এটা নিশ্চয়ই একটা সোবিয়েৎ রসিকতা।

সে কিন্তু বলে—না, এটা তাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল, আর বেশ জোরেই।

কোরিয়ার লড়াই যখন প্রথম শুরু হয়, তখন ফটকের সান্ত্রীরা আর মোখোভায়ার বাইরের কর্ত্তব্যনিরত পুলিশের লোকেরা ড্যাড্-এর গাড়ীকে সেলাম জানানো বন্ধ করে দিয়েছিল। রজার কি ডিক যখন বাড়ীতে আসত কি বাইরে বেরুত তখন তারা কথাও বলত না। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেলাম জানানো আবার আরম্ভ হয়েছিল। ড্যাড্-কে কিন্তু এখনও প্রচলিত ট্র্যাফিকের নিয়মকানুন মেনে চলতে হচ্ছে।

সারা সহরে, জেটিতে, দোকানের জানলায় বড় বড় পোষ্টার টাঙানো —তাতে লেখা 'মির' (শান্তি)। সবচেয়ে যেগুলো জনপ্রিয় তার মধ্যে একটাতে দেখানো হয়েছে লাল পতাকার গায়ে একটা পাকানো ঘুষি আর নিচে এক কোণে ট্রুম্যান আর চার্চিল জড়সড় হয়ে রয়েছে। শান্তি প্রচারের কেমন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ!

১৩ই জুলাই, ১৯৫০

যাই হোক, বৈদেশিক দপ্তরে নয়, ড্যাড্ দেখা করতে গিয়েছিল ভারতের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। শেষোক্ত ভদ্রলোকটি একজন বিখ্যাত দার্শনিক, অক্সফোর্ডের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, দৃঢ়চেতা আর বেশ সাহসী পুরুষ। উত্তর কোরিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে উনিই গিয়েছিলেন গ্রোমিকোর সঙ্গে দেখা করতে, আর, মনে হয় এখন সম্ভবপর যে-কোন আলাপ-আলোচনার সাফল্যের জন্যে উনি উদ্-গ্রীব। যাই হোক দেড় ঘণ্টা উচু ধরণের কথাবার্ত্তা আর দু'কাপ সুগন্ধি

চায়ের পর ড্যাড্ বাড়ী এল—কথাবার্তা আর চা'ও জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। শান্তিকে যারা সক্রিয় শক্তি—ইস্তাহারে যে বদ্ধমুষ্টির ছবি রয়েছে, সেই মুষ্টির শক্তি বলে ব্যাখ্যা করে সেই সমস্ত লোকের কাছে আধ্যাত্মিক আবেদন করা নিরর্থক বলেই মনে হয়।

রেডিওর পর্য্যালোকদের অনেকেই দু'পক্ষের রাষ্ট্রদূতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ইঙ্গিত করছেন। এমন ঘটনা ঘটার কোন আভাস অবশ্য নেই, তবে সব সময়ই এটার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোটরে ড্যাড্-এর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে একটা তফাৎ লক্ষ্য করলুম। পথচলা লোকেরা পতাকাটি দেখলে পর খানিকটা তাকিয়ে থাকে, আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, মোটকথা আগের চেয়ে বেশি নজর দেয়।

গতকাল দূতাবাসের সামনে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল—এক মাতাল চাষী সান্ত্রীপাহারার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "এই-খানেই কি লড়াইবাজরা থাকে?" সান্ত্রী তাকে হঠিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মাতালটা হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে চুমু খেয়ে বললে, "কমরেড, আমাদের বাঁচিয়েছ বলে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

২৫শে জুলাই, ১৯৫০

আজকাল রাত্তিরে খুব গাঢ় ঘুম আর ঘুমুই না আমরা। এক তো, এখন বড় গরম আর ভোর তিনটে থেকেই রোদ এসে পড়ে, তার ওপর একবার জেগে উঠলেই একরাশ ভাবনা দেখা দেয় আর সেই রাশটা ঘুমপাড়ানি নয় নিশ্চয়ই। কোরিয়ার খবর মর্মান্তিক।

ড্যাড্-এর জার্মাণীতে পাঁচ দিনের হুকুমনামা সংশ্লিষ্ট বভাগ থেকে এসে পড়েছে। এখন বাকী শুধু 'প্লেন'-এর জন্যে রাশিয়ান 'ভিসা'—সব সময়ই যা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উদ্বেগের কারণ। বললাম, আমার মনে হচ্ছে

যে আমাকে যেন কয়েদীর পাঁচ দিনের সানুকম্প ছুটি দেওয়া হচ্ছে। স্বীকার করতেই হবে যে বাইরের পৃথিবীকে এক চোট দেখে নেবার পর আবার ঘুরে এখানে ফিরে আসা বেশ কষ্টেরই হবে। এই সমস্ত লোকের সঙ্গে আমরা যেন বেশি বেশি করে সংশ্রব আর সংযোগ-হারা হয়ে পড়ছি। চিন্তাধারণা, রুচি এমন কি, সহানুভূতির সমুদ্র যেন ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

২৭শে জুলাই, ১৯৩০

সরকারী কাগজপত্রে পড়ছি যে কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা যেন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে, সান্ত্রীরা আবার যে ড্যাড্-কে কুর্নিশ করছে এই ঘটনাটা হয়তো তারই লক্ষণ। এমন কি, চাকর-বাকরগুলোকে পর্য্যন্ত অনেকটা খুশি দেখাচ্ছে।

আমাদের এক সহকর্মী এই সেদিন এক বুড়ো পরিচারককে হারিয়েছেন—পরিচারকটি ষোল বছরেরও ওপর ওঁদের পরিবারে ছিল। সেদিন সে একটা কাগজ পায়; তাতে লেখা, বিদেশীদের জন্যে তার কাজ করা চলবে না—কোন কারণ অবশ্য দেখানো হয় নি। সে একে বুড়ো তায় একেবারেই বন্ধুবান্ধবহীন, সুতরাং এর মানেই অনাহার। তার পুরোনো ইতিহাসের জন্যে অন্য কোন কাজ সে আশা করতেই পারেনা, আর এ ধরণের লোকদের সাহায্য করার জন্যে ব্যক্তিগত দানভাণ্ডারেরও ব্যবস্থা নেই। তার সবচেয়ে দামী দুটো কাগজ রাষ্ট্রদূতের কাছে নিয়ে এসে তাঁকে বলল ও দুটো তার সামনেই পুড়িয়ে ফেলার জন্যে—একটা হল, এক মৃত আর বিস্মৃত কোন এক রাজার দেওয়া তাঁর পরিবারে চাপরাশি হিসেবে ও যে কাজ করেছিল তার প্রশংসাপত্র; আর একটা হল ঐ জমিদারীতেই তার যে ছেলে জন্মেছিল—যে ছেলে জার্মানীতে হয় মারা গেছে না হয় নিখোঁজ হয়েছে—তারই জন্মের সার্টিফিকেট। তারপর

রাষ্ট্রদূতের করমর্দন ক'রে কাঁধের ওপর খুব ছোট একটা পুঁটলি নিয়ে বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে পড়ল, Arbatএর থানায় যে লোকটিকে মরা অবস্থায় দেখেছিলুম হয়ত তারই মত হোঁচট খেয়ে পড়ে গাড়ী চাপা পড়বার জন্যেই।

৩০শে আগষ্ট, ১৯৫০

এরই মধ্যে বাতাসে যেন শরতের ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে, দিনগুলোও ছোট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের শব্জীর বাগান শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। খালি আমাদের সবচেয়ে আদরের শাক-ক্ষেতগুলো এখনও ভরাই রয়েছে। রাশিয়াতে এই গাছগুলো প্রায় অপরিচিতই, তাই আমরা যত্নের সঙ্গেই ওগুলোর দেখাশোনা করি আর তোলার পর জমিয়ে রাখি। টম্যাটোগুলোর কোনই আশা নেই, ওগুলো শক্ত সবুজ বলের মতোই রয়ে গেছে। স্কোয়াশের ফুল ধরা সবে শেষ হয়েছে, ফল ধরার কোন সম্ভাবনাই নেই। সবই ভারী দুঃখের, বিশেষ তো যখন পড়ি যে ইয়োরোপের অন্যান্য অংশ উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যে ডগমগ করছে। মনে হয়, আরও ভালো আবহাওয়া যদি পেতুম তাহলে মস্কোতে খাঁচায় পোরা হয়ে থাকা আরও বেশি করে বিরক্ত করে তুলত; তবে এই সীমাহীন ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে ভাব সামনের শীতের বেশ আনন্দময় সূচনা তো নয়।

সেণ্ট লুইসের ফরাসী গির্জ্জায় ফরাসী পাদ্রী পিয়ারে টমাস যে শেষ উপাসনা উৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন শুক্রবার তাতে আমরা গিয়েছিলাম। এই গির্জ্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের আগে, আর এক কালে এর সঙ্গে লাগোয়া হাসপাতাল আর স্কুল সুদ্ধ এটা বেশ জমকালো সভ্যই ছিল—শহরের দেশী-বিদেশী রোমান ক্যাথলিকদের সব দরকারই মেটাত এই গির্জ্জাটি। লিটভিনভ-চুক্তি বিধিবদ্ধ হবার পর থেকেই একজন বিদেশী—সাধারণতঃ অ্যামেরিকান বা ফরাসী পাদ্রীকে-

এখানে উপাসনা পরিচালনা করার আর ধর্মবিশ্বাসীদের দেখাশোনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রায় বছর খানেক আগে এই গির্জ্জা এলাকার একদল লোক পিয়ারে টমাসের কাছ থেকে গির্জ্জার চাবিগুলো এই বলে দাবী করেছিল যে ওরা নিজেদের মধ্যে থেকে একটা অভি-ভাবক সমিতি গড়ে তুলেছে। রুশীয় ভাষাভাষী একজন পোলিশ পাদ্রিকে ডেকে পাঠান হয়েছিল, আর তখন থেকে গির্জ্জাটি আর তার কাজকর্ম এদেরই হাতে থাকার কথা। পিয়ারে টমাস নির্দিষ্ট সময়ে বিদেশীদের জন্যে উপাসনা করতে পারতেন বটে, তবে ঐ পর্য্যন্তই।

হার স্বীকার করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না বেচারীর, তাও গত সপ্তাহে রুশ বৈদেশিক দপ্তর তাঁর বাস করার অনুমতিপত্র বাতিল করে দিয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এদেশ ছেড়ে যাবার জন্যে অবশ্যই তাঁকে তৈরী হতে হবে। সোবিয়েৎ গির্জ্জার তালিকাভুক্তরা ছাড়া ঐ গির্জ্জা এলাকার অন্য সব বাসিন্দারা দুঃখ পেয়েছে। ওরা হল একগাদা ভাগ্যহতের দল—বেশির ভাগই ওদের পোলিশ, খুব বুড়ো, খুব গরীব; এই পৃথিবীতে আশা করার মতো কিছুই আর ওদের নেই, তাই এর পরের জীবনের যে-কোন আশাই ওদের কাছে সবচেয়ে দামী।

পিয়ারে টমাস আমাকে এক অসুস্থ স্ত্রীলোকের কথা বলেছিলেন। মেয়েটি একটা নোংরা কাগজে মুড়ে ৩০০ রুবল্ পাঠিয়েছিল তাঁকে। সে বলেছিল, এই টাকাটা সে তার কবরের জন্যে জমিয়ে রেখেছিল; কিন্তু এখন তিনি যখন চলেই যাচ্ছেন তখন আর সুষ্ঠু ক্যাথলিক প্রার্থনা-নুষ্ঠানের আশা যে সে করতে পারে না এটুক সে বুঝেছে, আর তাই সে তাঁকে বলেছে তিনটে প্রার্থনা-মন্ত্র বলার জন্যে: একটা পোপের জন্যে, একটা তার নিজের পরিবারের স্বর্গগতদের জন্যে আর একটা তার আত্মার মুক্তির জন্যে।

এই শুক্রবার দিনটা পুরোনো ফ্রান্সের বিশেষতঃ এই গির্জ্জাটির-

অভিভাবক সন্ত সেণ্ট লুইয়ের ভোজপর্বের দিনেই পড়েছিল। উপাসনা ছিল বারটায়, দূতাবাস থেকে আমরা ষাটজনের এক দল নিয়ে চললুম —আমাদের চাকর-বাকরেরা সবাই ছিল ইউনিফর্ম পরে। এই শোভা-যাত্রা যখন পৌঁছল, তখন পথচারীরা আর উল্টো দিকের বাড়ীঘরের মজুররা অনুমান করল যে অদ্ভুত কিছু একটা নিশ্চই ঘটছে আর তাই দেখবার জন্যে তারা কাজ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রাঙ্গণে মোটর-গুলো যখন ঢুকল তখন বেশ একটা ভিড় জমা হয়ে গেছে।

সামনের ঘেরা আসনগুলোতে ছিলেন চারজন রাষ্ট্রদূত, সংগে বিভিন্ন 'মিশন'-এর অন্য কয়েকজন পদস্থ প্রতিনিধি। ব্রিটিশ, ফরাসী আর ইতালীয়রা সকলেই ক্যাথলিক। আমাদের বেশির ভাগই তা নই, তবে যতটা ভালভাবে পারি উপাসনা আমরা মেনে চলছিলুম। ধারের যাতায়াতের সরু রাস্তাগুলোতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন গরীব স্ত্রী-পুরুষ খুস-খাস করে বেড়াতে বেড়াতে ভালো পোষাক পরা বিদেশীতে ভর্ত্তি ঘেরা আসনগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল। ড্যাড্-এর চারজন গোয়েন্দা রক্ষী পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উপাসনা অনুষ্ঠানের সময় পিয়ারে টমাস স্পষ্টতঃই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন; মার্কিন পাদ্রী ফাদার ব্র্যাসার্ড পরিচালিত ঐক্যতান গায়কের দলকে তাঁর কম্পিতপ্রায় কণ্ঠস্বরকে ঠেকনো দিতে হচ্ছিল।

অনুষ্ঠান শেষে পিয়ারে টমাস ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যাতায়াতের সরু পথ দিয়ে হেঁটে চললেন, আমরা চললুম ওঁদের পেছন পেছন দরজার কাছে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে। পরে তিনি মধ্যাহ্নভোজে এসেছিলেন। তাঁকে যে সমর্থন দেওয়া হয়েছে তার জন্যে তাঁকে বড় কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছিল, তিনি বুঝেছিলেন যে আমরা এই সমর্থন জানিয়েছি নির্ব্বিচার অত্যাচারের আর একটা দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখাবার জন্যেই। ফাদার ব্র্যাসার্ডকে গির্জ্জায়

উপাসনা করার অধিকার কখনোই দেওয়া হয় নি, তবে তিনি থেকে যাবেন; কিন্তু তাঁর উপাসনা মন্ত্র তিনি বলতে পারবেন শুধু তাঁর ফ্ল্যাটের একটা ঘরে।

ইতিমধ্যে পোলিশ পাদ্রী, যাকে পাদ্রীর চেয়ে এরিক ফন ষ্ট্রোহাইমের মতই দেখতে, তিনিই গির্জ্জাটি চালাতে থাকবেন। পিয়ারে টমাস তো মনে করেন যে ও আসলে কোন পাদ্রীই নয়, একটা দাঁড়-করানো প্রতিনিধি মাত্র। সেদিন তো দেখিয়েই বেদীর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল সে।

পিয়ারে টমাসের উপাসনার সময় তাঁকে সাহায্য করে পোল্যাণ্ডের একটি ধার্মিক ছেলে, অন্য সময় একটা দূতাবাসে সে শোফেয়ার হিসেবে কাজ করে। তাকে সব সময় পাওয়া যায় না বলে, সদাশয় পাদ্রী একদিন সকালবেলায় গির্জ্জায় যে লোকটি টুকিটাকি কাজকর্ম করে তাকেই বলেছিলেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে। পরে পোলিশ পাদ্রীটা লোকটিকে ভীষণ ধমকে দাঁড় করিয়েছিল উপাসনা-কর্ত্তৃপক্ষের অর্থাৎ যারা ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার দেখাশোনা করে সেই সমস্ত সোবিয়েৎ রাজকর্মচারিদের সামনে। কেন সে বিদেশী পাদ্রীর উপাসনায় সাহায্য করেছিল? সে জবাব দেয়, পাদ্রী তাকে বলেছিলেন—তাছাড়া, ফরাসী দূতাবাসের এক কেরানীর মায়ের উদ্দেশ্যে এটা ছিল একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। এই ভদ্রমহিলা প্যারিসে মারা যান, তাই তাঁর ছেলের ইচ্ছে হয় যে তাঁর জন্যে যেন প্রার্থনা জানানো হয়।

পোলিশ পাদ্রী বলে উঠলেন, "মোটেই না। ভাল করে শুনলে শুনতে পেতে পিয়ারে টমাস বলছেন 'ভিয়েটনাম'। এই প্রার্থনা জানানো হয়েছিল ঐ জায়গার খাতিরেই, আর চালাকি করে তোমাকে দিয়েও সোবিয়েৎ-বাসীদের শত্রুদের হয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হল।"

পাদ্রী সাহেব আসলে যা বলেছিলেন তা হল এই দুটো কথা—"ভাইটা ইটারনাম্" (অনন্ত জীবন)।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

সারা মস্কো ছেয়ে গেছে 'সিক্রেট মিশন' বলে একটা নতুন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে। এই ছবিতে নাকি দেখানো হয়েছে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা কেমন করে জার্মাণীর সঙ্গে একটা আলাদা সন্ধি করতে আর ওকে দিয়ে তাদের হয়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে চেষ্টা করেছে। ছবিটা ষ্ট্যালিন পুরস্কার পেয়েছে আর শহরের চিত্রগৃহগুলির মধ্যে পঁচিশটাতে দেখানো হচ্ছে। "হবু সৈনিক" সোবিয়েৎ সৈন্যদের ওপর যাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে তাঁদের লড়াই লড়ে দেবার জন্যে সেই দুই "হবু সৈনিক" আইজেনহাওয়ার আর ব্র্যাডলী তাঁদের রাশিয়ান মিত্রদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে দেখানো হয়েছে। একজন তরুণ অ্যামেরিকানও রয়েছে; সে সময় থাকতে আলো দেখতে পেয়ে একটা লড়াইবাজ জাতের প্রতি তার আনুগত্য ছেড়ে মহিমামণ্ডিত ইউ-এস-এস-আর'এ নোতুন একটা দেশ খুঁজে পেল। এই হল বছরের সেরা ছবি!

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

আজ একটার সময় ড্যাড্ ভিসিনস্কির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। মনে হয় বিমানের ঘটনা সম্পর্কেই আলোচনা হবে। গতকাল নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে অষ্টিন ঘটনাটির কথা ঘোষণা করেছেন, এ খবর না পড়া পর্য্যন্ত ড্যাড্ এ বিষয়ে কোন খবর পাওয়ার কথা অস্বীকার করার জন্যেই তৈরী ছিল। এখন এটা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে যে কোরিয়ার সমুদ্রে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণরত একটা সোবিয়েৎ বোমারু বিমানকে আমরা গুলীবিদ্ধ ক'রে ভূপতিত করেছি।

মালিক অবশ্য বলছেন যে ব্যাপারটা সাজানো, আর যাতে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া না যায় তাই জলের ওপর ঘটানো হয়েছে। প্রমাণ

পাওয়া গিয়েছে, বাল্‌টিক বিমানের ব্যাপারে যা নিয়ে আমাদের এগুতে হয়েছিল তার চেয়ে বেশি। আমার তো মনে হয় যে সে সময় ওদের যে রকম ভাব ছিল তারই জন্যে রাশিয়ানদের মামলাটা খারাপ হয়ে যাবে।

বরাতক্রমে আজ আমাদের এখানে ভারতের রাষ্ট্রদূত মধ্যাহ্ন-ভোজনে আসছেন। আমি এইমাত্র নীচে গিয়েছিলুম তাঁর জন্যে একটা বিশেষ খাবার তৈরী করতে বলার জন্যে—ভদ্রলোক যে একেবারে নিরামিষভোজী। আজ আমরা ওঁকে খেতে বলেছিলুম কেননা উনি শীগ্‌গিরই চলে যাচ্ছেন, অবশ্য এখানকার রূঢ় আবহাওয়া যতটা তাঁর দর্শনশাস্ত্র সইতে পারে তার সবটা সহ্য করে।

সোবিয়েৎরা বিমানের ব্যাপারটা নিয়ে কি করে দেখতে পারলে বেশ মজার হয়। এটা নিশ্চিত যে এই নিয়ে কাগজে ওরা খুব হৈ চৈ করবে। এখনই তো কোরিয়াতে আমাদের সৈন্যবাহিনী যে সমস্ত ধরণের নিষ্ঠুর কাজ করছে বলে বলা হচ্ছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে কাগজে সাংঘাতিক গরম গরম লেখা বেরুচ্ছে। ভাষা তো আরও সাংঘাতিক। ওদের দেশবাসীদের মনে যুদ্ধোন্মাদনা জাগিয়ে তোলাই এই সমস্ত লেখার উদ্দেশ্য কি না কে জানে?

বড়ই উদ্বেগপূর্ণ দিন এগুলো। আমি স্বীকার করছি যে রজার যে এখান থেকে দূরে নিরাপদে দেশে রয়েছে তার জন্যে আমি খুশী। আমাদের দূতাবাসের বহু স্ত্রীলোক আর শিশু রয়েছে। মনে হয় যেন বড্ড বেশিই রয়েছে। ঘরবাড়ী আর চাকরী পাওয়া দিন দিনই বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে, আর পুরুষদের মন যখন রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের ভারে ভারী হয়ে রয়েছে তখন তাদের ঘরোয়া সঙ্কটের কথা নিয়ে জ্বালাতন করা ঠিক নয়।

পারে

মধ্যাহ্নভোজ দেড়টায় হওয়ার কথা ছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত একটা বেজে পোনেরো মিনিটে এসে পৌঁছলেন, আমি তাঁকে তখন একবাটি বাদামের সামনে বসালুম—ভয় ছিল ড্যাড্-এর হয়ত দেরী হতে পারে। অন্যেরা এলেন—অষ্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী; ফরাসী দূতাবাসের উপদেষ্টা দ্য ল্যামিরাক ও রে থাষ্ট'টন। আমরা শেরী পান করলাম, রাষ্ট্রদূত মশাইয়ের সঙ্গে বাদাম খেলাম; শেষে দুটোর সময় গেলাম মধ্যাহ্ন ভোজনে।

পোনেরো মিনিট পরে ড্যাড্ আর বর্ত্তমানে আমাদের অস্থায়ী উপদেষ্টা রে থাষ্ট'টন এল। ড্যাড্ ভিসিনস্কির সঙ্গে ছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট, এর মধ্যে চল্লিশ মিনিট ধরে মন্ত্রী মশাই ড্যাড্-এর হাতে একটা প্রতিবাদ লিপি গুঁজে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সবিনয়ে কিন্তু জোরের সঙ্গেই সে এটা নিতে অস্বীকার করে।

মন্ত্রী মশাই পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে এ ধরণের কাজ সমস্ত কূটনৈতিক রীতিনীতির বিরোধী। ড্যাড্ কিন্তু জবাব দেয় যে ব্যাপারটা যখন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জকে নিয়ে তখন সোভিয়েট রুশিয়া আর যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে এর আলোচনা চলতে পারে না। নিউ ইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদে তো সোবিয়েৎ সরকারে প্রতিনিধি রয়েছে, আর এ ব্যাপারে কোন আলাপ আলোচনার তো ঐটেই উপযুক্ত জায়গা।

দোভাষী প্যাস্টোয়েভ মারফৎ ভিসিনস্কি ড্যাড্-এর পক্ষে ঐ 'নোট' নেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার বলতে থাকলেন। ড্যাড্ হাত জোড় করে রইল; শেষ পর্য্যন্ত, তখনও অবশ্য খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললে, "মন্ত্রীমশাই, আমার তো মনে হয় না যে এই কথাবার্ত্তা আর চালিয়ে কোন লাভ আছে।"

শেষে ভিসিনস্কি বললেন, "দূত মশাই, এই তিন বারের বার আপনাকে এই 'নোট'টা নিতে অনুরোধ করছি।"

ড্যাড্ আবার আপত্তি জানাল আর সেই সঙ্গেই সাক্ষাৎ শেষ হয়ে গেল। ড্যাড্ আর এড ফ্রীয়ার্স যে তার সঙ্গে গিয়েছিল দুজনেই বলল যে এই অস্বীকৃতির ফলে ভিসিনস্কি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, আসলে কেঁপে উঠেছিলেন বলাই চলে। আমাদের প্রতিনিধি দুজন বিদায় নিয়ে ফেরার সময় জিজ্ঞেস করেছিল তাঁর (ভিসিনস্কি) শীগ্গির যুক্তরাষ্ট্রে যাবার ইচ্ছে আছে কি না।

ভিসিনস্কি বললেন, "আপনারা আমাকে যদি 'ভিসা' দেন তবেই।"

ড্যাড্ বললেন, "আমি তো কালই আপনার জন্যে একটা সই করে দিয়েছি, ভেবেছিলুম আপনি ইতিমধ্যেই হয়ত ওটা আনতে পাঠিয়েছেন। গত মাসে আমি যখন জার্মানী যাই তার আগে আমারটা ঠিক হতে কিন্তু দশ দিন লেগেছিল।"

মন্ত্রীমশাই এই বলে ক্ষমা চাইলেন যে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়ে গেছে, নইলে তাঁর দপ্তরের ওপর কড়া হুকুম রয়েছে মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে কোন দরখাস্ত এলে তার যেন তখনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়।

ড্যাড্ সবিনয়ে হেসে ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করে বললে, "মন্ত্রীমশাই, আমার সঙ্গে এখানে যে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি যুক্তরাষ্ট্রেও আপনি সেই রকম ব্যবহারই পাবেন।" আমার লেখাতে এটা একটু কড়া শোনাচ্ছে, কিন্তু ড্যাড্ আমাকে জোরের সঙ্গেই বলেছিল যে, সমস্ত সাক্ষাৎকারটা দু' পক্ষেই যথোপযুক্ত শালীনতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। আর শেষের মন্তব্যগুলোতেও ঠাট্টাবিদ্রূপ করতেও চায় নি, কেননা এরা সত্যি সত্যিই ব্যক্তিগত ভাবে কখনও তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে নি। এ সমস্ত গল্প আমরা শুনলুম অতিথিরা

চলে যাবার পর। ড্যাড্ অফিসে ফিরে গেল, আর আমি এখানে বসে বসে সমস্ত ব্যাপারটার ফল কি দাঁড়াবে তারই জন্যে সবিস্ময়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

রাত্তির বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর সাড়ে ন'টার সময় মার্কিণ সংবাদ-দাতাদের মধ্যে একজন বলতে এল যে, বি-বি-সি 'নোট' অগ্রাহ্য করার সংবাদ ঘোষণা করেছে। মস্কো বেতারে প্রচারিত 'টাস'-এর একটি সংবাদ থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ড্যাড্ প্রসন্ন মনে শুতে গেল। আজ সকালে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে খবর এসেছে, তাতে বলা হয়েছে—"তোমার কাজের আমরা প্রশংসা করছি।" আরও জানানো হয়েছে—"তোমার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, ওয়াশিংটনে সংশ্লিষ্ট বিভাগে একটা 'নোট' পাঠানো হয়েছিল, সেটা সঙ্গে সঙ্গেই সোবিয়েৎ দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এখানে সকলেই খুব খুসি, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার খুব গর্বও অনুভব করছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

অক্টোবরের ছুটির জন্যে আমাদের কর্মসূচী ঠিক হচ্ছে। বারোই আমরা এখান থেকে বেরুব, সারাদিন সোজা চলব সেদিন। ড্যাড্ আমাকে ব্রাসেল্স্-এ ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনে চলে যাবে। ওখানে আমায় দু' রাত্তির কাটাতে হবে, সপ্তাহের শেষটা কাটাব হল্যাণ্ডে আমাদের দূতাবাসে Chapins-এর সঙ্গে। তারপর জোর কিছু পোষাক তৈরীর জন্যে ফিরে আসব সোমবার। সপ্তাহের মাঝামাঝি ড্যাড্-এর সঙ্গে আমি যোগ দিতে পারি আর শুক্রবার গাঁয়ে যাব দীর্ঘ সাপ্তাহান্তিক শিকারের জন্যে। মস্কো জীবনের গির্জ্জার বিষণ্ণতার পর শুনতে এটা খুবই সজীবতা ভরা।

গত রাত্তিরে আমরা ব্রিটিশ দূতাবাসে রাত্তিরের খাবার খেয়েছিলাম। ওঁদের বেলজিয়ান বাবুর্চির বিদায়ের আগে এইটেই ছিল ওঁদের শেষ নৈশভোজ। লেডী কেলী আর একটা খুঁজছেন বটে, কিন্তু ২০০০ রুব্‌লের (আমাদের দেশের মুদ্রায় মাসে ৫০০ ডলার) নীচে কোন খোঁজই পাচ্ছেন না।

সম্প্রতি সমস্ত কূটনৈতিকদের সম্পত্তির ভাড়াই দ্বিগুণ করা হয়েছে; তার জন্যে কিন্তু কোন কারণও দেখানো হয় নি, কোন আবেদনেও কাণ দেওয়া হয় নি। এই, আর এ ছাড়া যে-সমস্ত মাইনে-পত্তর আমাদের দিতেই হয়—এ সব নিয়ে মস্কোর খরচখরচার হিসেব এত বড় হয়ে যায় যে ছোটখাটো অনেক 'মিশন'কেই একেবারে পাততাড়ি গুটোতে হয়েছে, অন্যেরাও লোকজন ছাঁটাই করছেন।

আজ আমাদের দ্বাত্রিংশৎ বিবাহ-বার্ষিকীতে বাছা বাছা কয়েকজন আসছেন নৈশভোজে। গত রাত্তিরে নিজেকে স্মরণ করিয়েছিলুম যে এই বত্রিশ বছরের মধ্যে কখনোই আমি জানতে কি আন্দাজ করতে পারি নি এর পরেরটা কি নিয়ে আসছে। কিন্তু জীবনভোর অনিশ্চয়তা সত্বেও এটা যে এখনও আশাময়—এই আনন্দপ্রদ উপলব্ধিও তো রয়েছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০

সারা মাসই তাপমান যন্ত্র পঞ্চাশের মধ্যে কি তার কাছাকাছি রয়েছে; আজও ঘরে কোন রকম তাপের ব্যবস্থা হয় নি। বুরোবিন লোক পাঠিয়েছে এক দল, তারা তো ভিত খুলে প্রত্যেক ঘর থেকে তাপবিকিরণ যন্ত্রগুলো বের করে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়েছে আর মরচে আর ধুলোবালি সাফ করবার জন্যে সেগুলোর মধ্যে দিয়ে বাগানের 'হোস্' পাইপ থেকে জল চালিয়ে দিয়েছে। বাষ্প কি বাতাস বের করে দেবার কোন 'ভাল্‌ভ্' থাকে না রাশিয়ান তাপবিকিরণ যন্ত্রগুলোর

মধ্যে। যে কোন সারানোর কাজই মস্ত পরিশ্রমের ব্যাপার। সমস্ত তাপবিকিরণ যন্ত্রগুলো 'লন্'-এর ওপর এদিক-সেদিক ছড়ানো দেখে তো ভরসা পাচ্ছি না যে আসছে মাসে তাপ পাব আমরা—আমাদের ইঞ্জিনিয়ার অবশ্য স্ফূর্তির সঙ্গেই বলছে যে ২রা অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাই যেন হয়, কেননা বাড়ীর ভেতরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ছে—খোলা চুল্লী দুটো আমাদের আরামে রাখার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

এবছর ব্যালে নাচের ব্যাপারে আমাদের প্রথম চেষ্টা সন্তোষজনক হয় নি। এবার ২৯শে তারিখে আমরা প্রোকোফিয়েফ রোমিও ও জুলিয়েট নাটকে উলানোভার অভিনয় দেখব ঠিক করেছি। নোতুন দুই প্রধানা নর্তকী প্লিটেসকায়া এবং স্ট্রাচকোভার মধ্যে কেউই উলানোভা কি লেপেসেনকায়ার সমান নয়—শেষের দুজনের বয়েস যদিও চল্লিশ কি তারও ওপর। একদা-জনপ্রিয়া সেমেনোভা সেদিন নেচে স্টেজের ওপর পড়ে গিয়েছিল। বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার! রাশিয়ানরা তাদের ব্যালে নাচের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় আর কোন পড়ে-যাওয়া নাচিয়ে হেরে-যাওয়া সেনাপতির মতোই সমাজে অপমান ভোগ করে।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫০

যুদ্ধের প্রথম বছর ইংল্যাণ্ডে নিষ্প্রদীপের কথা যেমন কোনদিনই ভুলব না, তেমনি রুশ রেডিওতে গোলমালের ব্ল্যাক-আউটের কথাও ভুলব না কোন দিনই।

'ডায়াল'টি ওপর নীচে যেখানেই ঘোরাই না কেন যখনই এদের পক্ষে অপ্রীতিকর কোন খবর কি খবরের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অমনি গর্জন শুরু হয়ে যায়। এখানে মস্কোতে এই গোলমালটা এত ভুল না করবার মতো যে-কোন হতভাগ্য সোবিয়েৎ নাগরিক যদি 'বি-বি-সি' কি

'ভয়েস অব আমেরিকা' শোনার চেষ্টা করে তাহলে শুধু বেতারের চাকতিটি ঘুরিয়েই সে ধরা পড়ে যাবে। এটা বিরক্তিকর, নৈরাশ্যজনক; ঐ গোলমালটাকে স্বাধীনতার পুরোদস্তুর অস্বীকৃতি বলেই মনে হয়।

গত কয়েকদিন তো 'বি-বি-সি' কি 'ভয়েস অব আমেরিকা' ঢুকতেই পারে নি, ইংরেজী ভাষার বেতার-সূচীতেও নয়; যে 'অপারেটার' আমাদের দূতাবাসের দৈনিক 'বেতার বুলেটিন' টুকে রাখে সেও ড্যাড্-কে খবর পাঠিয়েছে যে সারা রাত বেতারে অনবরত বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

গত সন্ধ্যায় আমরা যখন খবরের ধান্দায় ঘুরছিলাম তখন একটা ফরাসী কণ্ঠস্বর বেশ পরিষ্কার শোনা গেল—মস্কো রেডিও থেকে তাদের প্রচারিত অন্যতম বিদেশী ভাষা ফরাসীতে প্রচার চলছিল তখন। শুনতে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে আমরা খালি এইটুকু ঘোষণা করতে শুনলুম যে যুক্তরাষ্ট্রের একটা খবরে "সাতাশটা রাষ্ট্রে গরীবদের জন্যে যে বাধ্যতা-মূলক বন্ধ্যাত্ব-ব্যবস্থা কাজ করছে" তারই লোমহর্ষক বিবরণী দেওয়া হয়েছে। এই যদি রাশিয়ানদের বিদেশী ভাষায় প্রচারের একটা নমুনা হয় তাহলে তো মনে হয় না যে এগুলো প্রতীচ্যের সভ্য শ্রোতাদের কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য হবে।

১২ই অক্টোবর, ১৯৫০

আজও বাড়ীতে আমাদের তাপের ব্যবস্থা হয় নি, দিনদিনই এটা ঠাণ্ডা থেকে আরও ঠাণ্ডা হয়ে পড়ছে। সপ্তাহের শেষে কিছুটা তাপের ব্যবস্থা হবে বলে এরা আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেল যে একটা বয়লারে একটা বড় ফুটো ওরা সারাতে পারে নি আর তেলের 'ট্যাঙ্ক'টাও একেবারেই পরিষ্কার করা হয় নি। আমাদের গরম জলের 'হিটার'-এর তেল যোগান হয় ছোট একটা জরুরী ট্যাঙ্ক থেকে, কিন্তু সেটা কমে যাচ্ছে বলে পরিষ্কার

করার অপেক্ষায় না থেকে তাকে তেলটা বড়টাতেই রাখতে হচ্ছে। এ সমস্তটাই খাঁটি রাশিয়ান মাফিক। ওরা কোন কাজ কখনোই ঠিক মতো করে না, কখনোই একেবারে শেষ করে না। এ নিয়ে ড্যাড্ যখন রাগারাগি করে আমি তাকে বলি—এ তো আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে আশাপ্রদ, এ নিয়ে তোমার অভিযোগ করা ঠিক নয়।

রুশ শোফেয়ার-রা আমাদের সুন্দর সুন্দর 'ক্যাডিল্যাক' গাড়ীগুলো যেভাবে ব্যবহার করে সেও ওর একটা বিরক্তির কারণ। 'গিয়ার' বদলানো ওরা ওদের পক্ষে মানহানিকর বলে মনে করে, তাই প্রত্যেক মোড়ে, প্রতিটি পাহাড়ের ওপর ওরা জোরেই মোটর চালায়। সেদিন রাত্তিরে আমাদের স্প্যাসো স্কোয়ারের কাছাকাছি ছোট রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দেখা গেল একটি লোক—কাপড়-চোপড় ছেঁড়া, শূন্য ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি, এক করুণ চেহারা। আমরা ঠিক সময়েই থেমেছিলাম; আমাদের একজন রক্ষী নেমে তাকে রাস্তা পার করিয়ে দিল। সে শুধু অন্ধই নয়, খোঁড়াও। মস্কোর রাস্তা দিয়ে এই ধরণের হতভাগ্য প্রাণীদের প্রায়ই চলে বেড়াতে দেখা যায়, তবে অন্ধকারে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটাটাই বিশ্রী। বিকলাঙ্গদের সুব্যবস্থার কোন চেষ্টাই করা হয় না এটা বড় অদ্ভুত; আর যদি বা হয় তাও অতি সামান্যই।

কয়েকটা হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে দেখার আমার খুব ইচ্ছে। গত বছর বৈদেশিক দপ্তরে দরখাস্ত করেছিলাম, এবারও করেছি; কিন্তু ওদের কাছ থেকে কোন উত্তরই পাই নি। হাসপাতালে যাওয়ার চেয়েও 'নার্সারি' আর স্কুলগুলো দেখার ইচ্ছে আমার বেশি। আমি কয়েকটা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু কোন উত্তরই পাইনি।

নতুন 'এম-ভি-ডি' দল এখন আমাদের কাজে লেগেছে। আমার মনে হয় আমাদের রক্ষকদের মাঝে মাঝে ছুটির দরকার। সেদিন

রাত্তিরে আমরা যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আর লেডী কেলীর ঠিক পাশেই বসেছিলাম তখন Bolshoi Theatre বেশ একটা জমকালো দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। ড্যাড্-এর আর স্যর ডেভিড-এর লোকেরা আমাদের পেছনেই বসেছিল—একসারিতে তাদের আট জন!

আর সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইতালীয় দূতাবাসের জানালা দিয়ে 'উঁকি' দিয়ে কী মজাই না পেয়েছিল। ব্রোসিওরা একটা রুশ লোক-নৃত্যের 'ক্লাস' খুলেছে। খুব বাছাই-করা কয়েকজনকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে; আর বড় 'বল্ রুম'টার দুধারে সারিবন্দী ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দেখলে তোমরা মজা পেতে। আমাদের দলে ছিলেন তিনজন রাষ্ট্রদূত, তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রীরা আর কূটনৈতিক বাহিনীর আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক—তাঁদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্যে সমস্ত দৃশ্যটাকে সুরভিত করে তোলা হয়েছিল যথেষ্ট সংখ্যায় আমাদের সেরা সেরা সুন্দরী তরুণীদের দিয়ে।

শিক্ষিকাটি রাশিয়ান, একটু লাজুক ধরণের ভদ্রমহিলা, একটু আধটু ফরাসী বলতে পারতেন তিনি। মাঝে মাঝেই তিনি রাশিয়ান শুরু করে দেন, এড ফ্রীয়ার্স তখন দোভাষীর কাজ করে। কাজ শেষ করেই ফ্রীয়ার দৌড়োয় নাচের সঙ্গিনীর খোঁজে।

সবচেয়ে মজার দৃশ্য দেখা গিয়েছিল সেদিনকার স্মরণীয় বিকেল বেলায় 'মহিমময় যাত্রা' নাচটিতে যখন ড্যাড্ আর স্যার ডেভিড হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলেন। শুনেছি ড্যাড্-এর কথাবার্তা নাচে যখনই সে বেতালা পা ফেলছিল তখনই জাহাজে গোরাদের মতো হয়ে পড়ছিল, আর ডান পা আগে ফেলে শুরু করার জন্যে শিক্ষিকা মহোদয়ার জেদাজেদিতে সে আর পুরোনো সৈনিক স্যার ডেভিড দুজনেই রেগে আগুন হয়ে উঠছিলেন। ড্যাড্ বলছিল, "এ জিনিস কল্পনা করার জন্তে রাশিয়ানদেরই দরকার!"

৫ই নভেম্বর, ১৯৫০

রুশ খবরের কাগজের যে 'কাটিং'গুলো পাঠিয়েছি সেগুলো পেয়েছ জেনে খুসী হলুম। পড়তে এগুলো ভারী কদর্য তো বটেই, তবে ওদের কাগজের ধরণই এই রকম—খালি মস্কোতেই নয়, এদেশের সর্বত্রই। এখানকার 'প্রাভদা'তেও যা পড়বে সাইবেরিয়ার শহরগুলোতে স্থানীয় 'প্রাভদা'তেও তাই পড়বে। আর মানবিক ব্যাপার। এ তো কাগজে থাকেই না—কয়েকবছর ধরেই নেই। প্রথম পৃষ্ঠাগুলো তো দলের নীতি ঘোষণা, সব রকমের প্রচারমূলক প্রবন্ধেই ভরা থাকে, আর শেষের পৃষ্ঠায় থাকে বিদেশের টুকিটাকি খবর। স্থানীয় খবর বলতে থাকে শুধু সভাসমিতির বিজ্ঞাপন, নির্বাচকদের উপদেশ—এই সবই; ব্যক্তিগত কিছু থাকে না। 'সোভিয়েট উওমেন' বলে একটি পত্রিকা আছে, কিন্তু তার বেশির ভাগই Siberian ইস্পাত কারখানার কোন স্ত্যাখানোভাই শ্রমিকার ছবি কি ইউক্রেনে ফসল-কাটিয়েদের ছবি এই সব নিয়ে—জীবনের কোমলতর দিকগুলো সম্বন্ধে যৎসামান্যই থাকে।

তবে পুরোনো রীতিনীতির কিছু কিছু এখনও রয়ে গেছে। এখনও তাদের রয়েছে—অবশ্য পিতল কি তামার নয়, অর্থাৎ পিতল কি তামা দিয়ে তৈরী কোন নতুন সামোভার* নয়। নতুনগুলো পাতলা ধাতুর, আর সেগুলো এখনও টুলার পুরোনো সামোভার কারখানা-গুলোতে তৈরী হয় কি না ঠিক জানি না। ইয়াসনায়া পলিয়ানা যেতে আমরা এই শোষোক্ত শহরটির ভেতর দিয়ে যাই। আজকাল এটা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে পড়েছে। ড্যাড্‌কে যখন টলষ্টয়ের বাড়ী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম আমরা তখন টুলাতেই পুলিশের তৃতীয়

* Samover—রাশিয়াতে ব্যবহৃত একরকম চায়ের পাত্র, সাধারণতঃ তামার তৈরী। ওপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা নলে যে কাঠকয়লা থাকে তাতেই এর চা গরম হয়।

গাড়ীটি দেখতে পাই। আমরা যখন আসছিলুম, তখনও গাড়ী তিনটে আমাদের পেছন পেছন আসছিল; রাস্তার ধারে যখন চড়ুইভাতি করতে থামলুম তখন হুজন মোটর সাইকেল-চড়া পুলিশ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অর্থাৎ চোদ্দজন 'এম-ভি-ডি'র সতর্ক চোখের সামনে আমাদের স্যাণ্ডউইচ খেতে হল।

তাই গতমাসে আমরা যখন বেরোই তখন আমাদের বেলজিয়ান বন্ধুবান্ধবরা যে বলেছিল—"আমরা বলতে চাই নি বটে, কিন্তু তোমাদের মুখের মস্কো চেহারা বদলাতে তিনদিন সময় লেগে গিয়েছিল"— তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

আমাদের দু' সপ্তাহের ছুটিতে সময়টা বেশ ভালই কেটেছিল। নভেম্বর এসে পড়ছে, ৭ই নভেম্বরের উৎসবও আবার করতে হবে—এখন পেছন দিকে তাকাতে বেশ লাগছে। তবে ৪ঠা ডিসেম্বর আবার আমরা বেরুচ্ছি, তার ওপর বাড়ীতে বড়দিন—এই সব ভেবে অদূর ভবিষ্যতটা বেশ আনন্দেরই মনে হচ্ছে।

কাল (৬ই) রাত্তিরে Bolshoi Theaterএ বিরাট জনসভায় আমাদের যেতে হবে কি না এ সম্বন্ধে কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত করতে হবে। উপস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের ইতস্ততঃ করবার কারণ হল—এই সভার সুর সাধারণতঃ যা হয় তার চেয়ে ঢের বেশি আমেরিকার-বিরোধী হতে বাধ্য। তাছাড়া আমাদের দূতাবাস থেকে খালি ড্যাড্‌কে আর আমাকেই নেমন্তন্ন করা হয়েছে; ফলে যে-সমস্ত মন্তব্য হবে সে সব অনুবাদ করে দেবার মত কাউকেই আমরা পাব না। খুব খারাপ আলোচনা হলেও, কখন যে রাগ করে উঠে পড়ে বাড়ী চলে আসতে হবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও আমাদের হবে না।

৮ই নভেম্বর, ১৯৫০

বহু বছরের মধ্যে এবারই ৭ই নভেম্বর প্রথম বৃষ্টি হল। আমার

মনোভাব হয়েছিল মিশ্রিত ধরণের। আবহাওয়ার প্যারেড নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে আমার মনে কিছুই হয় নি, কিন্তু এই প্যারেড দেখবার জন্যে আমাদের যারা কূটনীতিকদের আবেষ্টনীতে দু' ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েছিল তাদের জন্যে—রোদ্দুর চাইছিলুম আমি। সামান্য বরফ পড়াটাও বরং সইতে রাজী ছিলুম; কিন্তু তার জায়গা হল বৃষ্টি আর কুয়াশা। লাল পতাকাগুলো ঝুলে পড়েছিল, লেনিন ষ্ট্যালিন অ্যাণ্ড কোম্পানীর ছবিগুলো ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছিল। তাদের চারধারে যে সব কাগজের মালা ছিল সেগুলোকে একেবারে ভিজে জবজবে আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

৬ই তারিখে সমস্ত নাগরিক যখন খুশী মনে সাজানো-গোছানো নিয়ে ব্যস্ত তখনই বৃষ্টি শুরু হয়। কে যেন বলছিল, শুধু ক্রেমলিনে আর মার্কিণ দূতাবাসেই সাজানো-গোছানো বাকী ছিল। আমরা কিন্তু আমাদের পতাকা টাঙ্গিয়েছিলুম—কুচকাওয়াজীরা দূতাবাসের সামনে মোখোভায়া স্কোয়ারে যখন জড় হয়েছিল তখন তাদের মুখের উপর এটা বেশ জাঁকালো ভাবেই উড়ছিল।

আবহাওয়ার উপযুক্ত সাজে সেজে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে ছিলুম সওয়া ন'টায়। আমি একটা পুরনো ওভারকোট আর টুপি ধার করে এনেছিলুম। আমি হাঁটু অবধি বুট (তুমি পছন্দ করবে না জানি) আর মাথার ঢাকার নীচে একটা 'বেরেট' (টুপি) পরেছিলুম। তুমি জানো 'বেরেট'-এ আমাকে ভাল দেখায় না। ড্যাড্ পরে বলেছিল আমাকে যে আমি নাকি যে কোন সময়েই সেদিন জনতার কুচকাওয়াজে যোগ দিতে পারতুম—আমাকে নাকি ঠিক ওদেরই মত দেখাচ্ছিল। ড্যাড্-এর চেহারাটা বেশ সভ্য-ভব্য দেখাচ্ছিল। এড-ফ্রীয়ার্সেরও তাই সেনাবাহিনীর লোকেদেরও সেই রকম; বাকী মেয়েদের কিন্তু অনেকটা আমারই মত দেখাচ্ছিল।

আমাদের আবেষ্টনী, গত বছরের মতোই, লেনিনের সমাধি-

মন্দিরের ডানদিকে ছিল—রাষ্ট্রদূতদের তাঁদের পরিবার পরিজনদের আর বড় বড় সোবিয়েৎ বৈদেশিক দপ্তরের কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছিল সামনের সারি। ফরাসী রাষ্ট্রদূত আর একটি মোটাসোটা ভদ্রমহিলা প্রত্যেকবার ষ্ট্যালিনকে বাহবা দেবার সময় যাঁরা সাগ্রহ হর্ষধ্বনি দেখে পূর্ব জার্মাণীর প্রতিনিধির স্ত্রী বলে যাঁকে আমি চিনতে পেরেছিলুম—এই দুজনের ঠিক পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম। ঐ মেয়েটি আমার দিকে পিছন ফিরিয়ে ছিল, আমিও তার দিকে পিছন ফিরে ছিলুম।

দশটার সময় ক্রেমলিন-এর ঘড়িটা বেজে উঠল আর একজন বিশাল ছাতিওয়ালা সেনাপতি একটা বাদামী রঙের স্ফূর্তিবাজ ঘোড়ায় চড়ে স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকলেন, তাঁর পেছন পেছন ঢুকল একজন দেহরক্ষী। উল্টোদিকে জমায়েৎ ব্যাণ্ডবাজিয়েরা একসঙ্গে বাজনা বাজিয়ে উঠল। আর একটু বেশী মোটা তাহলেও এখনও পুরোনো ধরণের ঘোড়-সওয়ারদের মতো সুন্দর চেহারার মার্শাল বুডেনী ঘোড়ায় চড়ে গেলেন সেনাপতির সঙ্গে মিলিত হতে। মার্শাল বুডেনী কুচকাওয়াজীদের পর্যবেক্ষণ করলেন, সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে চললেন তাঁর পাশাপাশি। এক একটা দলের পাশ দিয়ে যখন তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন তখন খুব জোর বাহবা আর ব্যাণ্ডের বাজনা দিয়ে তাদের অভ্যার্থনা জানানো হচ্ছিল।

তারা আবার স্কোয়ারে ফিরে এলেন। বুডেনী ঘোড়া থেকে নেমে পলিটব্যুরোর বাকী সভ্যদের সঙ্গে জায়গা নেবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। বাহিনী থেকে সেলাম জানানো হল, তখন তিনি মিলিটারী কায়দায় গর্জন করতে করতে তাঁর বর্ক্তৃতাটা পড়লেন। আমরা দুটো "Americanski Imperialisti" (সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকানরা) শুনতে পেলুম। "Slava Stalin" (স্তালিনের জয় হোক) ধ্বনি দিয়ে যখন তিনি শেষ করলেন তখন বহুক্ষণ ধরে হাততালি চলল।

ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই কুচকাওয়াজও শুরু হয়ে গেল। গত বছর যা দেখেছিলুম তার তুলনায় এটাকে প্রায় নাম-মাত্র কুচকাওয়াজ বলা চলে। সামরিক কুচকাওয়াজ অর্ধেক করে ফেলা হয়েছিল। আবহাওয়ার জন্যে বিমানবাহিনীর কোন কুচকাওয়াজ হয় নি। আমাদের দলের লোকদের কেমন যেন মনে হচ্ছিল যে সমস্ত ছবিটাই যেন একটু নিরেস হয়ে পড়েছে। তাহলেও, এটা বেশ মনে রাখবার মতোই হয়েছিল, আর টিপ টিপ করে বৃষ্টি হওয়া সত্বেও দৃশ্যটা বেশ নাটকীয় হয়েছিল।

কুচকাওয়াজে বে-সামরিকদের অংশ আরম্ভ হবার কিছু পরেই আমরা চলে এলুম। আমরা বেশ বড় একটা দল চলে এলুম 'ষ্ট্যাণ্ড' ছেড়ে— আমাদের বন্ধু গোছের সতীর্থদের বেশির ভাগই ড্যাড্ আর ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের পেছন পেছন চলে আসেন, তাঁরা জানতেন যে তাঁদের ছোট ছোট কর্ত্তারা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে স্কোয়ার পার করে তাঁদের মোখো-ভায়াতে পৌঁছে দেবে।

আমাদের নিজেদের আশ্রয়দাতা পতাকার নীচে ফিরে এসে, ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে ভালই লাগল।

আগের রাত্তিরে বলসই-এর মেলায় ড্যাড্ একলাই গিয়েছিল। আমি যে যাব না এটা আমরা ঠিকই করেছিলুম, তাহলে লক্ষ্য করা যার কাজ এমন যে কোন লোককেই দেখানো যাবে যে সে একলাই গিয়েছিল, স্রেফ কর্তব্যের খাতিরেই। ড্যাড্-এর যাবার একমাত্র কারণ হল এই যে, সে যদি বাড়ী থাকত তাহলে সংবাদপত্রের প্রতি-নিধি পাঁচজন ব্যাপারটা তার করে পাঠিয়ে এখন একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দিত যার ফলে এটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু যা ঘটল তার ফলে পরের দিন ওরা ড্যাড্‌কে জানাল যে কুচকাওয়াজে উঁচু topper টুপি পরে না গিয়ে ও যে নরম ফেল্টের টুপি পরে গিয়েছিল

সেটা একটা অমঙ্গলসূচক ঘটনা বলেই ওরা তার করেছে। ওরা যে আমার পোষাকের বর্ণনা করে নি এতে আমি খুশী।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৫০

পাশ্চাত্যদেশীয়দের পক্ষে মস্কো-জীবনের অন্যতম সবচেয়ে নৈরাশ্য-জনক বিষয় এই যে এখানকার লোকেদের প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি বন্ধুত্বের চাউনিকে আমাদের অবিশ্বাস করতেই হয়। আর এ যে আমাদের করতে হয় তা শুধু আমাদের নিজেদের রক্ষার জন্যেই নয়, আর যারা এ সঙ্গে জড়িত তাদের রক্ষার জন্যেও। অবশ্য ঘন ঘনই যে লোকেরা আসছে আমাদের কাছে, কি বন্ধুত্বের ভাব দেখাচ্ছে তা নয়, তবে মস্কো থেকে দূরে রেলগাড়ীতে কি ছোট্ট ছোট নগরে আর শহরে আমাদের কিছু কিছু যোগাযোগ হয় বটে। তবে এই সমস্ত বন্ধুত্বের ভাব দেখানো অকৃত্রিম কিনা সে সম্বন্ধে আমরা কখনোই একেবারে সুনিশ্চিত হতে পারি না আর তাই আমাদের প্রতিটি কথায় আর কাজে সতর্ক হয়ে থাকতেই হয়।

আমাদের জানা এক ইংরেজ দম্পতি তাদেরই বয়সী এক রুশ দম্পতীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল।

ইংরেজ মেয়েটি একটা বাস-এ তার টাকার থলি হারিয়ে ফেলেছিল, ঐ রুশরা ওটা খুঁজে পেয়ে টেলিফোন করে ওটা ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা ঠিক করে। এইভাবে ঐ দুই পরিবারের মধ্যে জানাশোনা হয়ে যায়।

অনেকবারই ওদের দেখাসাক্ষাৎ হয়, তবে যে নম্বর ওদের দেওয়া হয়েছিল সেই নম্বর টেলিফোন করার সময় ইংরেজ দম্পতি সতর্কতার সঙ্গেই দূতাবাস থেকে না করে 'সাধারণের টেলিফোন' (Public Telephone) থেকেই ফোন করত।

রুশদের ফ্ল্যাটে ডিনার খাবার নেমন্তন্ন হত তাদের। কোন দেখা-

শোনার সময়েই কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক কথাবার্ত্তা কি আলাপ আলোচনা কখনই হত না। গান আর ব্যালে নাচে চারজনেরই ছিল খুব ঝোঁক, তাই তাদের কথাবার্ত্তাও সব সময়ই নির্দোষ সৌন্দর্যবোধ নিয়েই হত।

তারপর এক রাত্তিরে এই রকম একটা দেখাশোনার পালার পর ইংরেজ-দম্পতীর মনে হল কেউ বুঝি তাদের পিছু নিয়েছে। ঘটল না কিছুই, কিন্তু এর পর তারা যখন টেলিফোন করে তখন কোন উত্তরই আর পায় নি। আবার তারা টেলিফোন করে, তবুও কোন সাড়াশব্দ নেই, সেইখানেই এ পালার শেষ।

এই ধরণের গল্প থেকে বোঝা যায় আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা করা যে-কোন লোকের পক্ষেই কতখানি সাংঘাতিক হতে পারে। তাদের এই ঝুঁকি নিতে দিতে আমাদের সাহস হয় না, তাই কেউ যদি একেবারে খোলাখুলি ভাবে আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা করতে আসে তখন যেন একটু আশ্চর্য্য মনে হয়, তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে।

আর একজন কূটনীতিক সতীর্থ গতমাসে টিফ্লিসে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার কথা আমাদের বললেন। রেলগাড়ীতে এক রুশের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। রুশ ভদ্রলোকের আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তাও হয়; তিনি জানতে পারেন যে রুশ ভদ্রলোকটি মস্কো সঙ্গীত-শিক্ষালয়ে সঙ্গীত-ইতিহাসের একজন অধ্যাপক।

দুজনেই পণ্ডিতলোক, তাই দুজনেরই ভালো লাগে এমন অনেক জিনিস খুঁজে পেলেন এই দুই ভদ্রলোক। সারা সপ্তাহটা তাঁরা একই সঙ্গে টিফ্লিসে ঘোরাফেরা করতে থাকলেন। বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাবার সময় রুশ ভদ্রলোকটি হেনরীকে নিয়ে যেতেন। হেনরী এই সমস্ত বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে কখনও দিনে কখনও রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করত, প্রমোদ-ভ্রমণে বেরুত তাদেরই সঙ্গে—'গাইড' হিসেবে থাকতেন স্থানীয় যাদুঘরের 'কিউরেটার'। একেবারে খোলাখুলিই এ সমস্ত করা

হত, তাই কর্তৃপক্ষ যদি এটা বন্ধ করতে চাইতেন তাহলে তো অধ্যাপক মশাইয়ের একটা কথা বলে দিলেই নিশ্চয়ই যথেষ্ট হত।

হেনরী বলে, অধ্যাপক মশাই বা তাঁর বন্ধুবান্ধবরা—এদের বেশির ভাগই ইংরেজী কি ফরাসীতে কথা বলতেন—কখনই কোন রাষ্ট্র-নৈতিক ব্যাপারের উল্লেখ করতেন না। এঁদের সকলেই ছিলেন মার্জিত রুচি-সম্পন্ন ভদ্রলোক, বিদ্যাচর্চ্চায় ব্যস্ত—তাকেও তাঁরা সতীর্থ কৃতবিদ্য লোক বলে মেনে নিয়েছিলেন। সে এঁদের সঙ্গে আনন্দও পেত, ফিরে আসার পরও কয়েকবারই ও টেলিফোন পেয়েছে অধ্যাপক মশাইয়ের কাছ থেকে, তাঁর বাড়ীতে ডিনারে ওকে নেমন্তন্নও করেছেন তিনি।

হেনরীকে জিজ্ঞাস করেছিলুম—এটা দেখতে কেমন? অধ্যাপক মশাই মাইনে পান মাসে ৫,০০০ রুবল। তিনি আর তাঁর স্ত্রী থাকেন দুটি ঘর নিয়ে। ঘর দুটি খুব সাদাসিধে ভাবে সাজানো, তবে বই রয়েছে সারি সারি। ওদের নিজেদের একটা ছোট রান্নাঘর আর স্নানের ঘর রয়েছে—এই সব থাকায় ওঁদের ফ্ল্যাটটা আমীরী শ্রেণীতে পড়ে গেছে। ওদের চাকর-বাকর নেই, তবে একটি মেয়ে ধোয়া-মোছা করতে আসে। ওঁদের মোটরগাড়ীও নেই; অধ্যাপক মশাই বলেছিলেন যে একটা কেনবার কথা তিনি ভেবেছিলেন, কিন্তু যখনই তাঁর দরকার পড়ে তখনই সঙ্গীত-বিদ্যালয় তাঁর হেপাজতে একখানা মোটর ছেড়ে দেয়। ককেশাসে ওঁর ছুটিটা কাটাবার ব্যবস্থাও সঙ্গীত-বিদ্যা-লয়ের কর্তৃপক্ষেরাই করেছেন, আর ওদের প্রকাশ-করা তাঁর লেখা কয়েকখানা বই থেকে কিছু কিছু রয়্যালটিও তিনি পেয়ে থাকেন। উনি গানলিখিয়ে বটে, তবে কিছুদিন হল কোন গান-টান লেখেন নি।

হেনরী বলেছিল যে অধ্যাপক মশাই তাকে তাঁর কয়েকখানা গানের পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছিলেন—কি ভাব কি রচনা দুদিক দিয়েই সেগুলো পরিষ্কার আধুনিক ধরণের। কেন যে ভদ্রলোক আর কোন নতুন বইটই

বের করছেন না, এ থেকে সেটা খানিকটা বোঝা যেতে পারে—কম্যুনিষ্ট স্বার্থের পরিপন্থী বলে এ ধরণের গানের এখানে সমর্থন নেই।

অবশ্য রুশ ভদ্রলোকটি এ সম্বন্ধে কোন কিছুই বলেন নি; তিনি শুধু হেনরীকে বলেছিলেন যে দুটো সঙ্গীতের ইতিহাস—একটা চেক সঙ্গীতের আর একটা পোলিশ সঙ্গীতের ইতিহাস শেষ করা নিয়ে ব্যস্ত, আর এই লেখাতেই তাঁর সমস্তটা সময় লেগে যায়।

হেনরী তো ঘাবড়ে গিয়েছে, আমরাও তাই। রুশ অধ্যাপকটি কি খাঁটি? কর্তৃপক্ষেরা তাঁকে একজন বিদেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দিলে কেন? আর এটা যদি তাদের সম্মতিক্রমেই করা হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা-কল্পনার দিক দিয়ে কি রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে হেনরীকে প্রভাবিত করবার কোন চেষ্টা করা হয়নি কেন? অধ্যাপককে এই সংস্পর্শে থাকতে দিয়ে হেনরী কি ঠিক কাজ করেছে? কি বিপদে তিনি পড়তে পারেন তা কি অধ্যাপক মশাই বুঝেছিলেন?

প্রতিবারই এই বিশ্বাসে ফিরে আসতে হয় আমাদের যে কর্তৃপক্ষ কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে অবহিতই ছিলেন, আর এটা তাঁদের অনুমতি অনুসারেই করা হয়েছে। এ ধরণের ঘটনা এত কম ঘটে যে এ সবের মানে কি সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আসতে বাধ্য। এই ছোকরাকে নিজেদের চিন্তাধারায় দীক্ষিত করে নেবার কোন আশাই সোবিয়েৎরা করতে পারেনি নিশ্চয়ই—ওর চেয়ে খাঁটি দেশভক্ত নাগরিক যে কল্পনাই করা যায় না। তবে এ ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে।

কী বোকামিতে ভরা যায় এই প্রথা যা আমাদের এই সমস্ত লোক-দের জানতে দেয় না, যা আমাদের সমস্ত সংযোগ ছিঁড়ে দিয়ে এই মস্কোতেই বিভিন্ন শত্রুশিবিরে ভাগ করে দেয়! দেশে যে-কোন লোকের পক্ষেই এটা বুঝে ওঠা বেশ কঠিন হবে যে এখানে এমন কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে দ্বারদেশে প্রহরারত

শান্ত্রীকে বলে দেওয়া হয় কখন সে সেলাম করবে আর কখন করবে না। থিয়েটারের টিকিট আমাদের এক সপ্তাহে দেওয়া হলো কিন্তু তার পরের সপ্তাহে তা পেলাম না। পরিচারিকাদের আসা যাওয়া প্রয়োজন আর ঊর্দ্ধতন কর্ত্তাদের নির্দ্দেশের ওপর নির্ভর করতে থাকে। অতি তুচ্ছ থেকে একটা মানে করে নেওয়া তাদের স্বভাব, বিস্তৃত বিবরণও দুর্ব্বোধ্য। এক সময় হয়তো একটা অনুরোধের সম্মতি তারা দিল হয়তো পরদিন সে সম্মতি আবার প্রত্যাহার করে নিলো! কখন যে কি ঘটে কেউ বলতে পারে না।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১

গতকাল খুব সকাল সকাল আমরা বার্লিন ত্যাগ করলাম। জার্ম্মানীর এবং পোল্যাণ্ডের ওপর সঞ্চারমান মেঘপুঞ্জের ভিতর দিয়ে বিমানে আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। আমাদের নীচে তখনও রয়েছে রাশিয়ার কৃষ্ণবর্ণ অরণ্যানী এবং তুষার আবৃত শস্যক্ষেত্র।

মুকোভার রাণওয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু আমাদের বিমানচালক আমাদের কোন রকম শারীরিক ঝাঁকুনী না দিয়ে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলে এবং কণ্ট্রোল বিল্ডিংয়ের কাছে গিয়ে থামলো। এখানে লাল পতাকা উড়িয়ে বহু লোকের উপস্থিতি ঘটেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমাদের বন্ধুরা এই লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের মধ্যে থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে এলো। লাল ঝাণ্ডাওয়ালারা গিয়েছিল পোল্যাণ্ড থেকে আগত বিমান-ভর্ত্তি একদল বিশ্বাসীকে অভ্যর্থনা জানাতে।

আমাদের দূতাবাসের জনসমাবেশ ওদের তুলনায় অনেক উন্নত।

এত বহুসংখ্যক ব্যক্তির করচুম্বন করে প্রীতি জানাতে হবে তা আমি আগে প্রত্যাশা করি নি। আমার মাথা থেকে টুপিটা পড়ে গেলো। সঙ্গের বাণ্ডিলটাও হস্তচ্যুত হলো। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ভারী ভাল লাগছিল যখন অনুভব করছিলাম আমাদের প্রত্যাগমনে সবাই খুব খুশী হয়েছে।

বেশ তুষার পড়েছে। এ যেন মস্কোর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। শহরটাকে আরও যেন বেশী আনন্দমুখর মনে হচ্ছে। ফ্রীয়ার পরিবার আমাদের বলেছিলো যে এখানকার বড়দিন বেশ ভাল ভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। এ বছর হেলসিঙ্কি থেকে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মযাজক আসেন নি, ফাদার ব্র্যাসার্ড নাচ-ঘরে মধ্যযামের প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছিলেন; তাতে লোকসমাগম হয়েছিল প্রচুর। দূতাবাসে কর্ম্মীদের জন্য প্রার্থনা গানসহ প্রাতঃরাশের এবং ছোটদের জন্য পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। মাত্র দুজন আমেরিকান, ডেলী ওয়ার্কারের সংবাদদাতা মিঃ ক্লার্ক ও তাঁর পত্নীকে আমন্ত্রণ করা হয় নি। সংবাদদাতা মিঃ ক্লার্কের সংবাদসমূহ ভয়ানক রকমের সোভিয়েট-ঘেঁসা এবং সব দিক দিয়ে মার্কিনবিরোধী বলেই তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় নি।

মার্জোরী ব্ল্যাকনী অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত-পত্নী আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি এবং মিসেস ক্লার্ক তাঁদের ছেলেপুলেদের নিয়ে ইংলণ্ড থেকে রুশদেশীয় জাহাজে যাত্রা করেছিলেন। ষ্টকহল্ম্-এ জাহাজ বন্দরে লাগার পর মার্জোরী বলেছিলেন তিনি কিছু কেনাকাটার জন্যে স্থলে অবতরণ করছেন।

: কিন্তু কেন?—মিসেস ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মস্কোতে সব কিছুই উন্নত ধরণের জিনিস তো কিনতে পাওয়া যায়।

: আমি জানি আপনি ঠিক এই ধরণের কথাই বলবেন—মার্জোরী

উত্তর দিল—যদি পাওয়া যায় তো খুব ভালো কথা, কিন্তু আপনার সঙ্গে দুটি বাচ্ছা—ওরা ওখানে ভয়ানক শীতার্ত্ত হতে পারে। জীবনের সত্যকার সাদা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই।

ভদ্রমহিলা কথা শুনে একেবারে চোখ কপালে তুললেন বিস্ময়ে : আপনি কি বলতে চান মস্কোতে কিছুই মেলে না ?

আহা একেবারে বেচারা ! তিনি সাদা কথাটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন। দুটো বাচ্ছা নিয়ে তিনি মেট্রোপোল হোটেলের দেড়খানা ঘরে বসবাস করছেন। থালা-মালায় রান্না করছেন আর টবের ভেতর বাসন-কোশন ধুচ্ছেন। আমাদের অস্থায়ী পরামর্শদাতা আমাদের বললেন যে মিসেস ক্লার্ক সেদিন আমেরিকার নাগরিক হিসাবে নিজের নাম লেখাতে এসেছিলেন—উদ্দেশ্য হলো দাঁতের চিকিৎসা বিষয়ে সুব্যবস্থা করা। ভদ্রমহিলার বিপদের অন্ত নেই, তাই তাঁর গোঁয়ার্ত্তুমিটা একেবারে চলে গেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী সহযোগীর দাঁতের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের আর দ্বিধা নেই—এতে অবাক হবার কিছু নেই।

স্প্যাসো হাউসের জীবনযাত্রা এখন আনন্দমুখর। কামিংস্ (হিউ কামিংস্ আমাদের নতুন মন্ত্রী—ওয়ালী বার্বারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসেছেন) অবস্থান করছেন অতিথি অভ্যাগতদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে। মোখোভায়াতে তাঁদের বাসস্থান এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। আমাদের এখানে ইতিপূর্ব্বেই জনসমাগম অত্যন্ত বেশি হয়েছে, চাকর-বাকরদের দিক দিয়ে আমাদের লোকবল কিছু কম ; তবু পুরাতন বন্ধু হিসেবে তাঁদের আমাদের মধ্যে পেয়ে আমাদের ভারী ভালো লাগলো।

আমরা জানতে পেরেছি যে, এই মাসে ব্রিটিশদের কাছ থেকে চারজন পরিচারক চলে গেছে। পাঁচ বছর ধরে যে রান্নাকরার মেয়েটি নরউইজিয়ানদের কাছে কাজ করছিল সেও বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সে এই মর্ম্মে এক নির্দ্দেশ পেয়েছিলো যে বিদেশীদের কাছে তার কাজ করা

চলবে না, সেজন্য সে তার জিনিস-পত্তর গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে নিজের ইচ্ছেয় সাইবেরিয়ায় চলে গেলো। স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করলে ছাড়পত্র নিজের কাছে রাখার অধিকার বর্ত্তায়। সেই জন্যে সে ভেবেছিলো যে নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিতে পারবে অন্যথায় অন্য ব্যবস্থা তার জন্যে ঠিক করে রাখা হবে! রুশ নাগরিকের ছাড়পত্র হস্তচ্যুত হওয়া একটা বিরাট বিপর্য্যয়ের মতো। এই ছাড়পত্রের জোরেই সে খেতে পায়, ঘুমাতে পায়, জীবনধারণ করতে পারে।

প্রত্যেকের মুখে সেই এক কথা : বেশ সুস্থ সমর্থ আমাদের দেখাচ্ছে—সতেজ আর উদ্দীপনাময়। আবহাওয়ার ওপর সব কিছুই নির্ভর করে। আবহাওয়া পরিষ্কার, উজ্জ্বল এবং ঠাণ্ডাও খুব বেশী নেই। মস্কোর গ্রীষ্মকালের চেয়ে মস্কোর শীতকালটাকে আমার যেন বেশী পছন্দ। স্প্যাসো হাউসের সামনের বাগানটায় বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের যেন মেলা বসে গেছে, বেড়ালছানা কুকুরছানার মতো তারা তুষারের ওপর ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। বুড়ী ধাইমারাও আছে—তাদের কোলে কাঁকালেও এই বাচ্ছাদের ভীড়। বুড়ো লোকেরা লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, শীতকালের সূর্য্যালোকে ধ্বংসপ্রায় ছোট্ট গির্জ্জাকে কেমন যেন আনন্দ-উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১

গতকাল আমাদের এখানকার কর্ত্তাব্যক্তিরা "প্রভ্‌দা"য় প্রকাশিত ষ্ট্যালিনের সাক্ষাৎকারের বিবরণী নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এ্যাটলির কু-কাজ সম্পর্কে বিশেষ করে তাঁর জেদ, আমেরিকার সেনা-নায়ক এবং সৈন্যদের সম্পর্কে তাঁর ইঙ্গিত…তাদের রণনৈপুণ্য…কোরিয়ার যুদ্ধে তাদের উৎসাহহীনতা…হিটলারের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অপূর্ব্ব রণনৈপুণ্য…এবং চীনা সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের বীর্য্যহীনতা প্রভৃতি

বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বলা বড় শক্ত। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্যেই এই বিরাগভাজন ভাব। আমাদের কর্তাব্যক্তিরা মনে করছেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রীমণ্ডলীর এই মতানৈক্য বিষয়ে কোন সভা অনুষ্ঠিত হবার আগেই এই বিবৃতি প্রকাশিত হবে—সোভিয়েট শান্তিকামী আর আমরা যুদ্ধবাদী—এটাই দেখাবার চেষ্টা হবে।

সম্প্রতি ফ্রান্সে একটা চমৎকার কৌতূহলোদ্দীপক বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটার নাম সাইবেরিয়া, লেখক হলেন সিলিগা—ইনি সাত বছর সাইবেরিয়ার দাস-শিবিরে কাটিয়ে এসেছেন। জনমজুর সংগ্রহ এবং তাদের দিয়ে কাজ করানোর যে বিবরণী তিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন তা একটা জানবার মতো বিষয় বটে। যখনই কোন বৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার কাজ সুরু হয় তখনই সারা দেশ জুড়ে কয়েদীদের জড়িয়ে দেওয়া হয়। বিচারের অপেক্ষায় আছে এমন লোকদের অতি দ্রুত বিচারালয়ে উপস্থিত করে রাষ্ট্রের আশু প্রয়োজনের খাতিরে তাদের সাজার ব্যবস্থাটা করিয়ে নেওয়া হয়।

সাইবেরিয়ায় একেবারে উত্তরে আমার রাঁধুনীর ছেলে চার বছর রয়েছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১

গতকাল তোমাদের যে চিঠিপত্র এলো তা পড়ে আমাদের এখানকার জবড়জং ধরণের পোষাকে ঘেন্না ধরিয়ে দিলো। এদেশে এখনও শীতের প্রাবল্য রয়েছে, এখনও মেয়েরা রাস্তা থেকে বরফ সাফ করছে।

শনিবার রাত্রে আমরা "কুইন্ অব স্পেড্স্" দেখতে গেলাম—পুস্কিনের কবিতাকে অপেরার বিষয়বস্তু করা হয়েছে। পুরাতন সেণ্ট পিটার্সবার্গের পটভূমিকায় বিষাদকরুণ কাহিনী—কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে অপূর্ব্ব দৃশ্যপট; কখনো কোন বাগানের, কখনো বা নেভা

নদীতীর। এই দৃশ্যপটগুলি প্রাক্-যুদ্ধ সময়কার প্রতিভাবান শিল্পী ডিমিট্রাভিচের আঁকা—বেচারা মদ আর জর্জিয়ান মেয়েমানুষেই শেষ হয়ে গেল অবশেষে।

এই ব্যালে আর অপেরায় খুঁটিয়ে সব ব্যাপার ফুটিয়ে তুললেও প্রকাশ-ভঙ্গি অত্যন্ত স্থূল। সঙ্গীত-সংযোজনা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রকমের কুৎসিৎ।

গমের ক্ষেতের দৃশ্যটি বিশেষ ভাবাবেগ প্রধান। যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখা গেল নায়িকা খড়ের গাদার শীর্ষদেশে আসীনা। এইবার বোধহয় প্রণয়-দৃশ্য শুরু হবে। কিন্তু নায়ক ধীর পায়ে নায়িকার কাছে এগিয়ে এলো; সেই সূর্য্যালোকে শায়িতা নায়িকাকে দেখেই নিজের বুকের ভেতর থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে চেঁচিয়ে গান গেয়ে উঠলো। সে গান প্রেমের গান নয়—সে গানে আছে নতুন বাঁধের বিস্তৃত বিবরণী, আছে বৈদ্যুতিক আধার-যন্ত্র তৈরী করার কথা, আছে শ্লুইস্ গেট, কল্লোলমুখরিত জলপ্রবাহ আর সোভিয়েট জনগণের সাংঘাতিক সৃজনী শক্তির কথা।

থিয়েটারে, লবিতে, হোটেলে জনসাধারণ নীরব—প্রায় মূক। তাদের মনের মধ্যে কি আছে কে জানে! তাদের শাসকবর্গের কাছ থেকে তারা কি আশা করে, কি প্রার্থনা করে।

অপর এক দূতাবাসের বন্ধু প্রাভ্দায় প্রকাশিত ষ্ট্যালিনের সাক্ষাৎকারের বিষয়ে তাঁর মোটরচালকের সঙ্গে আলোচনা কালে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কমিউনিজম বলতে সে কি বোঝে।

সেই মোটরচালক উত্তর দিয়েছিলো—"কর্ত্তা, সে কি আর আমাদের জীবনে হবে! দু' তিন ঘণ্টার বেশী কাজ করতে হবে না—দোকান পাটের সব জিনিষ-পত্তর বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে। দর-দাম বলে কিছু থাকবে না। বসবাস করার জন্যে সকলের জায়গা থাকবে। আমরা সবাই সুখী হবো—এই তো!"

ড্যাড্ গতকাল বিকেলে ভিসিনস্কির হাতে তাঁর 'নোট' প্রত্যর্পণ করেছেন। সোভিয়েটরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের যে দাবী জানিয়েছিল, এই 'নোট' তারই প্রত্যুত্তর। ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতরা এই একই ধরণের 'নোট' সোভিয়েটকে দিয়েছিলেন। আমরা সম্মেলন আহ্বানের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেছি এবং প্রস্তাব করেছি প্যারিসে মার্চ্চ মাসের গোড়ার দিকে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা সুরু হোক। আমরা আরও প্রস্তাব করেছি জার্ম্মাণীর পুনরস্ত্রীকরণ ব্যাপার ছাড়াও আরো কতকগুলি বিষয়ে এবং বিবাদমান অঞ্চলও আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

ড্যাডের সাক্ষাৎ-আলাপ চলেছিল মাত্র আট মিনিট। ভিসিনস্কির দো-ভাষী এবার একজন নতুন লোক, কিন্তু কাজের নয়। ড্যাড্ এই কথাই বলেছিলো, ভিসিনস্কিকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিরক্ত দেখা গেলো।

৬ই এপ্রিল, ১৯৫১

এখানে বসন্ত সমাগম ঘটলো এবার। এড ক্রীয়ার্স সানন্দে মন্তব্য করেছিলেন: কি মজা! আমরা সিমেণ্ট দেখতে পাচ্ছি। কচি পাতার আবির্ভাব যদিচ এখনো হয়নি—পুষ্পস্তবকেরও দেখা নেই, এখানকার জনসাধারণের হাতে কিন্তু প্রায়ই ফুল দেখা যাচ্ছে—সেসব ফুলগুলি কৃত্রিম, নানারকম জিনিষ দিয়ে নকল ফুল তৈরী করা। তবু বলতে ইচ্ছা করে শীতের বিদায়বার্ত্তা ঘোষণার স্পষ্ট ছাপ এখন সর্ব্বত্র। উঠানে আর গলিঘুঁজিতে কাদার সমুদ্দুর, রাস্তা থেকে বাড়ীর দোর অবধি কাঠের তক্তা পাতা। শহরের বাইরে বড় বড় কামরাবিশিষ্ট বাড়ী যেখানে তৈরী হয়েছে সেখানকার অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। জল নিকাশের কোন ব্যবস্থার চেষ্টাই হয় নি। নতুন বাড়ীগুলির চারধারে এমন দৃশ্য সৃষ্টির চেষ্টা এর আগে আমার চোখে পড়ে নি। বাড়ীগুলি

শীতকালে ডুবে থাকে তুষারে, বসন্তে আর হেমন্তে কাদায়, আর গ্রীষ্মকালে ধূলোয়।

বহুল প্রচারিত পণ্যমূল্য হ্রাসের পর থেকে দোকান পাটগুলিতে জনসমাগম সুরু হয়েছে। সর্বত্রই কিউ, এমন কি লবণ কি আচার কিনতে গেলেও এই অবস্থা—কেননা চাহিদার চেয়ে এগুলির সরবরাহের পরিমাণ বড় কম। বিরাট বিভাগীয় বিপণি মসটর্গের মধ্যে প্রবেশ করা ও তার বাইরে আসা রীতিমত কসরতের ব্যাপার।

এখানকার লোকেদের সব কিছু কেনার সবচেয়ে ভাল সময় বোধ হয় এটাই। ভেড়ার চামড়ার লম্বা কোট-পরা চাষা-ভূষোদের, ঝলঝলে জামা আর ফারের টুপি মাথায় পরা বুড়ীদের দেখা এখন এখানে হামেশাই মিলবে। এরা সারা শহর পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সূর্যমুখী ফুলের বীজ চিবুতে চিবুতে অবাক বিস্ময়ে লেনিনের সমাধি স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে থাকে, কখনও রাজপথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে আর দোকান-পাটে ও মিউজিয়মে কেবল ঘোরাফেরা করে।

পথে আর তুষারের চিহ্ন নেই। বাগানটাকে নতুন করে তৈরী করার কথা ভাবছি। আমাদের পুরানো মালী বেচারার আর কোন খোঁজ খবর নেই। সে নিখোঁজ হওয়ার পর দুসপ্তাহ কেটে গেছে। হোটেল রেস্তোরাঁয় মদ্যপান করার পর নেশার ঝোঁকে সে নাকি একটা-হাত-ওয়ালা একজনকে আঘাত করেছিল। তাকে প্রথম যে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মালী-বউ সেখানে গিয়ে শুনলে তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে গিয়েও তার কোন খোঁজ সে পায় নি। তার সম্পর্কে লিখিত কোন কিছু সে থানাতে ছিল না। শেষে মালী-বউ একজন উকিল নিয়োগ করে। কিন্তু তারা দুজনে মিলে এখনও মালীর কোন খোঁজ-খবর পায় নি। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মালী, তেমন শক্ত-সামর্থ নয়। মদ খেলেও মানুষটা বড় ক্ষীণজীবি। তার বউ

মনে করে মালীর দেখা আর সে পাবে না। এই সত্যকে সে ভয়াবহ বৈরাগ্যের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে।

আমরা সবাই কামিং পরিবারের সকলের সঙ্গে রবিবারে জোগরস্ক উপাসনালয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের দলটি বেশ ভারী ছিল—আমাদের ছিল তিনটি মোটর আর ছিল ড্যাডের সশস্ত্র অনুচরদের দু'টি গাড়ী। ড্যাডের দেহরক্ষীদের গাড়ীটা আনকোরা নতুন জিম্—সোভিয়েট বুইক গাড়ীর মতো। নতুন গাড়ী পেয়ে তাদের গর্ব যেন আর ধরে না—তার ওপর ড্যাড্ যখন তাদের কাছে গিয়ে এই নতুন গাড়ীর বিষয়ে স্বস্তিবচন আবৃত্তি করলো তখন তারা আনন্দে-আহ্লাদে একেবারে গদগদ।

ফটো তোলার অনুমতি আমরা চাইলাম। ড্যাডের নতুন পোলার-য়েড একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল চারিদিকে। সশস্ত্র অনুচরদের আমরা দেখালাম এক মিনিট এক্সপোজারে ছবি একেবারে তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে। এরা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলো এবং সম্ভবতঃ সদর ঘাঁটির কর্ত্তাব্যক্তিদের কাছে এই ক্যামেরার বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে তাদের সারা সন্ধ্যা অতিবাহিত করতে হয়েছিল। আমাদের চারপাশে ছেলেমেয়েদের সে কি ভীড়। এই ক্যামেরায় বিষয় নিয়ে বন্ধুদের কাছে সোৎসাহে গল্প করতে এদের একজনকে দেখলাম।

"আরে একেবারে ঠিক ম্যাজিকের মত"—সে উৎসাহিত হয়ে বললে তার বন্ধুদের। "এই বিদেশী ভদ্রলোকটি একটা বোতাম টিপে ধরলেন, এক মিনিট পরে ক্যামেরার বাক্স খুলতেই বেরিয়ে এলো একেবারে তাজা তৈরী ছবি—এ যেন যাদু। তিনি আমাকে সেটা দেখালেন, আমি নিজের চোখে সে ছবি দেখেছি।"

কামিং পরিবারের লোকেরা গ্রাম্য হোটেলে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করলেন। এখানে সোভিয়েট জনসাধারণ থেকে দূরে

বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা একটা ঘরে খুব সতর্কতার সঙ্গে আমাদের স্থান করে দেওয়া হলো। ঘরোয়া আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য তারা বিছানাটিকে ঘরের এক কোণে সরিয়ে নিয়ে যেতেও চাইল না। প্রহরীরা বাইরে পাহারা দিতে লাগলো। এমন কি একজন শৌচাগারের দরজার সামনে বসে রইল। জায়গাটা নোংরা এবং দুর্গন্ধময়। স্বল্পবয়স্কা দুজন পরিচারিকা আমাদের আহার্য দ্রব্য পরিবেশন করলো—খানিকটা চর্বিওয়ালা 'স্যুপ', শূকরের মাংসের খণ্ড তাতে ভাসছে।

চীনাদের জন্যই এদের সাম্প্রতিক দরদ। আমরা ট্রেটিয়াকোভ আর্ট গ্যালারী দেখতে গেলাম। ঘরগুলো ওরা মাও-এর আবক্ষ প্রতিকৃতিকে পূর্ণ ক'রে রেখেছে। মাও বিনম্র দৃষ্টিতে তাকিতে আছেন ষ্ট্যালিনের দিকে এবং হো চি নম্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মাও-য়ের দিকে। সোভিয়েট-চীন চুক্তির এবং বিশ্বের সকল জাতির সৌভ্রাত্ব বন্ধনের স্মারক হিসেবে প্রকাণ্ড বড় বড় চিত্র নতুন করে অঙ্কিত করা হয়েছে। কার্টুন-ছবির ঘরের দেওয়ালগুলি কোরীয় যুদ্ধের বীভৎস রেখাচিত্রে একেবারে ভরা: ম্যাকআর্থার ফাঁসীদান উপভোগ করছেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ওপর বোমা বর্ষিত হচ্ছে, মার্কিন সেনারা রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একটা সারিতে কতকগুলি একক ছবি রয়েছে—তার নামাকরণ করা হয়েছে 'যুদ্ধবাজরা'। এই ছবির জন্য তিনজন শিল্পী 'ষ্ট্যালিন পুরস্কার' লাভ করেছেন। ডীন এচেসন যেন বড় রকমের একটা প্রিয় প্রসঙ্গ। তাঁকে দেখতে কি কুৎসিত করেই না তারা এঁকেছে।

যতবার আমি ট্রেটিয়াকোভ গিয়েছি ততবারই আমাকে গুপ্ত পুলিশে প্রত্যেক ঘরে অনুসরণ করে গিয়েছে। ড্যাডের গুপ্ত প্রহরী নয়—আমার জন্যে আলাদা কাউকে ঠিক করা হয়েছিল। মনে হয় আমরা কোন্ ঘরে কতক্ষণ কাটিয়েছি এবং কি দেখেছি সে বিষয়ে

বিস্তৃত বিবরণী তাকে পেশ করতে হবে। সেইজন্যেই এখানে কেউ বেকার নেই! মার্কিন রাষ্ট্রদূত-পত্নী চিত্র-প্রদর্শনী পরিদর্শন করতে যাবেন শুনে রক্ষী মোতায়েন করার কথা ভাবতে পারা যায় না। তাকে আমরা দরজার কাছেই রেখে এলাম, আমি আবার নতুন করে এটা দেখতে না আসা পর্য্যন্ত সেখানে তাকে তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে।

১১ই এপ্রিল, ১৯৫১

আমি ভেবেছিলাম মস্কো এবং ক্রেমলিন বসন্তকে পরাজয় স্বীকার করাবে। কিন্তু কি জানি কেমন করে বসন্ত নিঃশব্দ চরণে এখানে দেখা দিয়েছে—বাতাসে স্নিগ্ধতা এসেছে। প্রত্যেক বাড়ীর গিন্নিরা জানালা ধোয়ামোছা শুরু করছেন। স্প্যাসোতে এ কাজ পূরাদমে চলেছে। বাড়ীর তিনটি পরিচারিকা মাথায় তোয়ালে বেঁধে সাবান-গোলা জল দিয়ে জানালার কাঁচগুলি ধোয়ার কাজে ভীষণভাবে খাটতে সুরু করেছে।

আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে আমার বাগানটার জন্যে। মনে হচ্ছে আমার বুড়ো মালীর বদলী যখন এসে উপস্থিত হবে তখন আর বীজ বোনার সময় থাকবে না, গত বছরের মতো সব কিছু বিলম্বিত হয়ে যাবে। গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময় না আসা পর্য্যন্ত আর কিছু করা যাবে না।

ড্যাডের প্রহরীদের নতুন টুপি হয়েছে, সবুজ পোষাক আর হালকা কোট। জিম্ মোটর গাড়ীতে এবার তাদের ভদ্রলোকের মতো দেখাচ্ছে। স্বল্পবয়স্ক, কৃষ্ণাক্ষি, তরুণ যুবা প্রহরীটি আমাদের প্রতি যেন বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছে—আমি গেটের বাইরে গেলে সে স্মিতহাস্যে আমাকে অভিনন্দিত করে। ডিক্ তার নাম দিয়েছে "লং নাইফ" কারণ তার কাছে প্রকাণ্ড একটা লম্বা ছুরি আছে, সেটা বগল থেকে কোমর অবধি লম্বা।

আমাদের দুজন টেলিফোন মেয়ে-অপারেটারের জন্য নীল-সাদা ছাপ দেওয়া পোষাক এবং ধোপাণীর জন্যে উজ্জ্বল রঙের ছাপা এ্যাপ্রন আনবার জন্যে আমি Sears-এর Montgomery Ward-এ খবরাখবর করেছি। এইসব মেয়েগুলো আমাদের জীবন একেবারে বিষিয়ে তুলছে। হোটেল যদি আমাদের কাজকর্ম্ম গ্রহণ করে তাহলে সানন্দে এদের আমরা দূর করে দিই। মোখোভায়ার চাকর-বাকররা অনেকেই কলঘরে তাদের কাপড় চোপড় কেচে নেয় কিন্তু চাদর এবং খুচরো অনেক জিনিস আছে যা বাড়ীতে কাচা যায় না।

বলশয় থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত ধোপীখানা ছাড়া সারা মস্কো শহরে আর একটিও ধোপীখানা নেই। আমাদের যা কিছু কাচাবার জন্যে ফিনল্যাণ্ড অথবা সুইডেনে পাঠাতে হয়। ধোবীখানা নেই বলেই সোভিয়েট জনসাধারণ রঙিন সার্ট ব্যবহার করে। এটা অবশ্য সত্যি কথা এদের যতখানি নোংরা ভাবা যায় ঠিক ততখানি এরা নোংরা নয়। অবশ্য এজন্য তাদের সাপ্তাহিক স্নান-বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে দায়ী। সকল শ্রেণীর লোকেরা সাপ্তাহিক বাষ্প স্নান (steam bath) বিশেষভাবে উপভোগ করে থাকে। গ্রাম্য অঞ্চল সমূহেও এই ধরণের স্নানাগার আছে—লোকে সাধারণতঃ যেমন ক্লাবে সাক্ষাৎ আলাপ করে সেটা এখানে ঘটে এই স্নানাগারগুলিতে। স্টু-ওয়ারউইক আমাদের সহকারী এয়ার এ্যাটাচে এই ধরণের স্নানাগারে ড্যাড্ যান তা ভয়ানক ভাবে পছন্দ করেন। কারণ তিনি দেখতে চান এইখানে প্রহরীদের কী অবস্থা হবে—তাদের অস্ত্রশস্ত্র তারা কোথায় নিয়ে যাবে।

লেনিনের স্মৃতিস্তম্ভের দ্বার আবার উন্মুক্ত হয়েছে, গতকাল আমরা সারিবদ্ধ মানুষের শ্রেণী যেন দেখেছিলাম। এটা এক সপ্তাহেরও অধিক কাল বন্ধ ছিল—সম্ভবতঃ গত বছরের মতো। তখন আমরা শুনেছিলাম

যে স্মৃতিস্তম্ভের কিছু মেরামতি দরকার অথবা সম্ভবতঃ ওখানকার জানালাগুলোও ধোয়া-মোছা হচ্ছে।

পরে

আমার ভুল হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভ এখনও বন্ধ আছে। আমি যাঁদের ভীড় করতে দেখেছিলাম তাঁরা দর্শনার্থী নন—শহর থেকে দূরের প্রতিনিধিরা তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্যে এসেছিলেন। দুবছর আগে আমরা এখানে এসেছি। এত দীর্ঘকাল স্মৃতিস্তম্ভ কখনো বন্ধ থাকতে দেখিনি। মেরামতি বোধ হয় খুব বড় রকমের। কিন্তু মে-দিবসের আগে এই মেরামতি শেষ করে ফেলা ওদের উচিত।

সেই উৎসব-অনুষ্ঠানের বড় রকমের উদ্যোগ-আয়োজন পর্ব্ব যথা-বিহিতভাবে চলছে। রাত্রিবেলা যখন বাতাস একদিকে থাকে তখন মনে হয় সারা শহর শব্দমুখর কলকারখানার অবিরাম ধ্বনিতে ভরে উঠেছে। এই শব্দ প্রতি জানালায় এসে আঘাত ক'রে রক্তকে হিমশীতল করে দেয়। প্রয়োজনমত উৎপাদনকল্পে উৎপাদনের মানোন্নয়নের জন্য এই ব্যবস্থা।

আজ সকালে বেতারে শুনলাম প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে সৈন্য পরিচালনার কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বি-বি-সি'র সংবাদ ঘোষণায় বেলা দশটার সময় এটা আমরা শুনতে পেলাম। সোভিয়েটের এতে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা আমাদের দেখতে হবে। এটা অবশ্য তড়িৎ গতিতে ঘটবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে এরা কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে বিলম্ব করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা দ্বারা এর প্রচারমূল্য নিরূপিত হয়।

ড্যাড্ মনে করে রিজওয়ে বেশ পাকা লোক। যাহোক উপস্থিত সৈন্যাধ্যক্ষকের সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করা রীতি। শান্তি-চুক্তি

স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে হয় জাপানীদের সামরিক শাসনাধীনে রাখা হবে। প্রস্ফুটিত চেরিফুলের বর্ণসমারোহের মধ্যে ওয়াশিংটন যেন ভাসছে।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৫১

শহরটিতে চীনা অধিবাসীদের রাজত্ব—বাণিজ্যিক প্রতিনিধি, ছাত্র, সকলশ্রেণীর সরকারী প্রতিনিধিতে ভরা। ট্রেটিয়াকোভে আমি আগে যা দেখেছি তার চেয়েও বেশি ছবি আর প্রতিমূর্ত্তি দেখলাম সেখানে। ট্রট্স্কি এবং টিটোর মতো মানুষ যখন বিরাগভাজন হয় তখন এদের কি সঙ্কটের আর জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়! কত দলিল আর দস্তাবেজ বদল করতে হয়—কত ছবি টেনে নীচে নামিয়ে নিতে হয়, কত প্রতিমূর্ত্তিরই না বিনাশ ঘটে।

এড ফ্রীয়ার্স রুশভাষা পড়তে পারেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে পলায়ন করলে আইনে যে দণ্ডবিধানের কথা লেখা আছে সে বিষয়ে তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন। সৈন্যদল থেকে পলায়িত সেনা বা পদস্থ কর্ম্মচারীর শাস্তি হচ্ছে কোনরকম বিচার বিবেচনা না করেই জীবন্ত গুলি করে মেরে ফেলা। এই পলায়নের খবর যদি পলায়নকারীর কোন আত্মীয় অথবা বন্ধু জ্ঞাত থাকেন তাহলে তাদের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে পলায়নের খবর জানুক আর না জানুক পলায়নকারীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের পুরো পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড সুদূর উত্তরাঞ্চলে ভোগ করে আসতে হয়। তাদের রাজনৈতিক কারণে অভাজন বলে গণ্য করা হয়। বে-সামরিক ব্যক্তিদের এই অপরাধের ব্যাপারে সামান্য ভেদ-বিচার করা হয়—এদের বিচার-ব্যবস্থা কিছুটা আছে বটে কিন্তু তাও সোভিয়েট-মার্কা বিচার!

মালী-বউ আজও তার স্বামীর সাক্ষাৎ পায় নি। এমাসে তার মামলার শুনানী হবার কথা। জেলখানায় এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে একেবারেই খুশী হয় নি। সে এখনও সেখানে আছে কিনা তাও মালী-বউয়ের জানা নেই। বাইরের কাজ করার জন্যে বুরোবিন একজনকে পাঠাচ্ছে, যাকে বিল নাগোস্‌কি বর্ণনা করেছেন কিম্ভূতকিমাকার জীব বলে। বাইরের কাজে এর নাকি দারুণ তৃষ্ণা।

শাক আর nasturtiumsএর ওপরেই আমাকে বেশী করে নির্ভর করতে হয় কারণ রাশিয়াতে এ-গুলোই সবচেয়ে বেশি করে জন্মায়।

টম হুইট্‌নী ও হ্যারিসন স্যালিসবেরী এ, প্রি এবং নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এর প্রতিনিধিদ্বয় বুধবার রাত্রে ভারী চমৎকার ভোজে আমাদের আপ্যায়িত করেছিলেন। তাঁরা আরগ্‌ভিতে একটা ঘর ভাড়া করে-ছিলেন—এই ঘরটি বড় রেস্তোরাঁর ঠিক বিপরীত দিকে। একটি ঝুলন্ত বারান্দা দিয়ে এখানে যাতায়াত করা চলে।

আরগ্‌ভি জর্জিয়ান রেস্তোরাঁ এবং সারা সহরের মধ্যে এটি সেরা। এর অঙ্গসজ্জা পেন ষ্টেসনের শৌচাগারের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সাদা টালি আর আবরণহীন উজ্জ্বল আলোয় ভরা। ওপরের তলায় ঘরখানির অঙ্গসজ্জা বিবেচনার সঙ্গে করা হলেও সেটা মোটেই আরামদায়ক নয়। খাদ্যবস্তু ভালই। গরম প্যাষ্ট্রীর ছালের ওপর নুন দেওয়া মাছের টুকরো ছড়িয়ে দিতে বলা হলো। সেই সঙ্গে ভদ্‌কা এবং শুল্লিক-এর সঙ্গে তাজা কচি শশা এবং কাঁচা পেঁয়াজ—এই হলো আহার্য্য বস্তু। আমি পেঁয়াজ স্পর্শ করলাম না কিন্তু কচি শশা খুব করে খেলাম।

অর্কেষ্ট্রা ওপরে আনা হলো। জর্জিয় ও রুশীয় সঙ্গীত আমাদের বাজিয়ে শোনান হলো। এই অদ্ভুত যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এই সঙ্গীত আর্তনাদ আর বিলাপের মতো মনে হলো। আমাদের খুশী করার

জন্যে শ্বেত রুশীয় সঙ্গীত শোনান হলো। নীচে হোটেলে উপস্থিত নরনারী এই সঙ্গীত শুনে মনে মনে কি ভাবছে তাই আমার জানতে তখন ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল। চমৎকার আনন্দে একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত হলো অবশ্য পরে আমাকে অনুতাপ করতে হয়েছিল বেশী শশা খাবার জন্য।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৫১

দু'সপ্তাহ আগে আমাদের নৌবিভাগের এটাশে ক্যাপ্টেন ড্রেম একটা প্যাকেট পেলেন। তাতে ছিল নৌবিভাগের কাজে দক্ষতার জন্য পদক। নৌবাহিনীর প্রধান কর্ত্তা এবং সেক্রেটারী এই পদকটি ড্যাড্‌কে উপহার দেবার জন্যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। ড্যাড্‌ যখন নরম্যাণ্ডি থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে তখন যে-কোন বিভাগে কেবলমাত্র একজনকেই পদক দ্বারা ভূষিত করার নীতি সামরিক বিভাগে প্রচলিত ছিল। স্থল বাহিনী অথবা নৌবাহিনীর যে কোন একটির সম্মানজনক পদক বেছে নেবার জন্যে ড্যাড্‌কে অনুরোধ করায় ড্যাড্‌ নৌবাহিনীর পদক গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধসচিব স্টিমসন স্বয়ং তাঁকে এটি দিয়েছিলেন। কেমন করে এবং কেন এই নীতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা আমার জানা নেই। সে যাই হোক এটা খুব সম্মানজনক বিভূষণ এবং সে পেয়েছে বলেই আমার আনন্দ সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে এই পদক বিতরণ অনুষ্ঠান উৎসব এই স্প্যাসোতে করতে পারবো।

শনিবারের বিকেলে সামরিক বাহিনীর সবাই তাদের সবচেয়ে ভালো পোষাকে উপস্থিত হলো। নৌসেনারা তাদের নীল রঙের পোষাকে সজ্জিত হয়ে দ্বারদেশে পাহারা দিতে লাগলো। আমরা সমস্ত দূতাবাসে সংবাদ পাঠিয়ে যারা এককালে ড্যাডের পরিচালনাধীনে ছিল তাদের সবাইকে আহ্বান করে আনলাম। এক এক সময় আমাদের মনে হলো তাকে সামরিক কোর্ত্তা পরিয়ে দিই—কিন্তু সোনালী লেশটা

ময়লা হয়ে যাওয়ার তা হলো না। ড্যাড্ অবশ্য বললে ঐ কোর্ত্তাটাতেই চলবে কিন্তু তার উত্তরে আমি বলেছিলাম স্বয়ং সেণ্ট পিটার উজ্জ্বল ষ্ট্রাইপ পছন্দ করতেন। কনে বউয়ের মতো আমরা ড্যাড্কে ওপরে রেখে দিলাম। পরে সার্জ্জেণ্ট মেজর তাকে সামরিক কায়দায় পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো।

ক্যাপ্টেন ড্রেম ঘোষণাটি পাঠ করলেন। চমৎকার হয়েছিল সেটি। পরে পদকটি আটকে দিলেন। আমি চোখ থেকে আনন্দাশ্রু মুছলাম—অনেকেরই দেখি আমার মত অবস্থা। ড্যাডের জন্যে আমরা সবাই গর্ববোধ করতে লাগলাম। স্যাম্পেন হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো। এই সময় প্রিন্সটন থেকে রজার ফোনে আমাকে জানালে যে তার বিমানবাহিনীতে যোগদান বিলম্বিত হওয়ায় গ্রীষ্মকালটা অতিবাহিত করবার জন্যে সে জুনে এখানে আসতে পারে। আজকের দিনটা সব দিক থেকেই আনন্দময়।

পরের শনিবার নৃত্য-অনুষ্ঠানের জন্যে আমরা সবাই ভয়ানক ভাবে ব্যস্ত। ২২৫ জনকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাঁরা সবাই ন'টায় আসবেন এখানকার সাধারণ রীতি রক্ষা করে। প্রচুর ভোজে তাঁদের আপ্যায়ন করা হবে এবং তারপর সুরু হবে নাচ।

আমাদের এই ভোজ-পর্বের বেশ কড়া করে সেদ্ধ করা ৫০০ ডিমকে সহগামী হবার জন্যে আফগান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে রফা করলে হতো। মিশরের মন্ত্রীর আছে ৪৫০টা, ডেনমার্কের আছে ১৮০টা, সুইডেনের আছে ২০০টা এবং আমার মনে হয় গ্রীক এবং তুর্কীদের এর কিছু ভাগ আছে। তাজা ডিম ডেনমার্ক থেকে পাঠাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল এবং তা রুশীয় শুল্কবিভাগের মারফৎ চালান এসেছিল। আমদানী আহার্য্যবস্তু বিষয়ে রুশীয় শুল্কবিভাগের নিয়ম ভারী কড়া ধরণের। ডিমে নানা রকম রোগ-বীজাণু থাকতে পারে এই অজুহাতে সব ডিম-

গুলোকে তারা বেশ ভাল করে সেদ্ধ করে দিয়েছে। ৫০০ বেশ কড়া করে সেদ্ধ করা ডিম গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারা যায়? এই ডিমের সঙ্গে দিনেমার কিছু পেঁয়াজ কিছু শাক-সব্জী দিয়েছিলো। রুশরা পেঁয়াজগুলো একেবারে ছাড়িয়ে ফেলেছিল এবং শাকগুলো টুকরো টুকরো করে কেটেছিল এই রোগ-বীজাণু দমন করবার জন্যে।

গত রাত্রে মিশরের মন্ত্রী নৈশভোজে এসে এই গল্পটি আমাদের করলেন। পরের শনিবার এই ডিমের কিছু অংশ আমরা পেলেও পেতে পারি। গরম খাবার দাবার, ঠাণ্ডা মাংস আর লেটুস্-বিহীন শাক সবজী দিয়ে সায়াহ্ন ভোজের সময় আমাদের আসছে। আরাগ্‌ভিতে তারা আমাদের যা দিয়েছিল তার প্রশংসা না করে পারি নে। পুষ্প-বিক্রেতার দোকানে দেখে আসার পর আমাদের টেবিলের ওপরে রাখা গোলাপগুলি দেখে আমাকে প্রশংসা করতেই হয়েছিল। অত্যন্ত ম্লান ও বিবর্ণ কটা গোলাপ ফুল দেখেছিলাম এবং তাদের প্রত্যেকটার দাম হলো ২৫ রুবল (৬শিঃ ৩ পেঃ)

আজকের বিকেলে ড্যাড্ পররাষ্ট্র বিভাগে যেতে ভিসিনস্কির পরিবর্ত্তে জোরিণ এসে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি এখনও অসুস্থ অথবা সদ্য রোগমুক্ত—কোন্‌টা ঠিক তা আমরা জানি না।

ককেশাস ভ্রমণে আমরা যাবার মতলব করছি সে কথা জোরিণকে বলতে এবং মে দিবসের জন্য আমাদের যাতে হোটেলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে না হয় সে বিষয়ে ড্যাড্ নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। গত বছর ৭ই নভেম্বরে আমাদের লোকেরা ওডেসায় ছিল—তাদের বারো ঘণ্টা ঘরের মধ্যে তালা চাবি দিয়ে থাকতে হয়েছিল।

২২শে এপ্রিল, ১৯৫১

আমাদের ভোজসভার আনন্দ উৎসব চমৎকারভাবে শেষ হলো।

চারটের সময় ড্যাড্ অর্কেষ্ট্রায় বিদায় সঙ্গীত বাজাবার ব্যবস্থা করলেন। Brosiosদের খুব সমারোহের সঙ্গে দ্বারদেশ অবধি এগিয়ে দিয়ে আসা হলো। যখন পরিচিত কয়েকজন এখানে ওখানে আছেন তখন ড্যাড্ ভাঁড়ার ঘর টেলিফোন ও রান্নাঘর থকে সমস্ত লোকজনদের আহ্বান করে এনে তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন এবং তাদের স্বাস্থ্য কামনায় পান করা হলো। পুরুষেরা মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধা জানাল, পাচিকা ফ্রীডা তো কেঁদেই ফেললে; বয়স্কা পরিচারিকারা সৌজন্য প্রদর্শন করলো, বাসন-পত্রের ভাঁড়ারী বাচ্ছা ষ্টিপান প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘ ভাবপ্রবণ বক্তৃতা দিলে।

এই আনন্দ ভোজে পোষাকের পারিপাট্যই ছিল সবচেয়ে বেশী। পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচনে প্রায় সকলেই বিশেষ যত্ন নিয়েছিল—বলশয় থিয়েটারের পোষাকের ভাণ্ডারকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে—যাদের নিজের বলতে কিছু ছিল না তারা নিজেরা এইখান থেকে যে যেমনটি চায় ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। ড্যাড্কে গাঢ় সবুজ ফ্রক-কোটে, নীলাভ লাল রঙের প্যাণ্টে, সোনার চেনশুদ্ধ ডোরাকাটা ভেষ্টে চমৎকার দেখাচ্ছিল। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে এই মন্তব্য করতে শোনা গেল: "কার্ককে একেবারে ইংরেজের মতো দেখাচ্ছে।" সম্ভবতঃ এঁর বংশধর মধ্যে কেউ এই রকমই ছিলেন।

আমি সাদা আর সোনালী রঙের রুশীয় দরবারের পোষাক দেখতে পেলাম। সম্পূর্ণ নতুন এবং সব দিক দিয়ে চমৎকার। এতে আমায় চমৎকার মানিয়েছিল—এর উপর গলায় পরলাম দ্যুতিময় টায়রা, ফাঁসবাঁধা মুক্তো আমার চিবুকের তলায় বিরাজ করতে লাগলো। এই ফাঁস দেখেই সামাজিক মর্য্যাদা, বয়স, কুমারী, সধবা অথবা বিধবা জানা যায়। এই রকম কতকগুলি ফাঁস গলায় থাকার তাৎপর্য্য কি তা জানা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় নি।

তুর্কীর রাষ্ট্রদূত এবং ওয়ালী ছিলেন এই পুরস্কার প্রদান কমিটিতে। তাঁদের সহায়তা করছিলেন নরওয়ের রাষ্ট্রদূতী। কিন্তু বিচার-বিবেচনা করাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে পুরস্কার পেলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতাবাসের মাদাম হাসান। তিনি সেজেছিলেন ফল-ওয়ালীর বেশে—ফলওয়ালী যে রাজকুমারের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলো। মাদাম হাসান সবচেয়ে দামী এবং চমৎকার হীরা-জহরত শাড়ির ওপরে পরেছিলেন—সাড়ীটা পরা হয়েছিল স্কার্টের ভঙ্গিতে। শাড়ীর রং এবং অলঙ্কারগুলির উজ্জ্বল্য ও বর্ণসুষমা অপূর্ব্ব।

দ্বিতীয় পুরস্কার পেলেন আমাদের বিমান দপ্তরের এটাশের স্ত্রী মিসেস জেমস। তিনি সেজেছিলেন Lady who's known as love জেমস ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর স্বামী।

ব্রিটিশ দূতাবাসের দল চমকপ্রদ ভাবে প্রবেশ করলেন। তাঁরা নিজেদের রোমান রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। এঁদের অধিনায়কতা করলেন সামরিক এটাশে প্রকাণ্ড চেহারা; বয়সটা দাড় করিয়েছেন প্রায় একশোর কাছাকাছি। এঁকে অনুসরণ করে এলেন পেশা-দার মল্লযোদ্ধারা, তারপরে এলেন কুমারী কন্যা, তারপর এলেন কুৎসিৎ দর্শনা কালো পোষাক পরা Sibyllin lady—কাঁধে একটা দাঁড়কাক হাতে Vine পাতা, তারপর এলেন রাজসভার আমাত্যেরা এবং সর্বশেষে এলেন সম্রাট স্বয়ং—মাথায় তাঁর রাজমুকুট ও অঙ্গে রাজবেশ। সম্রাটের হাঁটু অবধি buskins এবং তার মহিষীর অলক-দামে রয়েছে সে-যুগের কুঞ্চন। সম্রাটের চেহারা সম্রাটোচিত এবং সে জন্যেই প্রথম পুরস্কার লাভ করার গৌরব অর্জন করলেন। দ্বিতীয় পুরস্কার পেলেন ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত। ইনি আর্জেন্টিনার গোপালকের পোষাক পরেছিলেন।

অর্কেষ্ট্রা নিয়ে গর্ব্ব করা যেতে পারে। রুশীয় বাদকরা বিদেশী 'জাজ্' বাজাতে পেয়ে ভারী খুশী হচ্ছিল। আমাদের ব্যাণ্ডও বাজছিল চমৎকার ভাবে। সময় সময় তারা রুশীয় গ্রাম্য সঙ্গীতের সুর বাজাচ্ছিল এবং আমাদের নর্ত্তকদল এদের সঙ্গে চমৎকার ভাবে পাল্লা দিয়ে চলছিল। প্রায় ২০০ নরনারী এই নৃত্যোৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই রাতের অধিকাংশ সময় এখানে অতিবাহিত করে গেলেন।

নাচ-ঘর চমৎকার করে সাজিয়েছিল ছেলেমেয়ের দল। নানা-রকম রঙীন কাগজ দিয়ে তৈরী করেছিল প্রকাণ্ড চাঁদোয়া। চার দিকে আলো, খুশী ও আনন্দের গান। আলোগুলি কোনটা অতি উজ্জ্বল কোনটা বা নিস্প্রভ করা হয়েছিলো উপস্থিত মহিলাদের পোষাকের বর্ণবৈচিত্র্য অনুযায়ী। তিফ্লিস সফরে যাওয়াই আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা। আমরা অবিলম্বে এই কাজে হাত দিতে চাই যদি বুরোবিন এবং ভ্রমণ-বিভাগের অনুমোদন পাওয়া যায় তাহলে বুধবার বিকেল বেলা আমাদের যাত্রা সুরু হবে।

৭ই মে, ১৯৫১

তিফ্লিস ভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণী এখানে লিপিবদ্ধ করবার সময় আমার নেই। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে আমরা সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছি এবং দশটা দিন আমাদের চমৎকার ভাবে কেটেছে।

এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জন্যে একটা পুরো স্লিপিং-কার দিয়েছিলো। গফিন্স্ এবং চারজন প্রহরী নিয়ে আমরা মোটমাট দলে ১০ জন। প্রত্যেক কামরা দুজনের জন্য নির্দিষ্ট—কামরার দুদিকেই রইল প্রহরী। ষ্টু ওয়ারউইক জোরের সঙ্গে বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে অতিরিক্ত ছ'জন ছিল—বে-সরকারী ভাবেই এরা আমাদের সঙ্গে সারা

পথ গিয়েছিলো এবং এসেছিলো। আমার মনে হয় সব কিছুর জন্যেই তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়েছিলো। আমাদের মধ্যে হয়তো কেউ যদি সরে গিয়ে ভিন্নপথে যাত্রা করি অথবা নির্দিষ্ট দিনের চেয়েও অতিরিক্ত একদিন থাকি।

ডিক সার্ভিস এবং এবং আমি দুজনে মিলে একদিন সকালে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলাম—তখনও হাতে কুড়ি মিনিট সময় ছিল। কিন্তু দশ মিনিট আগেই হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে দিলো। আমরা তাড়াতাড়ি তিনটে কামরায় আগে উঠে পড়লাম। ভাগ্যে দরজাটা খোলা ছিল তা না হলে কি যে হোত! ট্রেন ফেল করে সাঁতার দিয়ে কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করার উদ্যমশীল জনৈক যুবকের ভাগ্যকে আমরা বরণ করে নিতে চাই নি। যুবকটি এক-হাতে ট্রাউজার গুটিয়ে নিয়ে এবং বন্য ফুলের পুষ্পস্তবক নিয়ে দৌড়ে ট্রেনটা ধরতে গিয়েছিল—তার পিছনে রোষ-ভর্ৎসনামুখর ষ্টেসনমাষ্টার। আমাদের কামরার হাতলটা প্রায় ধরে ফেলেছিল সে, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে পারলো না। পথের ওপর চিৎ হয়ে সে পড়ে রইল। ট্রেন তাকে ফেলে হুসহুস শব্দে এগিয়ে চললো। বেচারার পায়ের গোড়ালীতে তখনও ট্রাউজারটা জট পাকিয়ে যেন কামড়ে ধরে আছে!

তিফ্‌লিস্‌ এবং ককেশাস দেখবার মতো জায়গা বটে। ১লা মে বাইরে বেড়াতে যাবার দিনস্থির করে ভালই করেছিলাম। মস্কোতে কুচকাওয়াজের সময় সেদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল এবং স্মৃতিস্তম্ভ থেকে সেদিন যে বক্তৃতা হয়েছিল তা সবই ছিল মার্কিনদের পক্ষে অপমানকর—এরকম অপমানকর ও নিন্দাজনক ভাষা এর আগে কখনও ব্যবহার করা হয় নি। একটা ভারী মজার ব্যাপার ঘটেছিল—চেক্‌ রাষ্ট্রদূতের নতুন ফেল্ট-টুপি বৃষ্টির জলে ধুয়ে একেবারে নীল রঙের বাণ ডাকিয়ে দিলো তাঁর ঘাড় আর মুখে। একজন ইংরেজ

কেরানী জনতার ভীড়ের মধ্যে বন্দী হয়ে তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে মার্চ্চ করে ষ্টালিনের সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে গিয়েছিলো। যখনই তাকে ডাকা হয়েছিল সে বোবা কালার ভান করেছিলো। এবং কোনরকমে প্রহরীরা তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলো। শোভা-যাত্রীদের প্রতি-পাঁচজনকে পৃথক করে দিচ্ছে একজন করে প্রহরী। এত জোর বৃষ্টি পড়ছিল যে তাকে একেবারে রুশের মতো দেখাচ্ছিল। অবশ্য তার স্বদেশবাসী দুজন তাকে বেশ চিনতে পেরেছিল। তাদের মনে হয়েছিল সে বুঝি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে।

তিফ্‌লিসে আমাদের দিনটা নেহাৎ মন্দ কাটে নি। পররাষ্ট্র বিভাগে ড্যাড্‌ বিশেষভাবে গিয়ে তাদের জানিয়ে এসেছিলো যে, আমরা মে দিবসটা তিফ্‌লিসে অতিবাহিত করতে চাই—ওডেসাতে যেমন আমাদের স্বদেশবাসী কয়েকজনকে যে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো সেভাবে হোটেলে বন্দী হয়ে থাকতে চাই না। মে দিবস হলো মঙ্গলবারে এবং তার আগের রবিবার ড্যাড্‌ এড ফ্রীয়ার্সকে বলেছিলো যে 'Salmon shirt' মানে প্রহরীদের কর্ত্তাকে বলে রাখতে যে আমরা ঐ দিনটা গ্রামাঞ্চলে চড়ুইভাতি করে এবং সুযোগ মতো হোটেল ত্যাগ করে চলে যাবো যদি সে পিছনের দরজা দিয়ে চলে যেতে আমাদের সহায়তা করে।

আমাদের সহায়তা দেবার আশ্বাস দিয়ে সাড়ে সাতটার সময় তৈরী হয়ে থাকবার জন্যে বলা হলো।

ড্যাড্‌ বললে: এটা নিশ্চয়ই খুব সুবিধাজনক সময় নয়। সে মস্কোতে হিউ কামিং-এর কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠালো এই অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে এবং ওয়াসিংটনে এই সম্পর্কে একটা সংবাদ পাঠাতে।

স্থানীয় কর্ত্তাব্যক্তিরা আমাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন

যে নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও যদি আমরা থাকি তাহলে হোটেলে আমাদের তালাবন্ধ করে রাখা হবে এমন কি জানালার খড়খড়িও আমাদের তুলতে দেওয়া হবে না। লুইস গফিন প্রতিবাদ করে একটা টেলিগ্রাম করেছিলেন অবশ্য তার প্রতিবাদের ভাষাটা একেবারে যুদ্ধং দেহি না হলেও বেশ কড়া ধরণের ছিল।

আমাদের রক্ষকরা বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। ড্যাড্ এবং লুইস উদ্ধার হয়েও নীরব হয়ে রইলেন। আধঘণ্টা বাদে—সোভিয়েট আমলাতন্ত্রে এটাই সবচেয়ে দ্রুততা—এডকে জানালো যে আমাদের বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সদর দরজা দিয়েই আমরা সাড়ে দশটায় হোটেল ত্যাগ করতে পারি অথবা যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহলে খোলা জানালা দিয়েই আমরা এই কুচকাওয়াজ দেখতে পারি।

লোকজন আর গাড়ী যোগাড়পাতি করতেই আমাদের দশ মিনিট দেরী হয়ে গেলো। ফলে এই কুচকাওয়াজ ব্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে আমরা আটকে গেলাম। বড় বড় ট্যাঙ্কের মধ্যে চাপা পড়বার উপক্রম আর কি! এই ধ্বংসদানবের এত কাছাকাছি না আসার কামনাই আমি বার বার করতে লাগলাম। তারা অতিকষ্টে রাস্তার একধারে সরে যেতে সহায়তা করলো আর একটু দেরী হলেই এই ট্যাঙ্কের তলায় পড়তে হতো—এই যন্ত্রদানবগুলো আমাদের পোকা মাকড়ের মতো পিষে মেরে ফেলতে পারতো। এই ট্যাঙ্কগুলো চলে গেলে মোটর সাইকেলারোহী পুলিশ অত্যন্ত নম্রভাবে হাত উঁচু করে কুচকাওয়াজ সমাপ্ত করার ইঙ্গিত করলো।

পুলিশ-প্রহরী আর জনসাধারণের মধ্যে আমরা পথ করে করে অগ্রসর হতে লাগলাম। কেন তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। আমাদের বোধহয় পলিট্‌ব্যুরোর প্রতিনিধিদের মত দেখাচ্ছিল।

অভিবাদনরত জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে চেষ্টা

করতে লাগলাম কিন্তু মোড় ঘুরে শহরের বাইরে যাবার পথে না আসা পর্য্যন্ত এই রকম চলতে লাগলো।

মজা হচ্ছে, দু'রাত আগে ষ্টুয়ার্ট, ডিক এবং জেরী বার্কলে (সুন্দরী তন্বী ক্যানাডা-দেশীয়া যুবতী, আমাদের সঙ্গে এই বন-ভোজনে গিয়েছিল) কুচকাওয়াজের মহড়া দেখতে গিয়েছিল। প্রহরীরা তাদের দেখতে পেয়ে ডিক ও জেরীকে পুলিশ পাহারায় হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সোমবার শোভাযাত্রায় আমাদের অংশগ্রহণ বেশ সন্তোষজনক হয়েছিল।

এক টুক্‌রো ঘরোয়া সুখবর হচ্ছে আমাদের মালীকে পাঁচবছর সশ্রম কারাদণ্ডের বদলে একবছরের কয়েদ দেয়া হয়েছে। তার স্ত্রী তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাত করতে পারে কিন্তু কারামুক্তির পর মস্কোতে আর কখনও সে বাস করতে পারবে না। সেজন্য অবশ্য মালী-বউয়ের মন খারাপ নয়—কেননা সাইবেরিয়া থেকে তার ছেলে ফিরে এলে তাকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কাউকে উত্তরে রেখে দেওয়া হয়, কেউ কেউ বিশেষ ভাবে নির্দ্দিষ্ট শহরে অথবা জেলায় বাস করতে পারে; এমন কি অন্যেরা মস্কো থেকে ১২৫ কিলোমিটার দূরে পর্য্যন্ত বসবাস করতে পারে। সোভিয়েট বিধি-ব্যবস্থা আশ্চর্য্য রকমের খলতায় ভরা। স্বামীর গ্রেপ্তার এবং কারাদণ্ডে মালী-বউ ক্ষুব্ধ না হয়ে কারাদণ্ড কমে যাওয়ার জন্যে বিচারালয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তাকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সুবিবেচক ও সহৃদয় সরকার সে শাস্তি কমিয়ে দিয়ে একবছর করেছেন।

মালী-বউ তার স্বামীর জন্যে জেলে খাবার-দাবার ও ঔষধ-পত্র নিয়ে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু তাকে তা নিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া

হয়নি। যখন সে স্থায়ীভাবে জেলখানায় অথবা কাজ করার জন্যে শিবিরে থাকবে তখন মালী-বউ তা নিয়ে যেতে পারে। সেদিন মালী-বউকে কিছু টাকা তার স্বামীকে দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—এই টাকা দিয়ে জেলখানার রসদখানা থেকে সে অতিরিক্ত আহার্য্য কিছু কিনতে পারে।

বন্দীদের জেলখানায় যা খেতে দেওয়া হয় তা একেবারে নিম্নস্তরের। সকালে পাতলা ফ্যান, দুপুরে রুটি আর স্যুপ আর রাত্তিরে রুটি আর জল। মালী-বউ বললে তবু তার স্বামীকে বেশ ভালই দেখাচ্ছে। আমার মনে হলো মদে চুর হয়ে না থাকায় তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে।

বেলগ্রেড থেকে আমাদের ডিরেক্টর ষ্টিভেন্স এখানে এসেছেন সম্প্রতি। তিনি বললেন বেলগ্রেডের মতো দরিদ্র ও অনুন্নত দেশেও তিনি এত অধিক সংখ্যক বিকলাঙ্গ ব্যক্তি দেখেন নি। গতকাল আর্বাটে বেড়াতে বেড়াতে তিনি এক তরুণকে দেখেছিলেন যে হাতের এবং হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে চলছিল, পা দুটি তার খবরের কাগজে আর ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধা। পথের ধার দিয়ে এইভাবে চলতে চলতে মোড় বেঁকবার সময় তার বুক থেকে চারটে সামরিক পদক খসে পথের ওপর পড়ে গেলো। পশ্চিমীদের বন্ধুদের এই দৃশ্যই আমার দেখতে ইচ্ছা করছিল। গতবার গ্রীষ্মকালে আমি একজনকে দেখেছিলাম তার দুটো পা এবং একটা হাত কাটা, পথের ধারে সে ভিক্ষা করছিল—সে পঙ্গু তা দেখাবার জন্যে সে তার সার্ট আর ট্রাউজার খানিকটা করে সরিয়ে রেখেছিল। এই তিনবার কাটাছাঁটা লোকটিকে ঐ লোকটির জোড় হিসেবে কিন্তু ভারী মানাতো।

২০শে মে, ১৯৫১

এক পক্ষ কাল জার্মানীতে অবস্থানের জন্যে যে বিমানটিতে আমাদের

যাবার ঠিক ছিল—ভিসা এবং অতিরিক্ত ভ্রমণের নানা রকম অসুবিধায় তা স্থগিত রাখতে হয়েছে—এটা কিন্তু ভারী বিরক্তিকর। ড্যাডের সেখানে করার মতো অনেক কাজ ছিল এবং আমাদের অনেক কিছুই কেনাকাটার প্রয়োজন ছিল। পরের মাস অবধি আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে এবং ট্রেণে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

গতকাল আমাদের সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের জন্য এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেছিলাম। নৌবাহিনীর সাংকেতিক পতাকা দিয়ে নাচঘর সাজান হয়েছিল। সামরিক বিভাগের ব্যক্তিরা সবাই সবচেয়ে ভাল পোষাক পরে এসেছিলেন—আমরা ঊর্ধতন এটাশে এবং তাদের জায়াদের নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ন করতে লাগলাম। ড্যাডের এবং সৈন্যাধ্যক্ষের পতাকা আমাদের পিছনে থাকায় আমাদের সৈন্যসংগ্রহকারীদের মতো দেখাচ্ছিল।

এই সময় পাঁচজন রুশ সামরিক কর্ত্তাব্যক্তি এই উৎসব অনুষ্ঠানে এসে হাজির হলেন—এঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে উচ্চপদাধিকারী, তিনি বিমান বাহিনীর কর্ণেল। তাঁরা এসেছিলেন জনসংযোগকারী বিভাগ থেকে। তাঁরা একসঙ্গে কুচকাওয়াজ করতে করতে এলেন, রুশিয়দের যা বৈশিষ্ট্য—কড়া হাতে অতি দ্রুত সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন, আবার মার্চ্চ করে নাচ-ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে সবাই একটু করে মদ্যপান করেই আবার মার্চ্চ করে উৎসব অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিলেন।

কূটনৈতিক বিভাগের সবচেয়ে সুজন হলেন ইসরাইলের প্রতিনিধিরা। তাঁদের সঙ্গিনীরা পরমা সুন্দরী এবং পুরুষরা বুদ্ধিদীপ্ত। সেদিন রাত্রে ডিনারে বসে এদের দলপতির সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা বলছিলাম। তিনি আমাকে বললেন রাশিয়ায় ৪৫,০০০ হাজার ইহুদী

আছে। একটা উপাসনাগার আছে, সেখানে তিনি তাঁর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে নিয়ে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার কেউই—এমন কি উপাসনার জন্য সমবেতদের মধ্যে একটি প্রাণীও গোপনে অথবা সরকারী ভাবে তাদের সঙ্গে সাহস করে আলাপের জন্য এগিয়ে আসে নি। ওডেসায় এবং কিয়েভে এর চেয়েও অধিক সংখ্যক ইহুদী আছে। নিতান্ত দুঃখ অভাবের মধ্যে তারা বাস করে এবং এদের মধ্যে অনেকেই ঘর বাড়ী এবং কাজ কর্ম্ম হারিয়েছে। কোন রকমেই তাদের বাইরে যাবার ভিসা দেয়া হয় নি অথবা প্যালেস্টাইনে বসবাস করবার অনুমতি মেলে নি। সুদূর উত্তরে তাদের প্রজাতন্ত্রী দেশ নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর স্থান—কারা কলোনীর চেয়ে কিছু উন্নত।

রুশরা বিরাট কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছে মস্কোতে—মানে মস্কোর একটু বাইরে স্প্যারো হিলস-এর ওপর। এরই অতি নিকটে নেপোলিয়ন মস্কো নগরীকে অবলোকন করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। এই বিরাট কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একটি বিরাট ব্যাপার—এজন্য তারা গর্ব্ব অনুভব করে। এর মধ্যে থাকবে অনেক বিদ্যালয় এবং গবেষণাগার। প্রত্যেক দিন অতি প্রত্যূষে দেখতে পাওয়া যায়, কর্ম্মীরা এই কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রক্ষীর প্রহরাধীনে তারা কুচকাওয়াজ করতে করতে চলেছে—সব শেষে থাকে সামরিক রক্ষী এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষিত 'পুলিশ' কুকুর। এই দলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুই-ই আছে—সংখ্যায় তারা শত শত। বিদ্যামন্দির এবং মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারার স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কি ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা!

তিফ্লিসের পথে যেতে যেতে কয়েকটা ট্রেনভর্ত্তি কয়েদীদের আমরা দেখতে পেলাম। গৃহপালিত পশুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটা কামরা মেয়ে-কয়েদীতে ভরা। কাঁটাতারে ঘেরা জানালা দিয়ে উঁকি দিতে তাদের আমরা দেখলাম। খট্‌খটে আলোভরা পরিস্কার দিন। পথে অথবা

ষ্টেশনে যে-কেউ তাদের লক্ষ্য করে থাকবে। তবু এই নিয়ম চালু আছে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে এই নিয়মকে মেনে নেওয়া হয়েছে। এর শেষ যে কি তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তবে এটুকু জানি এই দৃশ্য চোখে দেখা বড় মর্ম্মান্তিক।

২৩শে মে, ১৯৫১

আজ বুধবার। আমাদের বিমানটি বার্লিনের টেম্পলহফ বিমান ঘাঁটিতে শনিবার থেকে চুপচাপ অপেক্ষা করছে। রুশরা আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে যে পোলাণ্ডের ওপর দিয়ে আকাশপথে বিমানকে যাবার অনুমতি দেবার জন্যে তারা পোল্‌দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। আমি আশা করি তাদের আলাপ আলোচনা সার্থক হয়ে উঠবে।

আমাদের দূতাবাসের একজন কিছুকাল ধরে অসুস্থ ছিল—তাকে আমরা একেবারে হারালাম। আমাদের সঙ্গে বিমানে তার যাবার কথা ছিল কিন্তু একজন তরুণ পদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে সে গতকাল যাত্রা করলো। স্বদেশে ফেরার পথে এই তরুণ পদস্থ কর্ম্মচারীটির ওপরে তার দেখাশোনার ভার ছিল। একটু কিছুই হলেই তার প্রতিক্রিয়া ঘটতো বেচারার নার্ভের ওপর। সেজন্য এখানকার অদ্ভুত ধরণের অসুবিধা ও কষ্টের কথা স্বদেশবাসীরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবেন না। এমন কি personnel man যিনি গত সপ্তাহে এখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি স্বীকার করলেন যে আমাদের বিপত্তির কোন ধারণাই তাঁর ছিলো না এবং নিজের পাঠান টেলিগ্রাম নতুন করে পাঠ করে তিনি লজ্জিত হলেন।

মালী-বউ জেলখানায় তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। রবিবারে সে তার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলো। সে আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলো, জেলখানার বাইরে দর্শনপ্রার্থীদের লম্বা কিউ—

অন্ততঃ শ' তিনেক লোক—তার মধ্যে অধিকাংশই বাচ্ছা ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীলোক। সে কয়েকঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েছিল—শেষে ক্লান্ত হয়ে সে ফিরে এসেছিলো।

৩রা জুন, ১৯৫১

পোল্‌রা অবশেষে নরম হয়ে এলো কিন্তু তখন আমাদের দু' সপ্তাহের ছুটির আর ছ'দিন মাত্র বাকী রয়েছে। নিরাপদ বিমান ভ্রমণের পর আবার আমরা ফিরে এলাম। এমন উপভোগ্য বিমান ভ্রমণ এর আগে কখনও হয় নি। সোজা পোলাণ্ডের ওপর দিয়ে উড়ে চললাম—তারপর রাশিয়ার পতিত ক্ষেতের ওপর দিয়ে—বিমান ভ্রমণের শেষ দিকে আমাদের বিমানটি অনেক নীচে নেমে এসেছিলো—যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলছিলো। কিন্তু বিমানে ভ্রমণের জন্য যে আমি অসুস্থ হয়েছি, সে কথা আমি রুশ বিমান-চালককে জানতে দিতে চাই না। স্বদেশানু-রাগ আমার মনোবল অটুট রেখেছিলো।

বি ১৭ মার্কা বিমান আমাদের প্যারিস থেকে তুলে নিলো। হেগ-এ আমরা বুধবার গিয়ে হাজির হলাম এবং চ্যাপিন পরিবারের সঙ্গে সেদিন এবং পরের দিন বেলা তিনটে অবধি কাটালাম। তাদের দিনগুলো তখন ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে কাটছিল। নিজের মেয়ের বিয়ে বলেই এ উত্তেজনা নয়—মার্গারেট ট্রুম্যান এখানে আসছেন এবং তিনদিন এখানে থাকবেন। এখানে ওখানে তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করতে হবে। তাই এই উদ্বেগ ও উত্তেজনা।

আবার বি ১৭ বিমানে আমাদের যাত্রা সুরু হলো—স্নান করবার সময় পৌঁছুলাম ওয়াইজব্যাডেন-এ। সেখানে নর্সট্যাড পরিবারের সঙ্গে আহার করে খানিকটা বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। জেনারেল নর্স-ট্যাড ইউরোপীয় বিমান বহরের জেনারেল ক্যানন-এর স্থলাভিষিক্ত

হয়েছেন। শুক্রবার সকালে তড়িৎ গতিতে বাজারে গিয়ে হাজির হলাম —কাঁচা শাক-সব্‌জী বেশ কয়েক পাউণ্ড কিনে নিলাম, আর কিনলাম কয়েক ডজন ডিম এবং তারপরে বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে বিক্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট দোকানে গেলাম টুকিটাকি নানান জিনিষ কেনার জন্য। ম্যাকলয় পরিবারের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমাদের আবার সাড়ে দশটায় বিমান যাত্রা সুরু হলো বন্‌ অভিমুখে। হাওয়াই থেকে একজন ভদ্রলোক একটা ছোট্ট ব্যাগে করে তিনটে অ্যাভোকাডো ফল এনে দিয়েছিল নর্সট্যাড পরিবারকে। আজ এখানে এই মস্কোতে মধ্যাহ্ন ভোজে বসে আমরা তাই খাচ্ছি।

বিমান বন্দরে যাবার পথে ডিক কিছু কলা কিনে নিলো। দু'এক ডজন নয়—পুরো এক ঝুড়ি, অর্থাৎ আটষট্টিটা কলা সে আমাদের দূতাবাসের ছেলে মেয়েদের তা বিলিয়ে দিলো।

১০ই জুন, ১৯৫১

এত আলো এত রোদ—অথচ করার মতো কিছুই নেই! তিন সপ্তাহ ধরে একেবারেই বৃষ্টি হয় নি। দিন রাত্রি দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল। এই দুরন্ত গরমে এই শহরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা প্রাণান্তকর ব্যাপার। আমাদের এখানকার প্রথম বৎসরের অবস্থান কালে আমরা কোন সাধারণ মাঠে টেনিস খেলবার অনুমতি চাইলাম। এখানে সাধারণের সত্যিকার কোন টেনিস কোর্ট নেই—যা আছে তা লাল ফৌজদের, এম-ভি-ডি প্রতিষ্ঠানের এবং আরো অনেক কলকারখানা ও সরকারী ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের জন্য। অনুমতি মিললো না এবং এখানে স্প্যাসোর পিছন দিকে আমাদের নিজস্ব টেনিস কোর্ট তৈরী করে নেবার অনুমতিও বুরোবিন কর্ত্তৃপক্ষ অস্বীকার করলেন।

বুধবার বিকেলে আমরা একটা চমৎকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলাম।

আমেরিকা থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত ঘাস কাটার একটা যন্ত্র আমরা পেয়েছিলাম—এটা অনেকটা ছোটখাট আকারের চাষ আবাদের ট্রাক্টারের মতো। এই যন্ত্রের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে এ দিয়ে জমিতে হাল দেওয়া, মই দেওয়া ছাড়াও তুষার পরিষ্কার করা যায়। আমাদের ইন্‌জিনিয়ারের জীবনের গর্ব্বের ও গৌরবের জিনিস। তিনি আমাদের সকলের সামনে—ইতালীয় এবং পাকিস্থানী রাষ্ট্রদূতদের এবং যাঁরা এই অদ্ভুত কৌশলী যন্ত্রটির কথা শুনেছিলেন—তাঁদের সকলের সামনে এর কেরামতি প্রদর্শন করলেন।

এই যন্ত্রটিতে বসবার যে আসনটি আছে সেটা পিছন থেকে নাড়ান-চাড়ান যায়—বাড়ীর সামনের প্রশস্ত মাঠটায় ওয়ালী বারবারের ৩০০ পাউণ্ডের যন্ত্রটা ছুটোছুটি ও দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে—একটা দেখবার মতো দৃশ্য বটে। স্কোয়ার থেকে সব লোকেরা ভীড় করে এটা দেখতে এলো—শেষে এই ভীড় সামলাবার জন্যে এম-ভি-ডি'দের ডাকতে হলো। সদর দপ্তরে ফাইলে এই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

দূতাবাসে একটা নতুন ট্রাকও আমরা পেয়েছি। এক বছরেরও বেশি আগে আমরা ট্রাকের অর্ডার দিয়েছিলাম—এটা সেই অর্ডারী মালেরই একটি। এটা 'ডায়মণ্ড টি'—টকটকে লাল রঙের। ওয়ালীর ভয় ছিল যে, ট্রাকের লাইসেন্স কিছুতেই পওয়া যাবে না এবং ট্রাকের রংটা বদলাতে হবে। কিন্তু তারা গাড়ীটার লাইসেন্স দিয়ে দিলো এবং রং সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করলে না।

তারপর একেবারে ভালমানুষ না সাজার জন্যে তারা আমাদের নতুন মোটর মিস্ত্রিকে গাড়ী চালাবার লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করলো। সে ভদ্রলোক সামরিক ইনজিনিয়ারীং বিভাগের সার্জ্জেণ্ট—বিশ বছর ধরে এই কাজ করছে। তারা বার বার দাবী করতে

লাগলো যে সোভিয়েট ইউনিয়নে মোটর গাড়ী চালাবার লাইসেন্স পেতে হলে—বিশেষ করে বিদেশীদের পক্ষে এটা বেশী করে প্রযোজ্য—আবেদনকারীকে যন্ত্রবিজ্ঞানের একটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। যানবাহন চলাচলের নিয়মকানুন জানার চেয়ে এটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে তারা মনে করে। অবধারিতভাবে প্রশ্নগুলি হয় ধাঁধাঁ লাগানোর মতো—পরীক্ষার্থীকে ভড়কে দিয়ে ফেল করিয়ে দেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমাদের সার্জেন্টকে এই ভাবেই সরিয়ে দেয়া হলো। পরীক্ষক প্রশ্ন করলেন : ব্যাটারীতে এ্যাসিড কখন দিতে হয়?

: ব্যাটারীতে এ্যাসিড দিতে নেই—পরিশুদ্ধ জল দিতে হয়—আমাদের সার্জেন্ট উত্তর দিয়েছিলো।

: একেবারে ভুল। ব্যাটারীতে যদি গর্ত থাকে তাহলে এ্যাসিড দিতেই হবে।

সেইজন্য লাইসেন্স দিতে তারা অসম্মত হলো। তার ওপর পরীক্ষক সার্জেন্টকে একটা ছোটখাট উপদেশমূলক বক্তৃতা দিয়ে বললে : ইঞ্জিনের ভেতরকার ব্যাপারগুলো ভাল করে জেনেশুনে তিনমাস পরে আবার পরীক্ষা দিতে।

এই রকমের নষ্টামী-দুষ্টামী আমাদের দিনের পর দিন সহ্য করতে হচ্ছিল।

২৮শে জুন, ১৯৫১

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা ব্রিটিশ দূতাবাসে আহার করলাম। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা ক্রেমলিনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম গেট দিয়ে মোটরগুলো লম্বা সার বেঁধে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির তখন মধ্যযাম—প্রকাণ্ড প্রাসাদ আলোয় উদ্ভাসিত। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল উৎসব অনুষ্ঠান অন্তে অতিথি অভ্যাগতেরা বিদায় নিয়ে

চলে যাচ্ছেন। পদস্থ ব্যক্তিদের গাড়ীর পিছনে রয়েছে আরো একটি করে গাড়ী—সে গাড়ী হলো দেহরক্ষীদের। আমরা মনে করলাম স্বদেশ প্রত্যাগত গ্রোমিকোকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্যই এই নৈশ-ভোজের আয়োজন। তিনি সবেমাত্র প্যারিস থেকে ফিরে এসেছেন। ভিসিনস্কি এখনও অসুস্থ আছেন। পশ্চিমী মন্ত্রীদের এবং প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর যে বাক্‌যুদ্ধ হয়েছিল তারই বিস্তৃত বিবরণী শোনাতে গ্রোমিকো নিশ্চয়ই খুব উৎসাহ এবং আনন্দ বোধ করছিলেন।

মালিকের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব সম্প্রতি ক'দিন হলো সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ড্যাড্ অপেক্ষায় ছিলেন। গ্রোমিকো স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতেই তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলেন এই আশায় যে, মালিকের প্রস্তাবের খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকিফহাল হতে পারা যাবে। গতকাল বুধবার ২৭শে গ্রোমিকো ড্যাড্‌কে আহ্বান জানালেন। ড্যাড্, এড ফ্রীয়ার্স এবং ডিক সার্ভিস তিনজনে সেখানে গেলেন—এড দোভাষী এবং রুশ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে এবং ডিক দূর প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

ড্যাড্ গ্রোমিকোকে দেখে ভারী খুশী হয়েছিলেন: তার প্রথম কারণ ভদ্রলোক ভারী খোশ মেজাজের লোক এবং দ্রুত চিন্তা করতে পারেন—সোভিয়েট কর্ত্তাদের মতো এর বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নেই। দ্বিতীয় কারণ, আলাপ-আলোচনা দু'তরফেই পুরোপুরি ইংরেজী ভাষায় হতে পারে। যখন সরকারী 'নোট'-এর আদান প্রদান করবার সময় পর্য্যায়ক্রমে দু'পক্ষই যখন সরকারী নোট পাঠ করে, গ্রোমিকো তখন রুশ ভাষায় তা পাঠ করেন। লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হ'লে তাঁকে রুশ ভাষায় কথা বলতেই হয়। কিন্তু সাধারণ আলাপ-আলোচনা চলে ইংরেজীতেই। এই ধরণের আলাপ-আলোচনায় উপস্থিত থাকতে আমার এত ইচ্ছা করে! এড এবং ডিক আমায় বলেছিলেন এই

আলোচনার সময় ড্যাড্ এমন চমৎকার ভাবে কথাবার্ত্তা চালান! আমার মনে হয় এই জন্যেই রুশরা তাঁকে এত সমাদর ও শ্রদ্ধা করে।

ড্যাড্ গ্রোমিকোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি প্যারিসে তার ছুটিটা কেমন উপভোগ করেছিলেন। গ্রোমিকো প্রত্যুত্তরে বললেন যে, অবসর ছিল বড় বেশী দীর্ঘ এবং প্যারিস সত্যিই রমণীয় শহর। তবে হঁ্যা 'প্যারিসের রান্না সারা দুনিয়ার সেরা'। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আশ্চর্য্যরকমের স্বীকৃতি!

আমাদের বাগানটা দীর্ঘ সবুজ লতাগুল্মে ভরা। রাশিয়ায় এই ভাবেই নাকি ফুল ফোটান হয়। বুড়ো মালী বেচারা এখনও জেলে পচছে। তার বিচার হয়ে যাবার পর থেকে মালী-বউ তার আর দেখা পায়নি। মালী-বউ বলছিলো কারাগারের দ্বারদেশ নর-নারীর কিউ বড় বেশী রকমের লম্বা। সে কিন্তু বেশ খুশী মনেই আছে—মালী এবং তার ছেলে মুক্তি পেলে তাদের নিয়ে শান্তিময় জীবন-যাপনের স্বপ্ন তার চোখে। সাইবেরিয়াতে তার ছেলের এখনও আড়াই বছর কাটাতে বাকি।

৬ই জুলাই, ১৯৫১

গৌরবময় ৪ঠা জুলাই এলো আর চলে গেলো। মোখোভায়াতে আমাদের খুব বড় রকমের একটা পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। দিনটা ছিল ঝড়ো বাতাসের—পতাকাটা সুবিস্তৃতভাবে আলোন্দিত হয়ে পথচারীদের মাথার ওপর দিয়ে পত্ পত্ করে উড়তে লাগলো। সামনের বারান্দায় আর একটা পতাকা আমরা টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলাম। এবং বাড়ীর ভেতরটায় লাল, সাদা আর নীল ফুলে সুসজ্জিত করেছিলাম—ডেলফিনিয়াম্স্, লাল আর সুগন্ধী উইলিয়াম এবং সাদা তুলোর মতো ছোট ফুলে।

আনন্দ-উৎসবের জন্যে আমরা বৈকালীন প্রীতি-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। রাষ্ট্রীয় ভোজ-কক্ষ থেকে বড় টেবিলটা সরিয়ে নিয়ে আনা হলো নাচ-ঘরে। বাগানের দিকের দরজাটা দিলুম খুলে এবং সমস্ত জানালাগুলোও, ধীরে ধীরে চেয়ারগুলো রাখলাম সাজিয়ে। চমৎকার দেখাচ্ছিল। স্যাম্পেনের ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল বরফ দেওয়া কেক ও স্যাণ্ডউইচ এবং আমেরিকার সবচেয়ে ভাল আইস-ক্রীম। এই আহার্য্য-বস্তুতে অতিথিদের সবাই খুব খুশী হয়েছিলেন।

ড্যাড্ এবং আমি ঠিক ৬টায় অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরী হয়ে রইলাম। বলমেন থেকে আনা নতুন ফ্রকটা আমি পরেছিলাম। ড্যাড্‌কে শক্ত সাদা কলারওয়ালা কোট ও কালো টাই প'রে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল। আমাদের ফার্ষ্ট সেক্রেটারীদের মধ্যে প্রবীন যিনি তিনি প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর আমাদের সঙ্গে দ্বারদেশে এসে দাঁড়াতে লাগলেন। সাতটার পর ওয়ালী এবং কামিং পরিবারের দু'জন আমাদের স্থলাভিষিক্ত হতেই আমরা অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে মিশে গেলাম। আমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল 'ছটা থেকে আটটা'—কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে অনেকেই সকাল সকাল এসেছিলেন এবং প্রীতি-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ছিলেন। স্বল্প যে কজন রুশ অতিথিরা এসেছিলেন তাঁরাও এই প্রীতি-অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ করেছিলেন।

পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে কারা আমাদের এই আমন্ত্রণে যোগ দিতে আসবেন তা নিয়ে আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা করেছিলাম। গত বছরে ওরা কতকগুলো বাজে লোককে পাঠিয়েছিলো—তারা এসে কুড়ি মিনিট বাদেই বিদায় নিয়েছিলো। এ বছরে আমরা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের তালিকাটা একটু ছোটখাট করে পরে বেশ ভাল করে তা দেখে শুনে নিয়েছিলাম। ভিসিনস্কির নিশ্চয়ই ভারী অসুখ। ক'মাস তাঁকে

একেবারেই দেখা যায় নি। পররাষ্ট্র বিভাগের অন্য সহকারী মন্ত্রীদের সঙ্গে গ্রোমিকোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। কিন্তু তাঁরা কেউই এলেন না। তাঁদের সব কাজের চাপ ইত্যাদি অজুহাত দিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগের একজন উর্ধতন সহকারী সেক্রেটারীকে আমরা দলে টানতে সমর্থ হয়েছিলাম। এঁকে ওরা বলে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল, বাণিজ্য দূতাবাসের প্রধান কর্ত্তা, প্রেস বিভাগের প্রধান কর্ত্তা আরো কয়েকজন (তার মধ্যে ছিলেন মার্কিন দপ্তরের কর্ত্তা এবং তাঁর সুন্দরী জায়া) স্প্যাসোতে ভোজ সভার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি এবং তাঁর স্বামী আমেরিকা থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন। তাঁর পরণে ছিল আমেরিকায় তৈরী ফ্রক—কালো সাদা ছাপা পরিচ্ছদ—ভেলভেটের কলার দেওয়া, একটা মানানসই টুপি এবং দস্তানা। তিনি বেশ চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন। তাঁকে যখনই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা গিয়েছিল—তখনই তিনি চমৎকার জবাব দিচ্ছিলেন। বেশ বোঝা গিয়েছিল তিনি এই প্রীতি অনুষ্ঠান বেশ ভাল ভাবেই উপভোগ করেছিলেন।

যাঁরা সকাল সকাল এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে চেক রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর স্ত্রীকে দেখে আমরা বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। প্রায় প্রৌঢ় দম্পতি গ্রাম্যভাব চেহারার মধ্যে অত্যন্ত বেশি, মনে হয় সবে বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী সমাপ্ত করে আসছেন। প্রীতি অনুষ্ঠানের প্রান্ত লগ্নে এসে হাজির হলেন পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত—এই অপরিচ্ছন্ন ও আলুথালু বেশ-ধারীকে প্রথম পদার্পণের সময় কেউই চিনতে পারে নি। কোরীয় যুদ্ধ বিরতির প্রাক্ বহিঃ প্রকাশ বলে আমরা ধরে নিতে পারি। স্পষ্টই এটা তারই ইঙ্গিত বলে বোঝা গিয়েছিল। গত বছরের মধ্যে এই প্রথমবার কর্ত্তাদের শুভ পদার্পণ স্প্যাসো হাউসে ঘটলো।

আমাদের দ্বিতীয় সেক্রেটারীর পত্নী ভন প্র্যাটকে চেক রাষ্ট্রদূত

গোপনে বলেছিলেন যে, ভালো মার্কিন চুরুটের লোভে তিনি এই প্রীতি অনুষ্ঠানে এসেছেন। আমাদের এখানে চুরুট একেবারেই আসে না। চুরুটের বিশ্রী গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারিনা—একথা জেনে এখানকার কেউই সাহস করে চুরুট খায় না।

ভন এদিক-ওদিক খুঁজেপেতে দেখতে লাগলো। জানতে পারলো যে ডিক এক বাক্স চুরুট কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছে। সে তাকে তা খুঁজে আনতে পাঠালো। ইতিমধ্যে, কথাবার্ত্তায় জানতে পেরে ফাদার ব্র্যাসার্ড তাঁর নিজের পকেট থেকে একটি চুরুট বার করে সে ভদ্রলোককে উপহার দিলেন। কোথাকার চুরুট তা কিছু না জেনেই তিনি অত্যন্ত আরামে খুশী মনে তা টানতে সুরু করলেন। ডিক যে তিনটি চুরুট তাঁকে দিয়েছিল তা তিনি পকেটে পুরে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

১৬ই জুলাই, ১৯৫১

একেবারে ৯৫° ডিগ্রি এই ধূলিমলিন এবং ভালভাবে জল দিয়ে না ধোয়া নগরীতে দারুণ গরমের সৃষ্টি করেছে।—তিফ্‌লিস এবং ইউক্রেনের অন্তর্গত খারকভের চেয়েও বেশি গরম সারা সোভিয়েটের মধ্যে এই মস্কো নগরীতে।

গতকাল ছিল রবিবার। দেখি প্রতিটি লোক ট্রেনে, বাস-এ, খোলা মোটর ট্রাকে করে শহর থেকে বাইরে যাচ্ছে। আমরা বিমান-বন্দরের কাছে রাস্তার ওপর বনের মধ্যে চড়ুইভাতি করলাম। আমাদের প্রহরীরা খুব খুশি হয়েছিল আমাদের ওপর। লং নাইফ তার জ্যাকেট এবং সার্ট খুলে ফেলে ডেজী তোলবার জন্যে মাঠের মধ্যে নেমে গেলো। কিন্তু সে তার ছুরিটা রাখলে কোথায়?—মনে হয় ট্রাউজারের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়েছিলো।

গাছের ছায়ার তলায় ভারী চমৎকার লাগছিল কিন্তু শেষে সেখানেও রোদ এসে পড়ল। আমরা ফিরে এলাম ডিককে ডিনারে আপ্যায়িত করবার জন্যে। সে আগামী কাল চলে যাচ্ছে। সে ট্রেনে করে যাবে লেলিনগ্রাড এবং হেলিসেঙ্কি, সেখান থেকে বিমানে ব্রাসেলস্-এ যাবে—এখানে তার পরিবারস্থ লোকেরা তার সঙ্গে মিলিত হবে। তার অনুপস্থিতিতে আমাদের খুব অসুবিধা হবে।

আমি নিজে ব্রাসেলস্-এ যেতে চাই। দূতাবাসে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আমরা, ফরাসীরা এবং ব্রিটিশদের কয়েকজন মস্কোতে রয়ে গেলাম। বাকী সবাই মস্কোর বাইরে অবকাশ যাপনের জন্যে চলে গেলো।

গত রাত্রে মস্কো হোটেলের ছাদে ব্রহ্মের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে নৈশাহার করলাম—আমাদের সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ, ইতালীয় এবং ফরাসীয় রাষ্ট্র-দূতেরা। প্রকৃতপক্ষে এটা সাধারণ হলেও শুনতে এটা বেশ অসাধারণ রকমের। মস্কো হোটেলের ছাদ থেকে ক্রেমলিন দেখা যায়। তারই ওপরে পাঁচজন রাষ্ট্রদূত একত্রে আহার করছেন। মস্ত লম্বা বারান্দার ওপর এই হোটেলটি। এরই মধ্যিখানে অর্কেষ্ট্রা এবং নাচের যায়গা। হোটেলটি নানা ধরণের জনসমাগমে একেবারে পূর্ণ। পুরুষদের মাথাগুলো কামানো এবং চক্‌চকে—পরণে সাদা নোংরা গলা-খোলা জামা, কারুর বা স্বেদমলিন নীল রঙের জার্সি। সৈনিকদের পরণে খাকি পোষাক—ঘাড় মোটা স্ত্রীলোকদের অঙ্গে ছাপান পোষাক, কেউ কেউ নীল বা লাল রঙের ভেলভেট দেওয়া শীতের পোষাক পরে এসেছে।

অধিকাংশ মেয়েদের হাতে হাতঘড়ি। সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠার চিহ্ন এটা। কেউ কেউ আবার আংটি এবং ব্রোচ পরেছে। (ধর্ম্ম-সংস্কারের কথা বাদ দিয়ে) রাশিয়ায় বিবাহের আংটি তাই এত কম—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সেদিন দোকানে এক থালা ভর্ত্তি সাদাসিধে সোনার আংটি দেখেছিলাম। সবচেয়ে

কম-দামীটার মূল্য হলো ৮০ ডলার। এডিথ মুনসন গত মাসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসার পর বলেছিলেন তাঁর অঙ্গের হীরার গহনার চেয়ে সোনার গহনার ওপর ফিনল্যাণ্ড সীমান্তে অবস্থিত পণ্য-শুল্ক অফিসের কর্ত্তাদের নজর বড় বেশি ছিল। তাঁর হাতে পুলিশের হাত-কড়ার মত বেশ বড় আধুনিক ধরণের একটা গহনা ছিল। এই গহনাই শুল্ক পরীক্ষক কর্ত্তাদের মনে বেশ ভারী ছাপ রেখে গিয়েছিল।

রেষ্টুরেণ্ট-এ জমায়েৎ হলেই রুশরা একেবারে সন্ধ্যা করে ছেড়ে দেয়। এরা টাকার সুদ ও আসল দুই-ই একেবারে আদায় করে তবে ছাড়ে। একটা প্লেট নিয়ে সামান্য কিছু খেলো, তারপর নিলো আর একটা প্লেট—এক গ্লাস পানীয় খেলো একবার। তারপর আরো এক গ্লাস। এমনি ভাবেই ওদের রেষ্টুরেণ্ট পর্ব্ব চলে। এক এক সময় এমন ভাবে মদ্যপান করতে থাকে যে শেষে নড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না এবং মাথা টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়ে। গত রাত্রে ঠিক এই অবস্থায় আমি একটা লোককে দেখেছিলাম। ধারে কাছেই সে বসেছিল আরো তিনজন লোককে সঙ্গে করে। এর মধ্যে একজন হলেন মহিলা, রূপালী চেন তাঁর বরাঙ্গে, মুখে প্রাচ্য দেশীয়ার ভাব। তিনি সম্ভবতঃ উজবেকবাসিনী অথবা অন্য কোন জাতি। তাঁর সঙ্গের সঙ্গীটি ধূসর রঙের পোষাকে নিখুঁত পারিপাট্যের সঙ্গে ভূষিত। অপর জনের নীল রঙের সার্টটা সাদা রঙের ট্রাউজারের মধ্যে ঢোকান। ভদ্রলোক ভারী বকতে পারেন—হাতের কাঁটাটি পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনায় মুখর। এক এক সময় তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন যে তর্কের একটা পর্য্যায়ে পৌঁছে তাঁর সূত্রের গুরুত্ব আরোপ করতে করতে তিনি তাঁর মাথার চুলের মধ্যে দিয়ে কাঁটাটি চালিয়ে দিচ্ছিলেন।

পরিচারকদের পরণে ঢলঢলে সাদা পোষাক—তাদের বাহুর ওপরে নোংরা গামছা। তাদেরও মাথা কামানো—সতর্কতামূলক প্রতিরোধ

ব্যবস্থা স্বরূপ। অবশ্য আমার স্যালাডের মধ্যে একটি লম্বা কালো চুল আমি আবিষ্কার করেছিলাম।

আমাদের টেবিল নানান ধরণের ডিসে একেবারে ভর্ত্তি। কোনটায় টুকরো করা ঠাণ্ডায় জমান মাংস, কোনটায় শশা, কোনটায় আস্ত টমাটো, মাছ, কাঁচা মাছের টুকরো—ক'খানা টোষ্ট। আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা নিরামিষ ভোজী—কাজেই তাঁর দিক থেকে তিনি যথেষ্ট আয়োজন করেছিলেন। আমাদের সামনে যা ধরে দেওয়া হয়েছে তাই দিয়েই আমাদের আহার সমাপ্ত করলেই যেন ভাল হতো। পরে তারা নিয়ে এলো প্লেট ভর্ত্তি চর্বিমাখানো আলুভাজা এবং মুরগীর মাংসের কাটলেট, এতে খুব পুরু করে চর্বি দেওয়া।

আহার্য্য বস্তুগুলো একেবারে নিম্নস্তরের কিন্তু এদের দামগুলি কিন্তু একেবারে আকাশ-ছোঁয়া। বর্মী বন্ধুকে এই ডিনারের জন্য কত খরচ করতে হয়েছিল সে কথা মনে মনে ভাবতে গিয়েই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলাম।

আমরা গোলাকার গ্রীষ্মাবাসের মতো জায়গায় বসেছিলাম—তাই গরম বোধ হতে লাগলো। মেঝের ওপর বসান বাক্স করা সিম জাতীয় গাছ তার চারিধারে। শেষে আমরা আমাদের চেয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলাম যাতে একটু হাল্কা বাতাসের সঙ্গেও লোক চলাচল দেখা যায়। ক্রেমলিন প্রাসাদ-প্রাচীরের ওপর প্রকাণ্ড গম্বুজগুলোর ওপরে দুটো সর্ব্ববৃহৎ লাল তারকার মাঝে চাঁদ দেখা দিলো। ফরাসী রাষ্ট্রপত্নী মাদাম সাতেনু ইংরেজী বলতে পারেন না। বর্মী রাষ্ট্রদূত ফরাসী ভাষা জানেন না। লেডী কেলী অত্যন্ত গর্ব্বের সঙ্গে কূটনৈতিক ভঙ্গীতে সশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ড্যাড্ সাতেনু এবং ডেভিড কেলীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। আমি বর্মী প্রতিনিধিকে তাঁর দেশ সম্পর্কে বলবার জন্যে উৎসাহিত করলাম; তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০

শতাব্দী থেকে বর্মার ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য আমাকে শোনাতে লাগলেন।

সাড়ে দশটা অবধি চাঁদ…লাল তারা… বর্মার ইতিহাস এবং রুশ দেশের হোটেল-জীবন নিয়ে কাটালাম। ধারে কাছের টেবিলে তখন রক্ষীরা (গতরাত্রে ড্যাড্ এবং ডেভিডের রক্ষীর সংখ্যা ছিল মোট আট জন) তাদের বিয়ার একেবারে শেষ করে ফেলেছিল। অবশেষে আমরা গাত্রোত্থান করলাম এবং শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম—একা পড়ে রইলেন বেচারা বর্মী রাষ্ট্রদূত খানাপিনার মোটারকমের বিলটা মেটাবার জন্যে।

২৪ জুলাই, ১৯৫১

লেডী কেলী আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রুশদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় আগত সাতজন (quakers) প্রতিনিধিদের সঙ্গে আহার করবার জন্যে। এঁরা কম্যুনিষ্ট সমর্থক হিসেবে এখানে আসেন নি—এসেছেন শান্তিকামী জনসাধারণ হিসেবে জানতে যে রুশরা শান্তি সম্পর্কে কতখানি আগ্রহশীল এবং সচেতন। ডেভিড কেলির মতে কোয়েকাররা যখনই যেখানে গেছেন সেখানেই তাঁদের জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে সব স্থান পরিদর্শন করা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল সেই সব স্থানে তাঁদের ভ্রমণ করিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে।

ব্রিটিশ ব্যবসা বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের খ্যাতনামা স্ত্রী পুরুষ নিয়েই এই দল গঠিত। এঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত চকোলেট কারখানার মালিক মিঃ ক্যাডবেরী, মিঃ মেটকাফ জাতীয় কয়লা বোর্ডের অন্যতম সভ্য-ডাক্তার এবং শিশুমনস্তাত্ত্বিক মিস ক্রীক এবং মিঃ বেলী। শেষোক্ত ব্যক্তি গত বছরে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কিছুকাল কাটিয়ে ছিলেন। সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণের ভড়কো মার্কা ঔজ্জ্বল্য এঁদের

চোখ কিছুতেই ধাঁধাবে না—এঁরা কোয়েকার নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছেন যে যুদ্ধ এবং সমরায়োজন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতেই হবে। সোভিয়েটরা অবশ্য তাদের আয়োজনের আন্তরিকতা বিষয়ে এঁদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কিন্তু এঁরা বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলে তাদের এই চালাকি একেবারেই সার্থক হবে না।

২৫শে জুলাই, ১৯৫১

কেলীদের ওখানে সময়টা আমার চমৎকার কাটলো। এই শান্তি কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্য আমার ভারী আগ্রহ ছিল। এঁদের প্রত্যেকেই চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান বলে মনে হলো। ছোটদের জন্য—বিশেষ করে শিশুদের জন্য রুশদের গভীর আন্তরিকতা এবং যত্ন প্রচেষ্টা দেখে এঁরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কোয়েকার প্রতিনিধিদের এই পরিদর্শন নানা দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ অ-কম্যুনিষ্ট দলের এই প্রথম রাশিয়ায় পদার্পণ। তাঁরা এসেছেন খোলা মন নিয়ে এবং তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে সোভিয়েটের শান্তি নীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়া।

আজ সকালে ট্রেটিয়াকোভ গ্যালারীতে গিয়ে আমি এঁদের কয়েক-জনকে আমার সামনের দিকে দেখতে পেলাম। তাঁরা বলেছিলেন পরের দিন রাত্রে এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করছেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম যাবার আগে তাঁরা যেন নিশ্চিতই এখানে একবার পদার্পণ করে ঘরভর্তি মার্কিণ এবং ব্রিটিশ-বিরোধী ব্যঙ্গচিত্রগুলো দেখে আসেন।

দু'মাস আগে এই গ্যালারীতে আমার শেষ পরিদর্শনের পর—এটার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। এই ব্যঙ্গচিত্রগুলো দেখতে গিয়ে দেখি তারা

কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। অন্ধকার ভরা কোণের দিকে কয়েকখানা পড়ে আছে শুধু। চীনা ছবি এবং ভাস্কর্য্য চিহ্নও মিলিয়ে গেছে কোথায়। চীন রুশ সৌভ্রাত্বের চুক্তি স্বাক্ষরের সেই প্রকাণ্ড দাবীটা এবং মাও ও হো চি মিনের আবক্ষ মূর্ত্তি যাকে বলে একেবারে উধাও।

এই সব ছবির জায়গা দখল করেছে নতুন কতকগুলো ছবি—কয়েক গজ জুড়ে প্রকাণ্ড বড় কয়েকটা ছবি শান্তি সম্মেলনের—ষ্ট্যালিন করুণা-বিগলিত চেহারা নিয়ে একটায় অবস্থান করছেন—আর একটা ছবির নাম 'শান্তির কণ্ঠস্বর'—রাষ্ট্রসঙ্ঘে বক্তৃতারত ভিসিনস্কি। এই ছবির একটি কোণে মার্কিণ প্রতিনিধিদের অতি সহজেই চেনা যায়। এঁদের পিছনে আছে উদ্ধত এবং বিদ্রূপরত কয়েকজন ইংরেজ এবং ফরাসী। অপর দিকে দেখা যাচ্ছে ভিসিনস্কির বক্তৃতাকে সানন্দে সমর্থনকামী প্রশস্ত ললাটের অধিকারী ইউক্রেনী আর চেক—কৃতজ্ঞতায় এবং আশার আলোতে তাদের মুখগুলি উদ্ভাসিত।

এই সব ছবির চারপাশ ঘিরে টাঙ্গান রয়েছে—মনে হচ্ছে যেন ফ্রেম করে দেয়া হয়েছে আরো কতকগুলি ছবি দিয়ে—সেগুলো স্থির প্রতিকৃতি—কোনটা ফুলের, কোনটা মা এবং সন্তানের, সকলের সুখশান্তির ছবি—সোভিয়েট জন্মভূমির সবচেয়ে বড় দান।

গ্যালারীতে প্রবেশ করবার পর আমি কোয়েকার দলের সঙ্গচ্যুত হলাম। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এই ছবিগুলি দেখে তাঁদের কি ধারণা হয়েছে। রুশ আভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ামক-এর ব্রিটিশ পরামর্শদাতা আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর মনে হয় কোয়েকারদের এই পরিদর্শনের কিছু আগে এই ব্যাপারটা খাড়া করা হয়েছে কিন্তু সেটা আমার কাছে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য বলে তখন মনে হয়েছিল কিন্তু এতদিনে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এই দেশে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য বলে কোন কিছুই নেই।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

স্পাসো হাউসে আসার পর থেকে মনে মনে আমি স্বপ্ন দেখতাম এর মস্ত হলটায় বিয়ের আনন্দ উৎসবের ও প্রীতি ভোজের আয়োজন করবার। সে স্বপ্ন আমার সার্থক হতে চলেছে। পরামর্শদাতা মন্ত্রীর পরমা সুন্দরী সেক্রেটারী জেন ব্রেকেনরিজের সঙ্গে নৌবিভাগীয় সহকারী এটাশে গ্রিফ এডওয়ার্ডসের বিয়ে হচ্ছে। মার্কিন ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক ফাদার ব্র্যাসার্ড আগামীকাল বিকেলে এই বিবাহের ধর্ম্মসংক্রান্ত নিয়মগুলি সমাপ্ত করবেন এবং নৌবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীর বিবাহ বলে ড্যাড্ এই উপলক্ষে তার নৌ-বাহিনীর পোষাক পরবেন বলে স্থির করেছেন। সারা দূতাবাসে দারুণ আনন্দ উত্তেজনা। বারান্দা থেকে এই আনন্দ আয়োজন প্রত্যক্ষ করবার জন্যে দূতাবাসের সমস্ত চাকর চাকরানীদের আমন্ত্রণ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বর আর কনে ভেবেছিলো জন বারো বা তার চেয়ে কিছু বেশী ঘনিষ্ট বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে তারা চুপচাপ তাদের বিবাহ ব্যাপারটা সেরে ফেলবে। কিন্তু এই দূতাবাসের অন্য সবাই এতে ভয়ানকভাবে নিরাশ হবে। তাছাড়া অন্য দূতাবাসের লোকদেরও আমন্ত্রণ জানানো এদের ইচ্ছা—একথা এরা দু'জন উপলব্ধি করেছিলো। সেই জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের তালিকা ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে উঠতে উঠতে ১৫০এ দাঁড়ালো। এর মধ্যে ছিলেন চারজন রাষ্ট্রদূত এবং পাঁচজন বিভিন্ন বিষয়ের ভার-প্রাপ্ত। নাচ-ঘর থেকে সোনার চেয়ারগুলো এনে সারবন্দী করে রাখা হলো। লেডী কেলী আগামীকাল সকালে ফুলের মালা তৈরী করবেন। মেঝেগুলো ঘসে মেজে পরিষ্কার করা হলো। মোখোভায়া থেকে এক দল মেয়ে কর্ম্মী এসে মেঝেতে মোম ঘসতে লাগলো। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নগ্ন পায়ে মেঝে ঘসা আর ধোয়ামোছা করতে লাগলো।

লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হলো। এবং রান্নাঘরে 'ওয়েডিং কেক' তৈরী করতে পাচক পাচিকারা গলদগর্ম্ম হয়ে উঠতে লাগলো।

ভন প্র্যাট জেনকে সাদা অর্গাণ্ডি পোষাকটা উপহার দিলেন। এটা তিনি একবার মাত্র পরেছিলেন। সাধারণ নাচের পোষাকের চেয়ে এটাকে যেন একটু বেশি বিয়ের কনের পোষাকের মতো দেখায়। জেন বললে এই পোষাকটা আবার দূতাবাসের টুকিটাকি জিনিস রাখার ঘরে বাক্স করে রেখে দেওয়া হবে, যাতে পরবর্ত্তী কনে এটা ব্যবহার করতে পারে। এই সঙ্গে কনের একটা ঘোমটাও থাকবে—এই ঘোমটাটা গ্রীষ্মকালীন সান্ধ্য পোষাকটি তৈরী করে দিয়েছিলেন এয়ার এটাশের স্ত্রী। অবশ্য গ্রীষ্মকালীন সান্ধ্য পোষাকটি ছিল অষ্ট্রেলীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ভগ্নীর। লেডী কেলী ক্রুসেলসে তৈরী কতকগুলো লেস্ ধার দিয়েছিলেন। জেনের এক সঙ্গিনী প্রার্থনা-বইটা দিলো। সাদা সিল্ক দিয়ে মোড়বার জন্যে সে-বইটাকে হেলিসেঙ্কিতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। দুটো পেটিকোট তার অপর বন্ধুরা ব্যবস্থা করে দিলো। সৌভাগ্যক্রমে জুতো ও মোজা জেনের নিজেরই ছিল।

ড্যাডের সেক্রেটারী জ্যাকী ব্র্যানম্যান নিতকনে (maid of honor) হবে। আমরা দুসপ্তাহ আগে ষ্টকহলম-এ একটা পোষাকের অর্ডার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম। গতকাল সেই পোষাক এসে হাজির। মাখম রঙের নেটের জামা-লাল রঙের ছোপ দেওয়া ভেলভেটের বো তাতে। জ্যাকী আমাকে ফোন করতেই আমি বরফের মতো নীল সাটিনের স্কার্ট হাতে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম মোখোভায়াতে। বো-গুলো সেই জামা থেকে তুলে ফেলা হলো। সেই পোষাকটার ওপরে স্কার্টটাকে দিলুম লাগিয়ে—মোটমাট দুটো মিশে ভারী চমৎকার একটা পোষাক দাঁড় করান গেলো। আভ্যন্তরিক বিভাগীয় কর্ম্মী অ্যান গ্রে স্কার্টের অনুরূপ নীল রঙের একটা সোলার টুপির ব্যবস্থা

করে দিলো। যাহোক পোষাকটা বেশ মানানসই করে তৈরী করা গেলো।

জেন এবং গ্রিফ দুজনেই প্রোটেস্টাণ্ট। কিন্তু ফাদার ব্র্যাসার্ড তাঁর পুঁজি পত্তর এবং নিজের মনের গহনে খুঁজেপেতে দেখে এই বিবাহ দিতে স্বীকৃত হলেন। সমস্ত কিছুই আইন অনুযায়ী করবার জন্যে সকালে রুশ রেজেষ্টারী অফিসে বে-সরকারী বিবাহ অনুষ্ঠান হবে এই স্থির হলো এবং কালভার গ্লেস্টীন বাণিজ্যদূতের পদাধিকার বলে এখানে এই স্প্যাসোতে সাক্ষী হিসাবে বিবাহে উপস্থিত থাকবেন। বিদেশে মার্কিনদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে সদা সর্বদাই এই ধরণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে এবং বিবাহ হয়েছে এটা প্রমাণ করবার জন্যে তাদের বেশ জাঁকাল রকমের দলিল পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।

কেক কাটবার জন্যে কনের একটা তলোয়ার দরকার—সেজন্য তুর্কী নৌবাহিনীর এ্যাটাশে তলোয়ারের মতো একটা জিনিস দিয়ে বাধিত করলেন। বরবধূ গির্জ্জা ত্যাগ করে যাবার সময় চারটে তলোয়ার দিয়ে তৈরী গম্বুজের তলা দিয়ে যেতে হয়। এই চারটে তলোয়ার বলশয় থিয়েটারের পোষাক-আসাকের রসদ ভাণ্ডার থেকে ধার নেওয়া হলো। ব্রিটিশ দূতাবাসের পরামর্শদাতাদের মধ্যে একজন লেনহাম টিচেনার ফাদার ব্র্যাসার্ডের ক্ষুদে অর্গানটা বাজাবে ঠিক হলো। বাজাবার জন্যে তিনি অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিশ করছিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন তাঁর স্বামী কনের চেয়েও বেশি বিচলিত হয়ে পড়ছেন।

আজ সকালে আমাদের বাড়ীর ম্যানেজার বিল নাগোসকি এবং আমি দুজনে মিলে ফুল কিনতে বাজারে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে ফুল এই সময়েই প্রচুর পাওয়া যায়, যদিচ দাম বেশ একটু চড়া। একটা গ্লাডিওলাস ফুলের দাম চার রুবল (অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় এক ডলার) এবং সবচেয়ে ভালো ফ্লক্স ডাঁটার দাম তিরিশ সেণ্ট। প্রত্যেক ষ্টলে

গিয়ে আমরা দরদস্তুর করে শেষে একরাশ চমৎকার সাদা ফুল নিয়ে ফিরে এলাম। এইগুলোর সঙ্গে আমাদের বাগানের মিষ্টিগন্ধওলা তামাক ফুল আর বিল বন্ থেকে যে ডালপালাগুলো কেটে এনেছে, তা দিয়ে সাজান যাবে। টবে এবং বালতিতে ফুলগুলো একেবারে ভরিয়ে রাখা হয়েছে। আসছে কাল সকালে লেডী কেলীর আগমনের জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি। দুপুরের আগে আমার এখানে ফেরা হবে না—কেননা কনের মা হয়ে আমাকে রেজিষ্টারী অফিসে যেতে হবে।

পরে

বর, কনে, নিতকনে, জেনের এক সঙ্গিনী, আমি এবং আমাদের অস্থায়ী মাকিন বাণিজ্যদূত কালভার—আমরা ক'জন এইমাত্র রেজেষ্টারী অফিস থেকে ফিরে এসেছি। আমরা পিছন দিকের রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। শেষে এসে পৌঁছলাম বিরাট ধূসর রঙের একটি বাড়ীর কাছে—তার দরজার ওপর লেখা দেখেই বোঝা গেল এটাই বিবাহ রেজেষ্টারী অফিস।

আমি ভাবতেই পারি না যে এতে রীতি-নীতির এত মারপ্যাঁচ আছে। নতুবা যে ঘরে আমাদের খানিক অপেক্ষা করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো সে ঘরটি বিশেষ মক্কেলদের জন্য আলাদা করে রাখা থাকত না। বারান্দার মতো জায়গায় আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছিল—জায়গাটি সোভিয়েট ধরণে বিশেষভাবে সুসজ্জিত—বসবার দুটি ডিভান তুর্কীদেশের কম্বল দিয়ে ঢাকা জিরাজিয়ামস দিয়ে ঘেরা লেনিনের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি এবং ঠিক তার ওপরেই ষ্ট্যালিনের একটি রঙ্গীন তৈলচিত্র।

আমরা আধঘণ্টা বসে রইলাম। আমাদের বলা হলো যে প্রধান রেজিষ্ট্রার এইমাত্র বাইরে বেরিয়ে গেছেন। শেষে ভীষণদর্শনা এক

মহিলা ধূলোমাখা গাঢ় নীল রঙের পোষাক পরে দরজা দিয়ে পাশের ঘরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

: অনুগ্রহ করে এই দিকে আসুন।

আমরা স্বল্পবয়স্কা কেরাণী মেয়েটির পিছনে দলবেঁধে চলতে সুরু করলাম। সে মেয়েটি আমাদের একটি ঘরে নিয়ে গেলো। সে ঘরে সেই ভীষণদর্শনা এবং আরো দুজন তরুণী টেবিলের ধারে বসেছিলেন। তাঁরা ইঙ্গিত করে আমাদের সবাইকে বসবার জন্মে বললেন। বর আর কনে সেই তিন ভদ্রমহিলার বিপরীত দিকের আরাম কেদারায় বসলো।

তরুণী দু'জন ফর্ম্ম লিখে পূরণ করতে লাগলেন—তাদের ছাড়পত্র, কূটনৈতিক কাগজপত্র এবং আবেদন পত্র যা কদিন আগে করা হয়েছিল—তা থেকে দেখেশুনে নানা তথ্য সেই ফর্মে লিখে নিতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে এই ব্যাপার চললো। বর কনেকে একটি মাত্র প্রশ্ন করা হলো "আপনাদের কারুর কোন ছেলে-পুলে আছে কি?" দু তিনটা দলিল পত্রে তারা দু'জনে কেবলমাত্র নিজেদের নাম সই করে দিলো। ব্যস্ —বিয়ে হয়ে গেলো! মহিলা তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে বর কনের নাম, তাদের ঠিকানা, তারা কি কাজ করে ইত্যাদি পড়ে শোনালো এবং বর-কনে তাদের কোনো ছেলে-পুলে নেই বলে যে বিবৃতি দিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করে আনন্দ-উদ্বেল দম্পতির সঙ্গে করমর্দ্দন করলো।

আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের করমর্দ্দন করলাম। বর পনেরো রুবল দিতেই তাকে লাল শিলমোহর দেওয়া একটা সার্টিফিকেট উপহার দেওয়া হলো। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের চোখে এখন এরা স্বামী এবং স্ত্রী।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

বিবাহ উৎসব আমাদের এখানে খুব চমৎকারভাবে সমাপ্ত হয়েছিল।

এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। ড্যাড্ এবং আমি খুব খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে স্প্যাসো হাউসে আমাদের সর্ব্বশেষ বৃহৎ অনুষ্ঠান খুব সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। কানাডার দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের পত্নী শ্রীমতী ফোর্ডের কথা আমার অন্তর স্পর্শ করেছিলো। তিনি বলেছিলেন—আজকের স্মৃতি কেবলমাত্র সদ্য বিবাহিত এই তরুণ দম্পতীর জীবনেই সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে না—আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি সকলের জীবনে এই দিনটা জেগে থাকবে। মস্কোর জীবন বৈচিত্র্যহীন, আনন্দহীন। এই জীবনে আপনারা যে রঙের বাসর এবং আনন্দের সঞ্চার করতে পেরেছেন সেজন্য আমরা সবাই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ইতিপূর্ব্বে আমি লিপিবদ্ধ করেছি যে আমাদের সহকর্ম্মীরা মার্কিণ দূতাবাসকে মস্কোর অভ্যন্তরে স্বাধীন বিশ্বের দুর্গ ব'লে মনে করেন। তাঁরা অনুভব করেন এ জায়গায় তাঁদের সকলের অধিকার আছে।

গতকাল রেজিষ্টারী অফিস থেকে আমরা ফিরে এসেই দেখি লেডী কেলী, ইলেন ফ্রীয়ার্স এবং উইনিফ্রেড কামিং ভীষণভাবে কাজে ব্যস্ত।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন ও জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে তাঁদের স্বস্থান থেকে সরিয়ে খাবার ঘরের থামের একেবারে চুড়োয় রেখে দেওয়া হয়েছে। লেডী কেলী বাজে টিনের পাত্রগুলোকে ওকের ডালপালা আর সাদা ফুল দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। চমৎকার করে সাজিয়ে রাখার দরুণ এই পাত্রগুলিকেও থামের অপরিহার্য্য অংশ বলে মনে হচ্ছিল। বেদীর ওপরের দিকে বোখারার এমব্রয়েডারী করা চমৎকার একটা টুকরো টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল—এর ওপরে ছিল আমার সবচেয়ে ভালো রুশদেশের লেস দেওয়া কাপড়। এর ধারে ধারে আমরা বাতি জেলে দিয়েছিলাম—মোটা বাতিগুলোর জন্যে ফাদার ব্র্যাসার্ড তাঁর ভজনালয় থেকে বাতিদান এনেছিলেন।

ফল হয়েছিল চমৎকার। কোন সজ্জাকর এর চেয়ে ভাল কিছু করতে পারতো না। ঝাড় বাতিদান থেকে যখন উজ্জ্বল লাল সোণালী ও সাদা আভা বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো তখন কিন্তু ভারী চমৎকার সব দেখাচ্ছিল।

সাড়ে চারটের সময় কনে এবং জ্যাকি পোষাক-পরিচ্ছদ পরবার জন্যে এসে উপস্থিত হলো। তাদের সঙ্গে এলেন বিমান দপ্তরের এটাশের স্ত্রী লেভার্ন জেম্‌স্—অবগুণ্ঠন এবং পুস্তস্তবক রক্ষনাবেক্ষণের ভার এরই ওপর ছিল। বিমানবাহিনীর সহকারী এটাশের স্ত্রী স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন, যদি শেষ মুহূর্তে কিছু সেলাই-ফোঁড়াই করতে হয়। মিসেস টিচেনার বারান্দার রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ালেন, যাতে করে তাঁর স্বামী অর্গানবাদককে ইঙ্গিত করতে পারেন বাজনা বাজানো সুরু করবার জন্যে—এবং ড্যাড্ ও কনেকে বলে দিতে পারেন সিঁড়ি বেয়ে কখন নেমে আসতে হবে। মিসেস টিচেনার ইংলণ্ডের নাট্যমঞ্চে নাট্য পরিচালনার কাজ করেছিলেন—কাজেই তাঁর নিয়ম নির্দেশ ছিল অনেকটা পেশাদার পরিচালিকার মতো।

কনেকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল। ড্যাড্‌কে তার নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের পোষাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। যখন সব অতিথি অভ্যাগতেরা এসে হাজির হলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন আমি তখন কনের মা হিসেবে প্রধান পরিচায়িকা পরিবৃত হয়ে বেদী অবধি এলাম। লেনহাম টিচেনার অর্গানে 'লারগো' সুর বাজালে। সঙ্গীতের এই ইঙ্গিত পেয়ে বর প্রবেশ করলো। তারপর বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কুচকাওয়াজ চলল এবং বরযাত্রীদল হাজির হ'তেই আমরা সকলে উঠে পড়লাম।

ফাদার ব্র্যাসার্ড খুব চমৎকারভাবে বিবাহের আনুসাঙ্গিক অনুষ্ঠান-গুলো শেষ করলেন—বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করলেন। সেই গম্বুজের

তলা দিয়ে তারা দুজনে ফিরে যেতেই লেনহাম মেণ্ডেলসন বাজাতে লাগলো। এমন কি এই উৎসব অনুষ্ঠানের একমাত্র বিদেশী অতিথি রুশীয় কূটনৈতিক দলিল বিভাগের প্রধান এই দৃশ্যে বিশেষভাবে মোহিত হয়েছিলেন।

প্রীতি-অনুষ্ঠান আনন্দ পরিপূর্ণ হয়েছিল।—স্যাম্পেনের ছড়াছড়ি ···তুর্কী তরবারী দিয়ে কেক কাটা হলো···কত যে ফটো তোলা হলো তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পরিপূর্ণ আনন্দ সবাই উপভোগ করেছিলেন। সিঁড়ির নীচে চাকর-চাকরানী নিজেরাই প্রীতি-অনুষ্ঠানের পানীয় যথেষ্ট পান করলো। এখন আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। স্প্যাসো হাউসে বিবাহের প্রীতি-অনুষ্ঠানের যে ইচ্ছা আমার ছিল তা পূর্ণ হলো।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫১

দু'বছর চারমাস আগে আমরা যখন সর্বপ্রথম মস্কোতে পদার্পণ করি তখন মনে হয়েছিল সময়টা যেন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মাত্র দুটো দিন আর বাকি আছে মস্কো থেকে বিদায় নেবার—এখন মনে হচ্ছে সময়টা যেন ছোট হয়ে এসেছে। আবার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার পালা। বাক্স প্যাঁটরা গুছোনো হোল—তাক আলমারী খালি করে। আমরা যা ফেলে দিয়ে যাবো তা নেবার জন্যে রুশরা শকুনের মতো উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো। আমি আমার বিদায় গ্রহণের পালা সেরে নিলুম।

সুইডেন, পারস্য, তুরস্ক ও হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূতপত্নীদের সঙ্গে মোলাকাৎ শেষ করলাম। আমরা মধ্যাহ্নভোজন করলাম পাকিস্থানী, ভারতীয় এবং নরওয়ের দূতাবাসে। ব্রিটিশ এবং ইতালীয় দূতাবাসের ভার-প্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে নৈশভোজন করলাম। আমাদের প্রকৃত ইতালীয় বন্ধু ব্রসিও পরিবারকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছিল—

তাঁরা আমাদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্যে একটা চমৎকার প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমাকে কেউ কেউ উপহার দিলো।

আমার চোখে জল এল, কারণ আমাদের দূতাবাসের লোকেদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে। আমরা এতদিন এত কাছাকাছি বাস করে—পরস্পরের ওপর প্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম। চাকর-চাকরানীরা কেঁদে চোখ লাল করে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বেচারা! তাদের রক্ষনাবেক্ষণের জন্যে কেউ রইল না।

আমরা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি—এই চিন্তাই আনন্দ উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। রেড স্কোয়ার আর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ক্রেমলিনের দিকে শেষবার তাকালাম। জনাকীর্ণ আর্বাটে শেষবার ঘুরেফিরে এলাম কিন্তু আমার পিছনে ছিল ধূসর রঙের কোট পরা অপরিচ্ছন্ন একজন রক্ষী। স্প্যাসো স্কোয়ারে শেষবার একটু বেড়ালাম—চোখে পড়ল বিড়ালছানার মতো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বালির ওপর খেলে বেড়াচ্ছে। আকাশস্পর্শী বাড়ীগুলোর ছাদের দিকে দেখলাম—এখনও অর্দ্ধসমাপ্ত রয়েছে।

আগামী পরশু সকাল ১০টায় আমরা এখান থেকে বিদায় নেবো। বিমান এলো বিকেল বেলায়। আমাদের ছাড়পত্র এবং অন্যান্য কাগজ পত্র ঠিকঠাক করে নিলাম। আর দুদিন বাদেই প্যারিসে গিয়ে পৌঁছবো। মস্কো তখন স্বপ্নের মতো আমাদের পিছনে পড়ে থাকবে। এই স্বপ্ন অচেতন মনে আমাদের জীবনের একাংশ জুড়ে থাকবে।

রাশিয়াকে কেউ ভুলতে পারে না। ———

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৫-১০০১
পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৪,৭৮৩
৭-১২-৮৪